প্লেগ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের মত।

কবিরাজ

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন এম, এ, কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

---

১০ নং কাশীঘোষের লেন, কলিকাতা হইতে

কবিরাজ শ্রীকুঞ্জলাল ভিষগ্রত্ন কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

শ্রীহরিচরণ দাসদ্বারা ইলিশিয়ম্ প্রেশে মুদ্রিত।

৬১।২ নং বীডনষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গাব্দ ১৩০৫।

ও নমো গণেশায়।

না প্রায় দুই বৎসর যাবৎ মহারাষ্ট্র অঞ্চল এবং বোম্বাই আরে বিউবোনিক প্লেগের আবির্ভাব হইয়াছে। উক্ত অঞ্চলে বহুলোক এই জনপদধ্বংসকর ব্যাধিতে কালের গ্রালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। বহুবিধ যত্নসত্ত্বেও এই রোগের প্রকোপ কিছুমাত্র উপশমিত হইতেছে না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া পঞ্জাব প্রদেশেও অনেক গ্রামে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

ব উভয় জনপদেই রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে নীরোগ-ব্যক্তি হইতে পৃথক রাখিবার জন্য হাঁসপাতালে লইয়া চিকিৎসাদির বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয় হিন্দু-দের মধ্যে স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথা প্রচলিত না থাকিলেও ইউরোপীয় সমাজের ন্যায় সম্পূর্ণ স্ত্রীস্বাধীনতা নাই। পঞ্জাবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথা প্রচলিত। এই কারণে উ- প্রদেশেরই অধিবাসীরা, পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে হাঁসপাতালে পাঠাইতে অনিচ্ছুক, এজন্য প্লেগ কর্ম্মচারী সহিত বহুলোকের দাঙ্গাহাঙ্গামা পর্য্যন্ত হইয়া গি

প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে কলিকাতার অন্তর্গত কপালি টোলা নামক স্থানে একটী মুদির সন্ধিগত শোথ ও জ্ব হয়। ঐ রোগেই তাহার মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যু (ইংরাজি ১৮৯৮ সালের ৩১শে এপ্রিল তারিখে) প কলিকাতায় প্লেগের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন। তাহার পর হইতে অ (৮জুন) পর্য্যন্ত ৯৫ জন লোকে ঐ রোগে আক্রান্ত হই য়াছে এবং ৭২ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

কলিকাতা নগরে ও রোগীকে নীরোগ ব্যক্তি হইতে স্বতন্ত্রীকরণের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদে সদয়হৃদয় ছোট লাট বাহাদুরের অনুগ্রহে সে সম্বন্ধে নিয়মাদি অনেক শিথিল করা হইয়াছে। ধনী সম্প্রদায় নিজ বাটীতেই হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করিয়া রোগীকে তথা রখিবার এবং স্বেচ্ছানুসারে চিকিৎসা করাইবার অনুমতি পাইয়াছেন।

এতৎ স্বত্বেও কলিকাতার জনসাধারণের মনে যে ভীতির সঞ্চার হইয়াছে তাহা কিছুতেই যাইতেছেনা সংখ্যক লোক কলিকাতা ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে তছে এবং কলিকাতা নগরে মৃতবৎ প্রতীয়মান ছ।

র্ব্বেদ মতে এই রোগের কারণ লক্ষণ ও চিকিৎস

সম্বন্ধে আমার অনেক বন্ধু আমাকে প্রশ্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের উত্তর দিবার জন্যই এ প্রবন্ধের অবতারণা।

ইতিহাস।

অনেকের ধারণা যে এই সাংঘাতিক রোগ নূতন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। প্রাচীনকালেও এই রোগে বহুজনাকীর্ণ গ্রাম ও জনপদ ধ্বংস হইয়াছে। এসম্বন্ধে সুবিখ্যাত চিকিৎসাগ্রন্থ চরকসংহিতা সাক্ষ্য দিতেছেন।

অগ্নিবেশ এবং তাঁহার গুরু ভগবান আত্রেয়ের কথোপকথন চরকসংহিতা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ।

জনপদোদ্ধ্বংসনমেকেনৈব ব্যাধিনা যুগপদসমানপ্রকৃত্যাহারদেহবলসাত্ম্যসত্ত্ববয়সাং মনুষ্যাণাং কস্মাদ্ভবতি।

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ। এবমসামান্যবতামপ্যেভিরগ্নিবেশ প্রকৃত্যাদিভির্ভাবৈর্মনুষ্যাণাং যে যেঽন্যে ভাবাঃ সামান্যাস্তদ্বৈগুণ্যাৎ সমানকালাঃ সমানলিঙ্গাশ্চ ব্যাধয়োঽভিনির্বর্ত্তমানা জনপদমুদ্ধ্বংসয়ন্তি। তে তু খল্বিমে ভাবা সামান্যাঃ বায়ুরুদকং দেশঃ কাল ইতি। চরকসংহিতা বিমানস্থান, তৃতীয় অধ্যায়।

অগ্নিবেশ মহর্ষি আত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে মনুষ্যদিগের প্রকৃতি আহার দেহ বল অভ্যাস মনঃ এবং বয়ঃক্রম পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন। এই রকম হইলেও মনুষ্য-

গণ একই সময়ে একই রোগে আক্রান্ত হইয়া কালকবলে নিপতিত হয় তজ্জন্য জনপদ ধ্বংস হয়, ইহার কারণ কি?

ভগবান আত্রেয় তাঁহাকে বলিলেন, যে মানবদিগের প্রকৃতি প্রভৃতি পরস্পর ভিন্নভিন্ন হইলেও তাহাদের অন্য কতকগুলি ভাব সমান। সেই সকলের দোষে একই সময়ে একইব্যাধি জন্মিয়া জনপদ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। সেই সমান ভাবগুলি এই—বায়ু জল দেশ ও কাল।

বায়ু জল দেশ ও কাল যে সকল দোষে দূষিত হইলে দেশে রোগের আক্রমণ হয় ইহার পরে ভগবান আত্রেয় তাহা বলিতে লাগিলেন। সে সকল বিষয় পরে বিবেচিত হইবে।

১৮১২ খৃষ্টাব্দে কচ্ছদ্বীপে ভীষণ মহামারীর প্রকোপ হয়। ইহা ইংরাজদিগের লিখিত ইতিহাসে গুজরাট মহামারী নামে বিখ্যাত। ইহা কচ্ছ হইতে কাটিবার আহাম্মদাবাদ জেলার কোন কোন স্থান, রাধানপুর রাজ্যে বিস্তৃত হয়। ইহার প্রকোপ ১০ বৎসর পর্য্যন্ত ছিল। মিঃ নাথান প্রণীত প্লেগ, প্রথম খণ্ড।

নাথান সাহেব প্রণীত প্লেগ গ্রন্থে ডাক্তার গিল্ডারের রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে কালোয়ার প্রদেশেও বহু লোক এই রোগে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। এই রোগে দুই শ্রেণীর লক্ষণ দৃষ্ট হইত। প্রথম শ্রেণীর পীড়ার লক্ষণ এই;—

Great and general uneasiness of the frame,pains in head, lumbar regions and joints on the day of the attack ; hard, knotty and highly painful swelling of the inqumal or axillary glands appear in some instances ; the parotids are affected in 4 or 5 hours fever supervenes; these symptoms go on increasing in violence attended with great thirst and delirum until the third day of the attack, when death closes the scene; and should the patient survive the third day they begin to conceive hopes of his recovery ; suppuration of the glandular swellings occurs on the 4th or 5th day ; the other symptoms gradually diminish in force, the fever assumes a milder aspect and the patient regains his strength in 12 or 15 days ; such favourable terminations are however rare.

মিঃ নাথান প্রণীত প্লেগ দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম দিবস শরীরের অস্বচ্ছন্দতা, শিরঃপীড়া, কটি-দেশ ও সন্ধিস্থলে বেদনা বোধ হয়। এই সকল উপ-দ্রবের বেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং তৃতীয় দিনে প্রবল তৃষ্ণা ও মোহ তাহার সঙ্গে যোগ দেয়। ঐ দিবসেই মৃত্যুর সহিত সকল শেষ হয়। যদি চারিদিন অতীত হয় তবে জীবনের আশা হয়। পঞ্চম দিনে শোথে পূয়সঞ্চার হয়। ক্রমে উপদ্রবের শান্তি হইতে আরম্ভ হইয়া ১২ কিম্বা ১৫ দিনের মধ্যে রোগী আরোগ্য

লাভ করে। কিন্তু আরোগ্য অতি অল্প রোগীর অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণ—

High fever attended with burning and excruciating pains about scrobiculis cordis, skin intensely hot and the patient feels as if his body within was on fire, hiccough with deep and appressive breathing ensue, he also feels a pricking sensation all over his body as if it was perforated with pins, considerable pains in the chest and joints and about the navel, delirium, great anxiety, and thirst follows, at length the patient hawks up clots of blood; the difficulty of breathing increases and he generally dies the second day of the attack

মিঃ নাথান প্রণীত প্লেগ ২য় খণ্ড

প্রবল জ্বর, বক্ষঃস্থলের নিম্নে তীব্র বেদনা, প্রবল গাত্রোষ্মা, গাত্রদাহ, হিক্কা, সর্ব্বাঙ্গে সূচীব্যথনবৎপীড়া, সন্ধিস্থল, নাভি ও বক্ষঃস্থলে তীব্র বেদনা, মোহ, দুশ্চিন্তা এবং তৃষ্ণা। ক্রমে রক্তবমন ও শ্বাসকৃচ্ছ্রতার আধিক্য হইয়া রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মিঃ নাথানের প্লেগ ২য় খণ্ড।

ডাক্তার ফেডারিকটেলর বলেন—

"Its (the Plague's) history can be traced back to the second century of the Christian Era, but the first great Epidemic of Europe the Plague of Justinian occured in the sixth century. The celebrated plague devasted London 1665. In 1853, however, a fresh outbreak occurred in Arabia and other Epidemics have appeared at intervals of a few years in different parts of Asia and North Africa until 1878-79 when it again invaded Europe attacking some villages on the banks of the Volga"

Taylors Practice of Medicine.

যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে খৃষ্টের দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রথম প্লেগ হয়। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইয়ূরোপে প্রথমপ্লেগ হয়। প্লেগ ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগর শ্রীভ্রষ্ট করে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইহার পুনরাবির্ভাব হয়।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মধ্যে মধ্যে এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকার স্থানে স্থানে ইহার প্রভাব লক্ষিত হইয়াছে। তৎপরে ইহা পুনর্ব্বার ইউরোপে অবির্ভূত হইয়া ভল্গা নদীর তীরস্থ কয়েকটী গ্রাম আক্রমণ করে।

টেলর প্রণীত প্রাক্‌টিস্ অব মেডিসিন।

ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে প্লেগ নূতন

রোগ নহে। ইহা বহুকাল হইতেই পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছে এবং অনেক দেশ ও জনপদ ধ্বংস করিয়াছে।

কারণ

মহর্ষি আত্রেয়ের মতে দূষিত বায়ু জল দেশ কালই জনপদোদ্ধ্বংসকর ব্যাধির কারণ।

দূষিত বায়ু প্রভৃতির লক্ষণ চরকসংহিতা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

তত্র বাতমেবংবিধমনারোগ্যকরং বিদ্যাৎ। তদ্‌যথা ঋতু-বিষমমতিস্তিমিতমতিচলমতিপরুষমতিশীতমত্যুষ্ণমতিরূক্ষম-ত্যভিষ্যন্দিনমতিভৈরবারাবমতিপ্রতিহতপরস্পরগতিমতি-কুণ্ডলিনমসাত্ম্যবাষ্পবাষ্পসিকতাপাংশুধূমোপহতমিতি।

উদকং খল্বত্যর্থবিকৃতগন্ধবর্ণরসস্পর্শবৎক্লেদবহুল-মপক্রান্তজলচরবিহঙ্গমুপক্ষীণজলাশয়মপ্রীতিকরঞ্চাপগত-গুণং বিদ্যাৎ।

দেশং পুনঃ প্রকৃতিবিকৃতবর্ণগন্ধরসস্পর্শং ক্লেদবহুল-মুপসৃষ্টং সরীসৃপব্যালমশকশলভমক্ষিকামূষিকোলূকশ্মা-শানিকশকুনিজম্বুকাদিভিস্তৃণোলূপোপবনবন্তং প্রতানাদি বহুলমপূর্ব্ববদবপতিতশুষ্কনষ্টশস্যং ধূম্রপবনঞ্চ প্রধ্মা-তপতত্রিগণমুৎক্রুষ্টশ্বগণমুদ্‌ভ্রান্তব্যথিতবিবিধমৃগপক্ষিসংঘ-মুৎসৃষ্টনষ্টধর্ম্মসত্যলজ্জাচারশীলগুণজনপদংশশ্বৎক্ষুভিতো-দীর্ণসলিলাশয়ং প্রততোল্কাপাতনির্ঘাতভূমিকম্পং প্রতিভ-

য়াগাধরূপং রূক্ষতাম্রারুণসিতাভ্রজালসংবৃতার্কচন্দ্রতারকম-ভীক্ষ্ণং সম্ভ্রমোদ্বেগমিব সত্রাসরুতমিবসতমস্কমিব গুহ্যকা-চরিতমিবাক্রন্দিতশব্দবহুলঞ্চাহিতং বিদ্যাৎ।

কালস্তু খলু যথর্ত্তু লিঙ্গদ্বীপরীতলিঙ্গামতিলিঙ্গংহীনলিঙ্গ-ঞ্চাহিতমেব ব্যবসেৎ।

ইমানেবং দোষযুক্তাংশ্চতুরো ভাবান্‌জনদোদ্ধংস-করান্ বদন্তি কুশলাঃ। অতোঽন্যথাভূতাংস্তু হিতানা-চক্ষতে। বিগুণেষ্বপিতু খলু জনপদোদ্ধংসকরেষু ভাবেষু ভেষজেনৈবোপপদ্যমানানামভয়ং ভবতি রোগেভ্যঃ।

দূষিত বায়ুর লক্ষণ—ঋতু বিষম (অর্থাৎ যে ঋতুর যে ধর্ম্ম সে ঋতুতে তাহার বিপরীত ভাব হওয়া যেমন শীতঋতুর বায়ু উষ্ণ হওয়া) অতিস্তিমিত, অতিচল অতি-পরুষ, অতিশীত, অতি উষ্ণ অতিরূক্ষ, অত্যভিষ্যন্দি, অতি-ঘোর শব্দকারী, অতিপ্রতিহতপরস্পরগতি, অতিকুণ্ডলী, অহিত গন্ধ ও বাস্প এবং বালুকণা ধূলি ও ধূম বিশিষ্ট।

দূষিত জলের লক্ষণ।—অতি বিকৃত গন্ধ বর্ণ রস ও স্পর্শ বিশিষ্ট, ক্লেদবহুল ও জলচর-পক্ষিপরিত্যক্ত জলা-শয়ের জল, শুষ্ক জলাশয়ের জল, এবং অন্য কোন কারণে অপ্রীতিকর জল।

দূষিত দেশের লক্ষণ।—বিকৃত গন্ধ বর্ণ রস ও স্পর্শ বিশিষ্ট, ক্লেদ বহুল, সরীসৃপ, শ্বাপদ, মশক, মক্ষিকা,

মূষিক, উলূক শ্মশানচর পক্ষী ও শৃগালপূর্ণ, তৃণ ও উলূপ বহুল, বহু লতাদিপূর্ণ, হঠাৎ পূর্ব্ব গুণ হইতে বিচ্যুত, যে দেশের শস্য নষ্ট বা শুষ্ক হইয়াছে ধূম্রপবন, যে দেশের পক্ষি কুক্কুরগণ সর্ব্বদা চীৎকারশব্দ করে বহু মৃগপক্ষিসমূহ যে দেশে কষ্ট পায় যে জনপদ হইতে ধর্ম্মসত্য লজ্জা আচার শীল ও গুণ অন্তর্হিত হইয়াছে, যে দেশে জলাশয় পুনঃ পুনঃ ক্ষুভিত ও উদ্বেলিত হয়, যে দেশে সতত উল্কাপাত ও ভূমিকম্প হয়, যে দেশে ভীষণ শব্দ হয়, এবং এইরূপ নানা উপদ্রব হয়, সে দেশ দূষিত।

দূষিত কালের লক্ষণ—ঋতুর যে যে ধর্ম্ম সে ধর্ম্ম হইতে বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট, কিম্বা অল্প লক্ষণ বিশিষ্ট ঋতু। কিম্বা অধিক লক্ষণ বিশিষ্ট ঋতু।

এই সকল পদার্থ এইরূপ দোষে দূষিত হইলে পণ্ডিতদিগের মতে জনপদোদ্ধ্বংসকর হয়। তাহার বিপরীত হইলে মনুষ্যো পক্ষে হিতকর হয়। এই সকল দূষিত হইলেও ঔষধদ্বারা চিকিৎসা করাইলে রোগভয় নিবারণ হয়।

আজকাল অনেক ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত এক প্রকার কীটাণুকে প্লেগের কারণ বলেন। তাহা সঙ্গত বোধ হয় না। কারণ তাঁহারা নিজেরাই বলেন—

"To obtain the microbes with certainty a patient is to be selected at the height of the symptoms with glands largely increased and before any injection had been made into the glands. At the commencement of the swelling or in a convalescent patient drop withdrawn from the gland may fail to show the microbes.

Mr R. Nathan's Plague in India.
VOL. II. P. 9

অর্থাৎ রোগের প্রবল অবস্থায় গ্রন্থি সকল অতিশয় স্ফীত হইলে তন্মধ্যে কোন ঔষধ প্রবিষ্ট করাইবার পূর্ব্বেই কীটাণু পাওয়া যায়, রোগের প্রথম অবস্থায় কিম্বা আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায় রোগীর রক্তবিন্দুতে কীটাণু না থাকিতেও পারে।

মিঃ নাথান প্রণীত প্লেগ ২য় খণ্ড।

যদি কীটাণু রোগের কারণ হইত তবে রোগের প্রথম অবস্থায় অবশ্যই উহা বর্ত্তমান থাকিত। বোধ হয় উহার সত্তাও রোগের উপদ্রব মাত্র, কারণ নহে।

লক্ষণ।

ডাক্তার টেলরের মতে প্লেগের লক্ষণ।

"The disease begins with lassitude, weakness, headache, vertigo and shivering soon followed by febrile reaction. Sometimes in this stage of invasion the patient is in a peculiar absent condi-

tion with staggering gait and tremulous speech, or he is seized with indefinable fear and restlessness, or there may be nausea vomiting or diarrhœa. The fever is generally high, the temperature from 102° to 104° the pulse from 100 to 130. The tongue at first moist and white, becomes dry and brown, and a typhoid condition may supervene with delirium or coma, sordes on the lips and teeth, failing pulse and cold extremeties. In the Volga Epidemics the urine was scanty or suppressed. After one, two or three days' fever the local signs show themselves in the formation of glandular swellings in the groins, axillæ or neck.

The swelling may be as large as a hen's egg, attended with severe pain, and if the patient survives may suppurate about the seventh day About this time also boils and carbuncles may appear, but they are not very frequent. In the severest cases petechiæ or larger subcutaneous hæmorhages appear shortly before death ....: and there may be bleeding from the sose, stomach, or bowels." Taylor's Practice of Medicine.

অর্থাৎ রোগের প্রথম অবস্থায় অঙ্গাবসাদ, দৌর্ব্বল্য, শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন ও কম্প হইয়া জ্বর হয়। কখনও কখনও এইরূপ অবস্থায় রোগী বিশেষ অনবস্থিত চিত্ত হয়, গতি অস্থির এবং বাক্য অস্পষ্ট হয়, ভয় ও অস্থিরতা

জন্মে। জ্বর খুব তীব্র এবং গাত্রের উত্তাপ অধিক নাড়ীর গতি দ্রুত হয়। বমনের বেগ বমন এবং অতিসার হয়। জিহ্বা প্রথমে আর্দ্র ও শ্বেতবর্ণ থাকে, ক্রমে শুষ্ক ও কৃষ্ণবর্ণ হয়। মোহ হয়, দন্ত ও ওষ্ঠ সমল হয়; ক্রমে হস্ত পদ শীতল হয় এবং নাড়ীর গতি লোপ হয়। ভল্গানদীর তীরস্থ মহামারীতে মূত্রও অল্প পরিমাণ নিঃসৃত হইয়াছিল। ১।২।৩ দিন পরে সন্ধিস্থলে শোথ হয়। শোথের প্রমাণ, কুক্কুটের অণ্ডের ন্যায় হয় এবং অতিশয় বেদনা হয়। রোগী যদি রক্ষা পাইলে ৭ দিনে শোথে পূয় সঞ্চার হয়। এই সময়ে কাহারও কাহারও অঙ্গে পিড়কা হয়, এবং নাসিকা মুখ হইতে রক্তস্রাব হইতে পারে।

হাফকিন সাহেব প্লেগের নিম্নলিখিত লক্ষণ দিয়াছেন,

"Symptoms of disease. Fever preceded sometimes by rigor. Pain, swelling and hardening of one or rarely several superfical glands, most frequently one in the groin, more rarely in a gland or glands of the armpit or of the cervical region.

Delirium. Sometimes restless efforts at vomiting which may or may not be successful; constipation, occasionally on the contrary diarrhoea.

Comatose or semi-comatose state of patient, voice weak, speech incoherent.

2. The most prominent of these symptoms is the affection of the superficial glands, cases, where

this symptom is absent, if there are any, appear quite exceptionally.

Mr. Nathan's Plague in India.—Vol II. P. 8.

অর্থাৎ জ্বরের পূর্ব্বে শীতবোধ ও শরীরে কম্প। গ্রন্থিতে বেদনা, শোথ ও কাঠিন্য। মোহ, বমনের চেষ্টা মলরোধ কিম্বা অতীসার, জ্ঞানলোপ, স্বর অতি মৃদু এবং প্রলাপ।" মিঃ নাথান প্রণীত প্লেগ।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের মতে বাত, পিত্ত ও কফ নামক দোষত্রয়ের একটির বা অনেকের বৈষম্যেই রোগের উৎ-পত্তি হয়। তাহাদের সাম্যাবস্থাই স্বাস্থ্য। তিনটী দোষ স্বকারণে কুপিত হইয়া যে রোগ উৎপাদন করে তাহাকে সন্নিপাত রোগ কহে। সকল রোগই সন্নিপাত হইতে পারে, যেমন সন্নিপাত জ্বর, সন্নিপাত উন্মাদ প্রভৃতি।

চরকসংহিতার চিকিৎসিত স্থানের তৃতীয় অধ্যায়ে সন্নিপাত জ্বরের এই লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ক্ষণে দাহঃ ক্ষণে শীতমস্থিসন্ধিশিরোরুজা।
সাস্রাবে কলুষে রক্তে নির্ভুগ্নে চাপি লোচনে॥
সস্বনৌ সরুজৌ কর্ণৌ কণ্ঠঃ শূকৈরিবাবৃতঃ।
তন্দ্রামোহঃ প্রলাপশ্চ কাসশ্বাসোঽরুচির্ভ্রমঃ॥
পরিদগ্ধা খরস্পর্শা জিহ্বা স্রস্তাঙ্গতা পরম্।
ষ্ঠীবনং রক্তপিত্তস্য কফেনোন্মিশ্রিতস্য চ॥

শিরসো লোঠনং তৃষ্ণা নিদ্রানাশো হৃদিব্যথা।
স্বেদমূত্রপুরীষাণাং চিরাদ্দর্শনমল্পশঃ॥
কৃশত্বং নাতিগাত্রাণাং প্রততং কণ্ঠকূজনম্।
কোঠানাং শ্যাবরক্তানাং মণ্ডলানাঞ্চ দর্শনম্॥
মূকত্বং স্রোতসাং পাকো গুরুত্বমুদরস্য চ।
চিরাৎপাকশ্চ দোষাণাং সন্নিপাতজ্বরাকৃতিঃ॥

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই ;—

কখন দাহ কখন শীত, অস্থিসন্ধি ও মস্তকে বেদনা, চক্ষুঃদ্বয় রক্তবর্ণ ঘোলা, জলপূর্ণ এবং কোটরগত হয়। কর্ণে শব্দানুভব, বেদনাযুক্ত, কণ্ঠ যেন ধান্যাদিশূকদ্বারা আচ্ছন্ন বোধ হয়। তন্দ্রা মোহ প্রলাপ, কাস, শ্বাস, অরুচি, ভ্রম। জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, খরস্পর্শ, অঙ্গ অত্যন্ত ত্রস্ত, কফমিশ্রিত রক্ত ও পিত্ত নিষ্ঠীবন, শিরঃকম্প, তৃষ্ণা, নিদ্রা নাশ, বক্ষঃস্থলে ব্যথা, স্বেদ মূত্র ও পুরীষ অল্প পরিমাণে নিঃসরণ। গাত্রের অনতি কৃশত্ব, সর্ব্বদা কণ্ঠে শব্দ (ঘড় ঘড় শব্দ) শরীরে কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ কোঠের (চাকা চাকা দাগের) উদয়, মূকত্ব। স্রোতঃপাক, উদর গুরুত্ব, দীর্ঘকালে দোষের পরিপাক।

সুশ্রুত সন্নিপাত জ্বরের নিম্নলিখিত লক্ষণ লিখিয়াছেন,

নিদ্রানাশো ভ্রমঃ শ্বাসস্তন্দ্রা সুপ্তাঙ্গতাঽরুচিঃ।
তৃষ্ণা মোহো মদঃ স্তম্ভো দাহঃ শীতং হৃদিব্যথা॥

পক্তিশ্চিরেণ দোষাণামুন্মাদঃ শ্যাবদন্ততা।
রসনা পরুষা কৃষ্ণা সন্ধিমূর্দ্ধাস্থিজা রুজঃ॥
নির্ভুগ্নে কলুষে নেত্রে ভুগ্নে লুলিতপক্ষ্মণী।
প্রলাপঃ স্রোতসাং পাকঃ কূজনং চেতনাচ্যুতিঃ॥
স্বেদমূত্রপুরীষাণামল্পশঃ সুচিরাৎ স্রুতিঃ॥

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই ;—

অনিদ্রা, ভ্রম, শ্বাস, তন্দ্রা, অঙ্গের অবশতা, অরুচি, তৃষ্ণা, মোহ, মত্ততাবোধ, স্তম্ভ, দাহ, শীত, বক্ষঃস্থলে ব্যথা, দীর্ঘকালে দোষের পাক, উন্মাদ, শ্যাবদন্ততা, জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ ও পরুষ (খড়্‌খড়ে) সন্ধি মস্তক ও অস্থিতে বেদনা, চক্ষুর্দ্বয় কোটরগত ও ঘোলাটে, কর্ণে বেদনা ও শব্দানুভব, প্রলাপ, স্রোতঃ সকলের পাক, কণ্ঠে শব্দ, চেতনার লোপ, দীর্ঘকালে অল্প স্বেদ মূত্র ও পুরীষের নিঃসরণ।

সুশ্রুত, উত্তরতন্ত্র, ৩৯ অধ্যায়।

বাগভটের মতে সন্নিপাত জ্বরের লক্ষণ।

সর্ব্বজো লক্ষণৈঃ সর্ব্বৈর্দাহোঽত্র চ মুহুর্মুহুঃ।
তদ্বচ্ছীতং মহানিদ্রা দিবা জাগরণং নিশি॥
সদা বা নৈব বা নিদ্রামহাস্বেদোঽতি নৈব বা।
গীতনর্ত্তনহাস্যাদিবিকৃতেহাপ্রবর্ত্তনম্॥
সাশ্রুণীকলুষে রক্তে ভুগ্নে লুলিতপক্ষ্মণী।

অক্ষিণী পিণ্ডিকাপার্শ্বমূর্ধপর্ব্বাস্থিজা রুজঃ ॥
সস্বনৌ সরুজৌ কর্ণৌ কণ্ঠঃ শূকৈরিবাবৃতঃ।
পরিদগ্ধা খরা জিহ্বা গুরুস্রস্তাঙ্গসন্ধিতা ॥
রক্তপিত্তকফষ্ঠীবো লোলনং শিরসোঽতিরুক্।
কোঠানাং শ্যাবরক্তানাং মণ্ডলানাঞ্চ দর্শনম্ ॥
হৃদ্ব্যথা মলসংসর্গঃ প্রবৃত্তির্বাল্পশোঽতি বা।
স্নিগ্ধাস্যতা বলভ্রংশঃ স্বরসাদঃ প্রলাপতা ॥
দোষপাকশ্চিরাত্তন্দ্রা প্রততং কণ্ঠকূজনম্।

অষ্টাঙ্গহৃদয়, নিদানস্থান, ২য় অধ্যায়।

মুহুর্মুহুঃ দাহ ও শীত, দিবাভাগে ঘোরনিদ্রা ও রাত্রে অনিদ্রা অথবা সর্ব্বদাই নিদ্রা কিম্বা অনিদ্রা, অত্যন্ত ঘর্ম্ম অথবা ঘর্ম্মের অভাব, গান নৃত্য প্রভৃতির বিকৃত চেষ্টা, নেত্রদ্বয় জলপূর্ণ, কলুষ অথবা রক্তবর্ণ এবং কোটরগত, পিণ্ডিকা (পায়ের ডিম) পার্শ্ব মস্তক, অস্থি ও সন্ধিতে বেদনা, কর্ণে বেদনা ও শব্দানুভব, কণ্ঠ শূকদ্বারা আবৃত বোধ, কৃষ্ণবর্ণ ও শুষ্ক জিহ্বা, শরীরে ভারবোধ, সন্ধি স্রস্ত হওয়া, মুখ হইতে রক্ত পিত্ত ও কফ নিঃসরণ, মস্তকে কম্প ও বেদনা বোধ, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ কোঠের (চাকা চাকা দাগের) আবির্ভাব, বক্ষঃস্থলে বেদনা, মল নিঃসরণ না হওয়া, অল্প নিঃসরণ অথবা অত্যন্ত অধিক নিঃসরণ হওয়া মুখ স্নিগ্ধ (তৈলাক্তবৎ) হওয়া, বলহ্রাস, স্বরভঙ্গ,

প্রলাপ, প্রচাপ, দীর্ঘকালে দোষের পাক, তন্দ্রা ও কণ্ঠে ঘড় ঘড় শব্দ।

এ সকল সন্নিপাত জ্বরের সাধারণ লক্ষণ।

সন্নিপাতজ্বর বহুবিধ; তন্মধ্যে সন্ধিগ তান্দ্রক পাকল ও সন্ন্যাসের লক্ষণ উদ্ধৃত হইতেছে।

মহামতি ভাবমিশ্র বলেন,—

ব্যথাতিশয়িতা ভবেচ্ছ্বযথুসংযুক্তা সন্ধিষু
প্রভূতকফতামুখে বিগতনিদ্রতা কাসরুক্।
সমস্তমিতি কীর্ত্তিতং ভবতি লক্ষ্ম যত্র জ্বরে
ত্রিদোষজনিতে বুধৈঃ স হি নিগদ্যতে সন্ধিগঃ॥

ভাবপ্রকাশঃ মধ্যখণ্ড।

অর্থাৎ যে সন্নিপাতজ্বরে সন্ধিতে অত্যন্ত বেদনা ও শোথ হয়, মুখে অনেক কফের সঞ্চয় এবং কাস হয় তাহাকে পণ্ডিতগণ সন্ধিগ বলেন।

তন্দ্রাতীব ততস্তৃষাতিসরণং শ্বাসোঽধিকঃ কাসরুক্
সন্তপ্তাতি তনুর্গলে শ্বযথুনা সার্দ্ধং চ কণ্ডূ কফঃ।
সুশ্যামা রসনা ক্লমঃ শ্রবণয়োর্মান্দ্যং চ দাহস্তথা
যত্র স্যাৎ সহিতন্দ্রিকো নিগদিতো দোষত্রয়োত্থো
জ্বরঃ॥

ভাবপ্রকাশ।

অর্থাৎ যে সন্নিপাতজ্বরে অতিশয় তন্দ্রা, তৃষ্ণা, উদরা-

ময়, শ্বাস, কাস, শরীরের অধিক তাপ, গলায় শোথ ও কণ্ডূ এবং নাসিকা হইতে কফস্রাব হয় এবং জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, ক্লম শ্রবণশক্তির হ্রাস ও দাহ হয় তাহাকে তন্দ্রিক বলে।

মোহপ্রলাপমূর্চ্ছাঃ স্যুর্মন্যাস্তম্ভঃ শিরোগ্রহঃ।
কাসঃ শ্বাসো ভ্রমস্তন্দ্রা সংজ্ঞানাশো হৃদিব্যথা॥
খেভ্যো রক্তং বিসৃজতি সংরক্তস্তব্ধনেত্রতা।
তত্রাপ্যেতে বিশেষোঃ স্যুর্মৃত্যুরর্বাক্ ত্রিবাসরাৎ।
ভিষগ্ভিঃ সন্নিপাতোহয়ং কথিতঃ পাকলাভিধঃ॥

ভাবপ্রকাশ।

অর্থাৎ যে সন্নিপাতজ্বরে মোহ প্রলাপ মন্যাস্তম্ভ, মাথাধরা, কাস, শ্বাস, ভ্রম, তন্দ্রা, সংজ্ঞানাশ, বক্ষঃস্থলে বেদনা, মুখ ও নাসিকা প্রভৃতি হইতে রক্তপাত, চক্ষুঃ রক্তবর্ণ ও স্তব্ধ হয় তাহাকে পাকল বলে। ইহাতে তিন দিনের মধ্যে মৃত্যু হয়।

অতিসরতি বমতি কূজতি গাত্রাণ্যভিতশ্চিরং নরঃ ক্ষিপতি।
সন্ন্যাসসন্নিপাতে প্রলপত্যুগ্রাক্ষিমণ্ডলো ভবতি॥

ভাবপ্রকাশ।

উদরাময়, বমন, অস্পষ্ট শব্দ করা, অস্থিরতা, প্রলাপ এবং চক্ষুর উগ্রভাব এই সকল সন্ন্যাসসন্নিপাতের লক্ষণ।

প্লেগও বহুবিধ। মিঃ নাথাঁন প্রণীত গ্রন্থ হইতে বিউবোনিক, টনসিলার, নিউমোনিক ও আবডোমিনাল নামক কয়েক রকম প্রকার ভেদের লক্ষণ উদ্ধৃত হইতেছে।

"The *glandular* or *bubonic* is the common form of Plague, and comprises about 80 or 90 per cent. of all cases. Coincident with all general symptoms, one or more swellings appear at some of the positions in which lympatic glands exist, the usual ones being those of the femoral region and those less commonly afflected being the glands of the anterior axillary and cervical regions."

(*b*) "The *tonsilar type* is a very peculiar one, and is characterised by great swelling of the tonsils and glands of neck on one or both sides. There is also nasal catarrh and the appearance of the patient is strange with large swollen neck, open mouth and inflamed sore nose from which secretion runs. The great dangers of these cases are asphyxia from œdema, and cellulitis extending down into the chest."

(*c*) "The *pneumonic* or *thoracic* type is that variety in which the lungs are primarily affected, * * * * this type is very fatal."

(d) The *gastro-enteric abdominal* type as a primary form is very rare, * * * * *

* * there are severe lumbar pains, retching and vomiting, and inability to gain rest except in certain postures. If diarrhœa occurs, the characters of the stool do not resemble those of the typhoid.

অর্থাৎ প্লেগরোগীর মধ্যে বিউবোনিক প্লেগাক্রান্ত রোগীই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। প্লেগের সাধারণ লক্ষণ ব্যতীত ইহাকে উরুদেশ, বক্ষ ও স্কন্ধদেশে শোথ হয়। ইহাকে বিউবোনিক প্লেগ বলে।

২। টনমিলার প্লেগ। জিহ্বার মূল ও গলদেশে শোথ এবং নাসিকা হইতে শ্লেষ্ম স্রাব হয়। শোথবশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্রতা হয়, এমন কি শ্বাসরোধবশতঃ মৃত্যুও হইতে পারে ইত্যাদি।

৩। নিউমোনিক প্লেগে ফুস্‌ফুসের উপর রোগের আক্রমণ হয়। এই রোগ অতীব ভীষণ।

৪। আব'ডামিনাল। কটিদেশ ও উদরে বেদনা, বমনের রোগ, বমন ও অস্থিরতা হয়; উদরাময়ও হইতে পারে।

এ সকল ব্যতীত সেরিবেরাল নামক আর এক রকম প্লেগ আছে। মিঃ নাথান ইহার কোন লক্ষণ দেন নাই। ইহাতে মস্তিষ্কের উপর রোগের প্রকোপ হয়। ভাবপ্রকাশ অস্তক সন্নিপাত নিম্নলিখিত লক্ষণ দিয়াছেন।

যস্মিন্ লক্ষণমেতদস্তিসকলৈর্দোষৈরুদীর্ণে জ্বরে-
হজস্রং মূর্দ্ধবিধূননং সকসনং সর্ব্বাঙ্গপীড়াধিকা।
হিক্কাশ্বাসসদাহমোহসহিতা দেহেঽতিসন্তপ্ততা
বৈকল্যঞ্চ বৃথাবচাংসি মুনিভিঃসংকীর্ত্তিতঃ সোঽন্তকঃ॥

অর্থাৎ যে সন্নিপাতজ্বরে সর্ব্বদা মস্তক সঞ্চালন, কাস, সর্ব্বাঙ্গে অত্যন্ত বেদনা, হিক্কা, শ্বাস, দাহ, মোহ, শরীরে অতি উত্তাপ, বৈকল্য ও প্রলাপ হয় তাহাকে অন্তক বলে।

এই সকল লক্ষণের দ্বারা আমি প্লেগকে সন্নিপাতজ্বর তাহার ভেদ সকলকে নিম্ন-লিখিতরূপে অভিহিত করিয়াছি।

প্লেগ		সান্নিপাত জ্বর
বিউবোনিক	— —	সন্ধিগ
টনসিলার	— —	তন্ত্রিক
নিউমোনিক	— —	পাকল
আবডোমিনাল	— —	সন্ন্যাস
সেরিব্রাল	— — —	অন্তক

আয়ুর্ব্বেদের প্রধান কয়েকখানি গ্রন্থ এবং টেলর ও মিঃ নাথান প্রণীত গ্রন্থদ্বয় হইতে সন্নিপাতজ্বরের এবং প্লেগের সাধারণ লক্ষণসমূহ এবং তাহাদের প্রকার ভেদের

লক্ষণ সকলও উদ্ধৃত হইল। এক্ষণে পাঠক বিবেচনা করুন যে সন্নিপাতজ্বর এবং প্লেগ এক বিষয় কি না।

কেবল একটি বিষয় অবশিষ্ট আছে; ইহা প্লেগের সংক্রামতা' আয়ুর্ব্বেদের মতে জ্বরই সংক্রামক!

মাধবকর বলেন,

প্রসঙ্গাদ্‌গাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
একশয্যাসনচ্চৈব বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ॥
জ্বরঃ কুষ্ঠঞ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ।
ঔপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামন্তিনরান্নরম্‌॥

অর্থাৎ বেশী রকম গাত্র সংস্পর্শ, নিশ্বাস গ্রহণ, এক সঙ্গে ভোজন, এক শয্যায় শয়ন, এক আসনে উপবেশন কিম্বা রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্রাদির ব্যবহার, ইহাদ্বারা জ্বর, কুষ্ঠ, যক্ষা, নেত্রভিষ্যন্দি ও ঔপসর্গিক রোগ একজনের শরীর হইতে অন্যের শরীরে সংক্রামক হয়।

চিকিৎসা।

আয়ুর্ব্বেদমতে সন্নিপাতজ্বর অতি কঠিন রোগ।

ভাবমিশ্র বলেন,—

দোষ সকল বৃদ্ধি পাইলে, অগ্নি নষ্ট হইলে পূর্ব্বোক্ত সকল লক্ষণাক্রান্ত সন্নিপাত জ্বর অসাধ্য। এ সকল না হইলে কষ্টসাধ্য হয় কিন্তু অসাধ্য নহে।

শ্লেষ্মানিগ্রহমেবাদৌ কুর্য্যাদ্ব্যাধৌ ত্রিদোষজে।

প্রথমেই শ্লেষ্মার শান্তি করিতে হইবে।

লঙ্ঘনং বালুকাস্বেদো নস্যং নিষ্ঠীবনং তথা।

অবলেহোঽঞ্জনং চৈব প্রাক্‌প্রযোজ্যং ত্রিদোষজে॥

লঙ্ঘন, বালুকাস্বেদ, নস্য, নিষ্ঠীবন, অবলেহ, অঞ্জন প্রথমে এই সকল প্রয়োগ করিয়া তৎপরে অন্যান্য ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

ইহার সবিস্তার বর্ণনা আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে আছে। সেই নিয়মে চিকিৎসা হইলে সকল রোগী না হউক অনেক রোগী বাঁচিতে পারে ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

হোমিওপ্যাথিক

উপদংশরোগের চিকিৎসা।

বিবিধ ইংরাজী ও বাঙ্গালা গ্রন্থ অবলম্বনে।

জ্বর চিকিৎসা, ওলাউঠা চিকিৎসা,
বহুমূত্র চিকিৎসা, প্রমেহ ও
শুক্রক্ষরণ রোগের
চিকিৎসা প্রভৃতি
গ্রন্থ-প্রণেতা

ডাক্তার
শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
এল্, এইচ, এম্ এস্, মেডালিষ্ট

প্রণীত

ও

জয়নগর রিডিং-ক্লব হইতে
প্রকাশিত।

আশ্বিন, ১৩০৮।

মূল্য ।০ চারিআনা।

সূচিপত্র।

পত্র।

বিদ্যোৎসাহী—

শ্রীযুক্ত বাবু শীতলচন্দ্র ঘোষাল,

উকিল উলুবেড়িয়া আদালত,

ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান উলুবেড়িয়া লোকাল-বোর্ড,

মেম্বর ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ড হাওড়া,

মহাশয় সমীপেষু।

প্রিয় শীতল বাবু!—

আপনি সাধারণের উপকারার্থ দাতব্য ঔষধ বিতরণ করিয়া দেশের যে নিঃস্বার্থ মহোপকার সাধন করিতেছেন, তজ্জন্য আপনি সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

আমি যখন উলুবেড়িয়াতে আপনাদিগের নিকট থাকিয়া চিকিৎসা করিতাম, তখন আপনার অসাধারণ অধ্যবসায় ও পরোপকারিতা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম।

আপনি নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও, আমার কার্য্যের উন্নতির জন্য প্রাণপণে যত্ন ও চেষ্টা করিয়া, আমার উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন, তজ্জন্য আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ আছি।

ইহাও আমি বিস্মৃত হই নাই যে, শ্রদ্ধাস্পদ বাবু যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, বাবু প্রিয়নাথ ঘোষাল, বাবু রামতারণ গাঙ্গুলী, বাবু বসন্তকুমার সরকার, বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু, বাবু গোপেশ্বর বিশ্বাস, বাবু সর্ব্বেশ্বর বিশ্বাস প্রভৃতি মহোদয়গণ আমার চিকিৎসা ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন; আজিও তাঁহাদিগের নাম হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

যদিও আমি এখন আমার সাংসারিক প্রয়োজন বশতঃ আপনাদিগের নিকট হইতে এখানে আসিয়া, আমার নিজ বাটীতে থাকিয়া চিকিৎসা করিতেছি, তথাপি আপনাদিগের স্নেহ ও ভালবাসা কোন প্রকারে বিস্মৃত হইতে পারি নাই। সেই ভালবাসার উপহার স্বরূপ আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আপনাদিগকে উপহার প্রদান করিয়া সুখী হইলাম। আশা করি, গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ করিবেন।

জয়নগর পোষ্ট,
জেলা—২৪ পরঃ,
আশ্বিন, ১৩০৮।

স্নেহাভিলাষী—
শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

হোমিওপ্যাথিক

উপদংশরোগের চিকিৎসা।
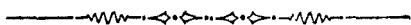
Syphilis.

বেশ্যা-সহবাসে সচরাচর অধিকাংশ স্থলে দুই প্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে। উপদংশ ও প্রমেহ; ইহার মধ্যে উপদংশ বা গরমির পীড়া অতিশয় কষ্টদায়ক। অনেকের বিশ্বাস, রোগ ও শোক নিজ নিজ কর্ম্মফলে ফলিয়া থাকে। যত প্রকার রোগ দেখা যায়, তাহার মধ্যে উপদংশ ও প্রমেহ যেমন ইচ্ছা-পূর্ব্বক নিজ নিজ শরীরে আনা যায়, অন্য কোন রোগ সেরূপ নহে। সন্তান উৎপাদন করা ইন্দ্রিয়-সেবনের প্রধান উদ্দেশ্য; কিন্তু যাহারা সে উদ্দেশ্য মনে না রাখিয়া বেশ্যালয়ে গমন করিয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করে, প্রকৃতির হস্তে তাহাদিগের পাপের শাস্তি-ভোগ করিতে হয়। ব্যভিচারী ব্যক্তিরা সংসারের কত অনিষ্ট করিতেছে এবং উপদংশগ্রস্ত হইয়া পীড়ায় ব্যথিত হইয়া যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছে, বিকলাঙ্গ হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। অপত্যোৎপাদিকা-শক্তিবিহীন হইয়া দুঃখে কালাতিপাত করি-তেছে, পুরুষত্ব-বিহীন হইয়া হায় হায় করিয়া মর্ম্মাহত হইতেছে। কত লোক ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও বেশ্যায় মত্ত হইয়া শেষে দীনহীন হইয়া বেড়াইতেছে! কত লোক বেশ্যার জন্য জীবন নষ্ট করিয়া পরিবারদিগকে চিরকালের মত কাঁদাইয়া যাইতেছে,—কেহ বা

বেশ্যার ষড়যন্ত্রে কারাগারে বদ্ধ থাকিতেছে। এইরূপ কত লোকে কত প্রকারে বেশ্যায় মত্ত হইয়া কত অনিষ্ট সাধন করিতেছে তাহা বলা যায় না। অবৈধ ইন্দ্রিয়-সেবনের যে নানারূপ ফল, তাহা অনেকেই জানিয়াও সেই কার্য্য করিতেছে।

কুলটা-সহবাস সমাজ বিরুদ্ধ ও প্রকৃতির অনুমোদিত নহে। কুলটাদিগের নিকট নির্দ্দিষ্ট সময় নাই; যে কোন সময়ে হউক না কেন, মূল্য পাইলেই তাহারা ইন্দ্রিয়-সেবনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। বেশ্যারা পুরুষদিগের মন আকর্ষণ করিবার জন্য কত প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। পুরুষদিগের ইন্দ্রিয়-সেবনের অনিচ্ছা হইলেও, তাহারা নানা প্রকারে অস্বাভাবিক ভাবে উত্তেজিত করিয়া হতভাগ্যদিগের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া থাকে।

অতি-শুক্রব্যয়ে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা আনায়, সুতরাং শরীর ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে থাকে। অতি-রতিক্রিয়া হেতু কীটাণুগুলি বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উৎপাদিকা-শক্তিবিহীন হইয়া পড়ে। সেই জন্য যাহারা অতি-শুক্রব্যয় করে, তাহাদিগের সন্তান সন্ততি প্রায়ই রুগ্ন হইয়া থাকে ও অল্পায়ুঃ হয়; বিশেষ স্ত্রীজাতি, অধিক পুরুষ-সহবাস করিলে নানা প্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে।

উপদংশের বিষ মনুষ্য-শরীর জর্জ্জরিত করিয়া ফেলে, এই রোগ এক হইতে অপরের হইয়া থাকে। অনেকের পরিণীতা ভার্য্যা এই রোগগ্রস্ত স্বামী-সহবাস করিয়া এই রোগের বিষ শরীর মধ্যে প্রবেশ করায় বলিয়া তাহাকেও চিরকাল কষ্ট পাইতে হয়। কেবল তাহাই নহে, পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে এই রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। এরূপ ঘটনা অনেক দেখা গিয়াছে,—কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপদংশ রোগগ্রস্ত হয়। সে এই রোগ সত্ত্বেও স্ত্রী-

সহবাস করে, কয়েকদিন পরে তাহার স্ত্রী ঐ রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কিছুদিন পরে তাহার স্ত্রী একটী কন্যা অতি কষ্টে প্রসব করে! দেখিলাম কন্যাটীর জননেন্দ্রিয়ে, মলদ্বারে, নাসিকাতে, গালে, ক্ষত এবং অন্যান্য স্থানেও উপদংশজনিত পারার ক্ষত দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। চিকিৎসার গুণে ক্ষতাদি আরোগ্য হইয়াছে; এক্ষণে দেখা যাইতেছে, ঐ কন্যাটীর নাসিকা কিঞ্চিৎ বসিয়া গিয়াছে, এক্ষণে ঐ কন্যাটীর বয়স ১০ বৎসর মাত্র।

উপদংশের বিষ শরীরে থাকিলে অন্য কোন রোগ হইলে, সেই রোগকে প্রবল করিয়া থাকে। পীড়িত ব্যক্তির রস অন্য কোন ব্যক্তির শরীরের রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে, সেই ব্যক্তিরও এই রোগ হইয়া থাকে। এই বিষ নারীদেহের উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট করিয়া থাকে, রমণীদিগকে বন্ধ্যা করে ও শিশুদিগকে ক্ষত-গলিত অবস্থায় কষ্ট পাইতে হয়।

যদিও অনেকে অতি সাবধানে কাল ভুজঙ্গিনীকে আলিঙ্গন করিয়া উপদংশ ও প্রমেহ রোগগ্রস্ত হয়না; কিন্তু অতিশয় শুক্রব্যয় করিয়া স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য হইয়া পুত্র কন্যাদিগকে চির রোগগ্রস্ত করে ও নিজে অল্পায়ুঃ হইয়া থাকে। এইরূপে কত লোকে কত প্রকারে কুলটাদিগের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কেবল কুলটাদিগের প্রলোভনে কেন, নিজেরাও কাম-প্রবৃত্তির চরিতার্থ করিবার জন্য, কত রকমে জীবন নষ্ট করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

কারণ।

এই রোগ এক প্রকার বিশেষ বিষ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। উপদংশ বা পারাজনিত ক্ষত বিশিষ্ট লোকের সহিত

রমণ কালে কোন না কোন প্রকারে এক দেহ হইতে অন্যদেহে বিষ প্রবেশ করিয়া থাকে ; পুরুষ-দেহ হইতে স্ত্রী-দেহে এবং স্ত্রী-দেহ হইতে পুরুষে এই রোগ জন্মিয়া থাকে। স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের অপরিস্কার ও অতি-মৈথুনও এই রোগের একটী কারণ। এ রোগ একবার হইলে সহজে ছাড়েনা, পুরুষানুক্রমে এই রোগের বিষ দেখা যায়, তবে অনেক স্থলে আরোগ্যও দেখা গিয়াছে। আবার আরোগ্য হইয়াও কাহারো কাহারো কোন কারণ বশতঃ মধ্যে মধ্যে এই রোগের ক্ষতও দেখা যায়।

লক্ষণ।

রমণকালীন ঘর্ষণ হেতু লোঙ্গাছাল উঠিয়া যায় ও এক হইতে দশ দিবসের মধ্যে জননেন্দ্রিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুশরির দাউলের ন্যায় ফুস্কুড়ি বাহির হয়, পরে ঐ ফুস্কুড়ি হইতে ক্রমে ক্রমে ক্ষত দেখা যায়।

উপদংশ দুই প্রকার, স্থানিক ও সার্ব্বাঙ্গিক।

(Local Syphilis.)

স্থানিক।—উপদংশের ক্ষত দেহ ও বিষভেদে চারি অবস্থায় বিভক্ত হইয়াছে।

১ম কোমল, ২য় কঠিন, ৩য় ক্ষয়কারী, ৪র্থ গলিত।

(Soft chancre.)

কোমল ক্ষত।—সচরাচর ৫।৭ দিনের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি দেখা যায়, ইহাতেই পূঁযোৎপত্তি হয়। ইহা লিঙ্গের অগ্রভাগ (গ্লাণ্ড) মুণ্ডের উপর ও ত্বকের সম্মিলন স্থানে জন্মিয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের যোনির পার্শ্বে ইহা প্রকাশ পায়। প্রথমে

রক্তবর্ণ ফুস্কুড়ি হয় ও চক্রাকার রেখায় পরিবেষ্টিত হয়। এই ক্ষত ধূসর বর্ণের হয়। কোন কোন স্থলে এই সময়ে লিঙ্গমুণ্ডের অগ্রভাগ স্ফীত হইয়া মুদা হইয়া থাকে।

(Hard chancre.)

কঠিন ক্ষত।—লিঙ্গের অগ্রভাগ (গ্ল্যাণ্ড) এবং উহার আবরক ত্বক (প্রিপিউজ) আক্রান্ত হইয়া থাকে, এবং উহাতে গুটী উৎপন্ন হইয়া ক্ষত দেখা দেয়। উহা শক্ত হইয়া থাকে; ইহাতে অধিক পূঁযস্রাব হয়না। এই পূঁয অন্যস্থানে লাগিলে নুতন ক্ষত হয়না। এই ক্ষত ক্রমে ক্রমে আরোগ্য হইয়া থাকে। ক্ষত শুষ্ক হইলেও স্থানটী শক্ত হইয়া যায়, ক্ষত স্থান টিপিলে বেদনা বোধ হয়না।

(Phagædenic chancre.)

ক্ষয়কারী ক্ষত।—কোমল ক্ষত হইতে ইহা হইয়া থাকে। এই ক্ষত বিস্তৃত হইয়া জননেন্দ্রিয় ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে পারে, ইহা কখন মৃদুভাবে কখন বা দ্রুতবেগে প্রকাশ পাইয়া থাকে, এই ক্ষত হইতে পচা দুর্গন্ধযুক্ত পূঁযস্রাব হয়। ক্ষত ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইলে, রোগীর মৃত্যু হইতে পারে। এই ক্ষত তিন প্রকার দেখা যায়। (১) শ্লপ-বিহীন, (২) শ্বেতবর্ণের শ্লপযুক্ত, (৩) কৃষ্ণবর্ণের শ্লপযুক্ত।

(Gangrinous phagedocna.)

গলিত ক্ষত।—আক্রান্ত স্থানের টিশুর ধ্বংশ হয়, ক্ষত শীঘ্র গলিত ও বিস্তৃত হয়, লিঙ্গমুণ্ড ও তদাবরক ত্বক ধ্বংশ হয়। লিঙ্গমুণ্ড স্ফীত হয়, মুদা হয়, ঐ ক্ষত কাল রং বিশিষ্ট হয়, লিঙ্গ

মুণ্ডের রক্তশিরা ছিন্ন হইয়া অতিশয় রক্তস্রাব হইয়া থাকে। ইহাতে রোগী অতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করে; এইরূপ হইয়া কোন কোন রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

(Constitutional syphilis.)

সার্ব্বাঙ্গিক উপদংশ।—এই প্রকার উপদংশ স্থানিক পীড়ার বিষাক্ত পূঁয রক্ত শিরার দ্বারা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কিছুদিন থাকে; (প্রায় ৬ সপ্তাহ) পরে নানা প্রকার উৎকট লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহার বিষ একবার দেহ মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহা সহজে নির্গত হয়না, ইহা আবার তিনশ্রেণী ভুক্ত হইয়া থাকে।

১। প্রাইমারি সিফিলিস, প্রথমাবস্থা।

২। সেকেণ্ডারি সিফিলিস, দ্বিতীয়াবস্থা।

৩। কঞ্জিনিট্যাল, কৌলিক।

Primary syphilis.

১। প্রাথমিক শ্যাঙ্কার।—ইহার প্রধান উপসর্গ এই ক্ষতের বিষাক্ত পূঁয শিরাদ্বারা শোষিত হইয়া গ্রন্থি সকল উত্তেজিত করিয়া রক্ত সঞ্চার ও প্রদাহ আনায়, ক্রমে ক্রমে উহাতে ক্ষত জন্মিয়া থাকে।

Secondary syphilis.

২। দ্বৈবারিক বা গৌণ উপদংশ।—এই প্রকার উপদংশের বিষ শরীর মধ্যে প্রবেশ করিলে ৩ মাস পর্য্যন্ত প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়াও রোগ প্রকাশ পাইতে পারে। ইহার বিশেষ লক্ষণ, অস্থি ও সন্ধিতে বেদনা, অল্প জ্বর, দুর্ব্বল, রক্ত-স্বল্পতা, অজীর্ণ

এবং ইহার কতকগুলিন নিম্নলিখিত আনুসঙ্গিক লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয়।

(ক) গাত্রের চর্ম্মে ছোট ও বড় বড় কণ্ডু প্রকাশ পায়। উহাতে ক্রমে ক্ষত দেখা দেয়, কণ্ডু সকল ঘোড়ার ক্ষুরের ন্যায় অর্দ্ধগোলাকৃতি চেপ্টা।

(খ) তালুপার্শ্ব গ্রন্থিতে ক্ষত, অনেকগুলি ক্ষত এবং অনেক স্থান ব্যাপ্ত করিয়া থাকে। এই ক্ষত শুষ্ক হইয়া চারি দিক কঠিন হয়, রোগী গলাধঃকরণে অসমর্থ হয়।

(গ) জিহ্বা কঠিন হইয়া ক্ষত হয়।

(ঘ) সরলান্ত্রের ক্ষত হইয়া আম ও রক্তের লক্ষণ দেখা দেয়।

(ঙ) স্বরনালীতে ক্ষত এবং অর্ব্বুদ হয়, সেই জন্য শ্বাস-কৃচ্ছ্র হয়।

(চ) শ্বাসনালীতে ট্রেকিয়াতে ক্ষত দৃষ্ট হয়

(ছ) নিম্ন ত্বকে গমেটা হইয়া অর্ব্বুদ হয় ও ক্রমে ক্ষত প্রকাশ পায়।

(জ) অস্থি ও অস্থি-আবরক-ঝিল্লির পীড়া হয়, ইহাতে অতিশয় বেদনা হয়। এই বেদনা রাত্রে বৃদ্ধি হয়, অস্থিতে গমেটা ও ক্ষত হয়, কেরিস্ ও নিক্রোসিস্ দেখা দেয়। নাসিকা, তালু, মস্তক প্রভৃতিতে ক্ষত হইয়া থাকে।

(ঝ) অণ্ডকোষের বিবৃদ্ধি।

(ঞ) আভ্যন্তরিক সকল যন্ত্র বিশেষ যকৃৎ ও স্নায়ুমণ্ডলীতে গমেটা হইয়া থাকে।

(ট) কেশ শুষ্ক ও সহজে পতিত হয়, নখ প্রদাহযুক্ত হয়।

(ঠ) জরায়ু আক্রান্ত করিয়া গর্ভ নষ্ট করে, প্লাসেণ্টা বা ফুলের ভিতর গমেটা হইলে এইরূপ হয়।

(কঞ্জিনিট্যাল)

৩। কৌলিক উপদংশ।—এই রোগ ৪ অবস্থাতে ঘটিতে পারে।

(ক) উপদংশ-রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ঔরসে সন্তানোৎপত্তি।

(খ) উপদংশ-রোগ বর্ত্তমানে মাতার গর্ভ হইলে।

(গ) পিতা মাতার উভয়ের উপদংশ রোগ বর্ত্তমানে মাতার গর্ভ হওয়ায়।

(ঘ) উপদংশগ্রস্ত-ধাত্রীর স্তন্য পান করিলে।

চিকিৎসা।

ডাঃ লিলিয়েন্থাল বলেন,—

আর্জ্জ-নাই, আর্ণি, আর্স, বারবেরিস, কার্ব্বো-ভেজ, হিপার, কেলি-বাই, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক-কর-সল-আইড্রি, এঃ-নাই, এঃ-ফস, সেপিয়া, সিলি, সল্ফ, থুজা।

প্রাইমারি সিফিলিস।—আর্স, মার্ক-কর, আইও, এঃ-নাই, সল্ফ।

সেকেণ্ডারি ও টারসিয়ারী।—আর্জ্জ-নাই, অরম, মার, কার্ব্বো-ভেজ, হিপার, কেলি-বাই, ল্যাকে, লাইকো, মিজি, এঃ-ফস, ফাইটো, সিপিঃ, ষ্টীলিং, সল্ফ, থুজা।

মুদা হইলে।—একোন, আর্ণি, বেল, ব্রাই, ক্যাল, ক্যানা, কাষ্ঠ, ক্যাপ্স, হিপার, মার্ক, রাস, সিপি, থুজা।

উল্টামুদা হইলে।—একোন, আর্ণি, আর্স, বেল, ল্যাকে।

উপদংশ ঘটিত বাগী।—(জ্বরের প্রথমাবস্থায়) বেল, মার্ক-আই, ক্যালি-আই, এঃ-নাই, সিলি, থুজা। (দ্বিতীয়াবস্থায়) অরম, কার্ব্ব-এনি, ষ্টেফাই, সল্ফ।

সেকেণ্ডারি উপদংশরোগে নানা প্রকার চর্ম্মরোগ হইলে।—এঃ—নাই, হিপার, কেলি-বাই, ফাইটো, ষ্টেফাই।

টারসিয়ারি উপদংশ।—ল্যাকে, প্লাট, রাস, রিউমেক্স, স্যানগুই, সিপিয়া, সল্ফ।

চর্ম্মে খুস্কি হইলে।—আর্স।

পূঁযপূর্ণ স্ফোটক।—কেলি-বাই, টার্ট-এমি।

গুটিকাযুক্ত চর্ম্মরোগে।—অরম, গ্রাফাই, ল্যাকে।

অস্থির কোন পীড়া হইলে।—এসাফেডিটা, আর্স, মার্ক, অরম-মিউ কেলি-আই, এঃ-ফ্লুরিক, হেকটা-লাভা, এঃ-নাই, এঃ-ফস, ফাইটো, সিলি, ষ্টেফাই, ষ্টিলিঞ্জিয়া, সল্ফ।

নখ-প্রদাহ।—আর্স, এঃ ফ্লুরিক-ফস।

অর্ব্বুদ হইলে।—অরম, কষ্টি, সিনেবার, মার্ক, থুজা, এঃ—নাই, ফস।

চক্ষুরোগ হইলে।—একোন, আর্ণি, আর্স, ইউফ্রেসিয়া,

বেল, বাই, ক্যামো, কলচি, ডিজি, কেলি-আই, মার্ক-কর, স্পঞ্জ, এঃ-নাই।

স্বরযন্ত্র ও বায়ুনালীর পীড়া হইলে।—কেলি-বাই-আই, পড়ো, ফস, হিপার, সল্ফ।

শিশুদিগের কৌলিক উপদংশ রোগে।—ফেরি-আই, ক্যল-কার্ব্ব, আইও, হিপার, মার্ক, মিজি, ল্যাকে, এঃ-নাই, ফাইট্রে, থুজা।

(ডাঃ রডাক বলেন,—

প্রাইমারি সিফিলিস।—মার্ক-কর ও সল্, এঃ নাই, থুজা, আর্স-আই, সল্ফার।

সেকেণ্ডারি সিফিলিস।—এঃ নাই, কেলী-হাইড্রো, মার্ক, আর্স, অরম।

টারটারি সিফিলিস।—কেলী হাই, অরম, ফস, এঃ-ফস, আর্স।)

আর্সেনিক।—লিঙ্গ স্ফীত, পচনশীল ক্ষত, লিঙ্গে তাম্র বর্ণের ফুস্কুড়ি, চর্ম্মে জলপূর্ণ কণ্ডু প্রকাশ, দুর্ব্বলতা, আক্রান্ত স্থলে জ্বালা, শরীরে নানা বর্ণের দাগ হয়, চক্ষু ও নাসিকায়, যোনিতে, লিঙ্গে প্রদাহ ও দুর্গন্ধ স্রাব, রাত্রে রোগের বৃদ্ধি। ৩০।২০০ ক্রম।

এসাফেডিটা।—রোগের তৃতীয়াবস্থায়, পারার অপব্যবহার অন্তে ক্ষত বিশেষ অস্থিতে ক্ষত হইলে, দুর্গন্ধযুক্ত জলস্রাব, ক্ষত স্থানে রেখা। ৬।৩০ ক্রম।

অরম।—দ্বিতীয়াবস্থায়, অতিশয় পারা ব্যবহার অন্তে

এই ঔষধের বিশেষ ক্রিয়া দেখা যায়। বিমর্ষভাব, অস্থিতে বেদনা বৃদ্ধি ও ক্ষয়, কর্ণ ও নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ স্রাব, প্রাতে ও শয়নে রোগ বৃদ্ধি, বেড়াইলে শান্তি, শিরঃপীড়া। ৬।৩০।২০০ ক্রম।

ব্যাড়িয়াগা।—ঔপদংশিক বাগি, উহা পাথরের ন্যায় শক্ত, রাত্রে ভয়ানক বেদনা। ৬।৩০ ক্রম।

বেলেডোনা।—বৃহৎ বাগী, মুদা ও উল্টামুদা, লিঙ্গের অগ্রভাগের চামড়ার প্রদাহ, রাত্রে রোগ বৃদ্ধি। ৬।৩০ ক্রম।

কার্ব্বো-ভেজ।—কঠিন বাগি, ক্ষত, বাগির চারিদিকে অসমান, বাগির ক্ষত হইতে দুর্গন্ধ স্রাব, লিঙ্গের চর্ম্মে জলপূর্ণ ফোস্কা, স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের দ্বারে জ্বালা, গালে জ্বালাযুক্ত ফোস্কা। ৬।৩০ ক্রম।

সিনাবারিস।—লিঙ্গ মোটা এবং উহার ত্বক লাল ও স্ফীত, সর্ব্বদাই চুলকায়, অতিশয় পূঁযস্রাব, লিঙ্গমুণ্ডে লালবর্ণের ফুস্কুড়ি, জিহ্বায় ক্ষত। ৬।৩০ ক্রম।

হিপার সলফার।—পারা ও উপদংশ হেতু মাড়ির রোগ, অস্থিতে ব্যথা, বেদনা শূন্য ক্ষত, ক্ষত হইতে সহজে রক্ত-স্রাব হয়, ক্ষতের চারিদিকে স্পঞ্জের ন্যায় দেখায়, মুদা, চুলকায়, লিঙ্গাবরক ত্বকে ক্ষত, জননেন্দ্রিয়ে, কুচকিতে বেদনা, জলপূর্ণ ফোস্কা। ৩০।১০০ ক্রম।

হায়ড্রাষ্টীক।—নাসারন্ধ্রের পুরাতন প্রদাহ, ক্ষত, রক্ত ও পূঁয মিশ্রিত পদার্থ স্রাব, পারা ব্যবহার অন্তে মুখ হইতে লালাস্রাব। ৬।৩০ ক্রম।

কেলি-বাইক্রম ।—উপদংশ জনিত মুখে ক্ষত, হাতে সুঁচ বেদনবৎ বেদনা, সমস্ত শরীরে ব্যথা। ৬।৩০ ক্রম।

কেলি-হাই ।—পারার অপব্যবহার, রোগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায়। ৬।৩০ ক্রম।

ল্যাকেসিস ।—জননেন্দ্রিয়ের অগ্রভাগে পচা ঘা, তালু পার্শ্ব গ্রন্থিতে ক্ষত, ক্ষতের চতুষ্পার্শ্বে নীলবং বিশিষ্ট। ৬।৩০ ক্রম।

লাইকোপাডিয়ম।—উচ্চধার বিশিষ্ট ক্ষত, বেদনা, গোলাকার ক্ষত, মুখে ঘা। ৬।৩০ ক্রম।

মার্কিউরিয়স-কর ।—এই ঔষধটী এ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ক্ষত স্থানে বেদনা, ফুলা প্রদাহ, নাসিকা স্ফীত ও রক্তবর্ণ, লিঙ্গে কোমল ক্ষত, কাণ দিয়া পূঁয পড়ে, মাড়ী স্ফীত, মুখে পচা গন্ধ, মুখ ফুলে, অস্থি ক্ষত, বাঘী হয়, গ্লাণ্ড ফুলে। অনেকে এই ঔষধের ৩x ক্রমের গুড়া বাহিরে প্রয়োগ করিতে বলেন। ৩।৩০।২০০ ক্রম।

মার্ক-সল্ ।—লিঙ্গে রক্তবর্ণ ক্ষত ও উহাতে বেদনা, গাত্র চুলকায় ও চুলকাইলে জ্বালা করে, গাত্রে লাল দাগ হয়, মাথার চুল উঠিয়া যায়, চক্ষু-প্রদাহ, নাসিকাস্ফীত, মুখে ও মাথায় কণ্ডু, দন্ত মাড়ী হইতে রক্তস্রাব, দাঁত নড়ে, মুখে ক্ষত, সর্ব্বদা মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, মূত্রনালী হইতে রক্তস্রাব, লিঙ্গ ফুলে ও জ্বালা করে, অঙ্গুলিতে ক্ষত। ৬।৩০।২০০ ক্রম।

মিজিরিয়ম ।—অস্থি-আবরক ঝিল্লির উপদংশ, শিরঃপীড়া, রাত্রে অস্থিতে বেদনা, পারা থাকে, ক্লান্তি। ৬।৩০।

এসিড-নাইট্রিক ।—উপদংশ-রোগীর ইহা একটা

উৎকৃষ্ট ঔষধ। পচা উপদংশ, মূত্রনালীতে ক্ষত, রক্তস্রাব হয়। স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত ও উহা হইতে হরিদ্রাবর্ণের পুঁযস্রাব ও জ্বালা, বেদনা, চুলকায়, মলদ্বারে তাম্রবর্ণের ন্যায় দাগ হয়, মুখে ক্ষত, হঠাৎ দুর্ব্বল, মৃগী, হাত পা ফুলে, স্মরণ-শক্তির হ্রাস, মাথা-ব্যথা ও চুল উঠিয়া যায় ; মাথায় খুস্কি হয়, চক্ষুর পাতা ফুলে, চর্ম্মে লাল দাগ হয়, আলো অসহ্য, শ্রবণ-শক্তি কমে, নাসিকা ফুলে ও দুর্গন্ধ-স্রাব হয়, মুখ ও চক্ষু হরিদ্রা বর্ণ, গ্রন্থি স্ফীত, মুখে দুর্গন্ধ, ক্ষুধা মান্দ্য, মত্র বন্ধ, ক্ষতের চারিধারে উচ্চ, স্ত্রী-সহবাস অনিচ্ছা। ৩০।১০০ ক্রম।

এসিড-ফস্ফরিক।—ক্ষতের চারিদিকে উঁচু ও গোলাকার, বেদনা থাকেনা, লিঙ্গাবরক ত্বকে চুলকানি ও লিঙ্গমুণ্ডে জলপূর্ণ ফোস্কা, উহাতে জ্বালা করে। বেদনা, উত্তাপ, অস্থি-প্রদাহ, রাত্রে রোগের বৃদ্ধি। ৬।১৮।৩০ ক্রম।

ফাইটোলেক্কা।—সেকেণ্ডারী সিফিলিস ;—কণ্ঠে ও লিঙ্গে ক্ষত, বাত, চর্ম্মরোগ, বেদনা, অতিশয় দুর্ব্বল, নিস্তেজ, ক্ষতস্থান সাদা ও শুষ্ক। ৬।৩০ ক্রম।

সিপিয়া।—বেদনা শূন্য ক্ষত, লিঙ্গাবরক ত্বকে জ্বালা, চুলকনা, গাত্রে দাদের ন্যায় চর্ম্মরোগ, আক্রান্ত স্থান হইতে রস ও খুস্কি পড়ে, গোলাকার ক্ষত, লেবিয়াতে ক্ষত। ৬।৩০ ক্রম।

সিলিসিয়া।—ক্ষতের চারিধারে উচ্চ, যোনির উপরি-ভাগে নানা প্রকার স্ফোটক প্রকাশ, ক্ষত ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি, ক্ষত হইতে রক্তস্রাব, জননেন্দ্রিয় চুলকায় এবং উহাতে স্ফোটক হয়। ৩০।২০০ ক্রম।

ষ্টেফাইসেগ্রিয়া।—মাথার পিছনে ও কাণের ধারে ফুস্কুড়ি; উহাতে পূঁয ও জল পড়ে, অস্থিতে অতিশয় বেদনা, নাসিকায় ক্ষত, মাড়ি স্ফীত ও ক্ষত, যোনিতে বেদনা, বিশেষ বসিয়া থাকিলে। ৬।৩০ ক্রম।

ষ্টীলিঞ্জিয়া।—সেকেণ্ডারী সিফিলিস;—হাতে বেদনা, পদে ও মস্তকে অর্ব্বুদ। ৬।৩০ ক্রম।

সল্‌ফার।—জননেন্দ্রিয়ের উপরে প্রদাহ ও ফুলা, লিঙ্গ-চর্ম্মে জ্বালা ও লালবর্ণ, লিঙ্গে গভীর ক্ষত, দুর্গন্ধ পূঁযস্রাব, মাথায় ফুস্কুড়ি, নাসিকা ও চক্ষু প্রদাহ, মাড়ি স্ফীত, ক্ষুধা মান্দ্য, মুখ তিক্ত, মূত্রত্যাগের অতিশয় বেগ, রমণ ইচ্ছার বৃদ্ধি। ৬।৩০ ২০০ ক্রম।

থুজা।—চক্ষু ও নাসিকা লাল, কাণ হইতে পূঁয পড়ে, মুখ গহ্বরে ক্ষত, লিঙ্গ স্ফীত, মস্তকে বেদনা। ৩০ ক্রম।

রাষ্টাক্স।—জননেন্দ্রিয়ে ও চর্ম্মে জ্বালাযুক্ত ফুস্কুড়ি, ক্ষত স্থান চুলকায় ও জ্বালা করে। ৬।৩০ ক্রম।

ডাক্তার জার বলেন;—মার্ক-সল ৩ ক্রম ২ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ সেবন করিবে। কেহ কেহ মার্ক-সল, ভাইভাস ও বিন আইডাইট দিয়া থাকে। পারা জনিত দুর্ব্বল রোগীর নাকে, মুখে, গুহ্যদ্বারে ঘা হইলে এসিড-নাই ২ ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ সেবন করাইবে। কেহ কেহ এঃ-নাইঃ সঙ্গে মার্ক পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিয়া থাকে, পচা ও দুর্গন্ধ বিশিষ্ট ঘা হইলে আর্স দিবে, পচা ক্ষততে ক্যালেণ্ডুলার মূল আরক ৩০ ফোঁটা ১ ছটাক জলে

মিশাইয়া নেকড়া ভিজাইয়া লিঙ্গের ক্ষতের উপর প্রত্যহ দুই-বার দিবে।

ডাক্তার ক্লার্ক বলেন ;—সকল প্রকার উপদংশ রোগে কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন করিবেনা, এমন কি ধূমপানও নিষেধ ; উদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদি আবশ্যক মত ব্যবহার করা যাইতে পারে। রোগ প্রকাশ হইবা মাত্র মার্ক্-সল ১ ক্রম ২ গ্রেণ মাত্রায় ৮ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। বাহ্য প্রয়োগের জন্য ব্লাকওয়াস দেওয়া যায়। রোগীর শরীরে পারা থাকিলে ১ ক্রম ২ ফোটা মাত্রায় ৪ ঘণ্টা অন্তর দিবে। বাহ্য প্রয়োগের জন্য এসিড নাই-ট্রিকের লোসন দেওয়া যাইতে পারে, এঃ নাই ২ ড্রাম, পরিষ্কার জল, ৮ আউন্স একত্রে মিশ্রিত করিবে।

সেকেণ্ডারী উপদংশ—মুখে ক্ষত হইলে মার্ক্-কর ৩ ক্রম ৬ ঘণ্টা অন্তর দিবে। বাহ্য প্রযোগে ফাইটো-লের্কা মাদার ১ ড্রাম জল ৮ আউন্স মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ ৩ বার ক্ষত ধৌত করিবে। পারার জন্য শরীরে চুলকানি ও ক্ষত হইলে পারার ভাপরা লওয়া যায়। ভাপরাতে অসুবিধা হইলে মার্ক্-বিন ৩—২ গ্রেণ মাত্রায় ৬ ঘণ্টা অন্তর দিবে। পারা পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহৃত হইলে, কেলী আয়ডাইট ব্যবস্থা করিবে। অস্থিতে বেদনা, মুখে ক্ষত হইলে ষ্টীলিঞ্জিয়া ১—৪ ঘণ্টা অন্তর দিবে।

ক্ষত হইলে গ্রাফাইটিস ৩ ক্রম ৬ ঘণ্টা অন্তর, এঃ নাই, লোসন বাহ্য প্রয়োগ করিবে। জিহ্বাতে ক্ষত হইলে কেলিবাই ৩ ক্রম দিবে। মলদ্বারে ক্ষত ও কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এসিড-নাই ব্যবস্থা করিবে।

উপদংশের জন্য আভ্যন্তরিক যন্ত্রের অর্ব্বুদ হইলে ও অস্থিতে

ক্ষত হইলে কেলাই-আই দিবে। অস্থিক্ষত ও কোষবৃদ্ধি হইলে অরম-মেট ৩—৮ ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করিবে। অন্তঃসত্বাবস্থায় এবং শিশুর স্তন্যপানাবস্থায় মাতার উপদংশ রোগ হইলে মার্ক্-সল প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিবে।

ডাক্তার ভাদুড়ী বলেন,—রোগের প্রথমে সকল প্রকার ক্ষতে ২ কিম্বা ৩ ট্রাইটুরেসন ১ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবস্থা করা যায়। কেহ কেহ ৬ ক্রম ব্যবহারেও ফল পাইয়া থাকে। মার্ক্-সল ২য় ক্রমের চূর্ণ ক্ষতের উপর লাগাইলেও উপকার পাওয়া যায়। এই সময়ে ক্ষত কতক পরিমাণে আরোগ্য হইলে উচ্চ ক্রমের ঔষধ ব্যবস্থা করিবেন।

কঠিন শ্যাঙ্কারে মার্ক-সল ১ দিন অন্তর ১ মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। ইহার বাহ্য প্রয়োগেও বিশেষ ফল পাওয়া যায়: কোমল চেপ্টা কণ্ডুলোমেটা হইলে মার্ক-কর আবশ্যক, ডাঃ বেয়ার বলেন,—মার্ক-কর ২ চূর্ণ প্রত্যহ ১ গ্রেণ মাত্রায় সেবনে পীড়া সত্বর আরোগ্য হয়।

কঠিন ক্ষতের জন্য যদি অধিক পারদ ব্যবহার হইয়া থাকে, তবে এঃ-নাই ব্যবহারে ফল পাওয়া যায়। গলিত ক্ষততে অধিক পারদ ব্যবহার হয়না, মার্ক-কর দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়, ক্ষতের তল পরিষ্কার না হইলে এসিড-নাই কিম্বা এঃ-মিউ দ্বারা উপকার হয়, ক্ষত অতিশয় মন্দ হইলে আর্সেনিক ব্যবহারে ফল পাওয়া যাইবে। পচা ক্ষতে (গ্যাংগ্রিণ) আর্স একমাত্র ঔষধ।

উপদংশের ক্ষত হইতে বাগী হইয়া থাকে, রোগীর অস্ত্র এঃ নাই, হিপার, ব্রেজ প্রেসিপিটেড, কার্বো-এনি, ব্যবহার হইয়া

থাকে। পুঁয হইলে হিপার দিবে, ইণ্ডোলেণ্ট বাগী হইলে ত্বকের বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির পীড়া আরম্ভ হইলে আয়ডাইট অব মার্কারি দিবে।

কণ্ডিলোমেটা হইলে থুজা দ্বারা আরোগ্য হয়, ডাঃ বেয়ার বলেন,—উপদংশের চিহ্নের স্বরূপ কণ্ডুলোমেটা হইলে মার্ক-কর একমাত্র ঔষধ। কখন কখন এঃ-নাই, সিনাবেরিস, ষ্টেফাই ব্যবহার হয়। ডাঃ হেম্পল বলেন,—কোমল কণ্ডিলোমেটার জন্য টাটারত্রমিক, আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগে উপকার হয়।

ত্বকে ফোস্কা হইলে মার্ক-কর কিম্বা ভাইভাস উৎকৃষ্ট ঔষধ, চুল উঠিয়া যাইলে হিপার সল দ্বারা আরোগ্য হয়। আইরাইটীস হইলে মার্ক-কর, ক্লিমেটীস দিবে, মুখের মধ্যে ক্ষত হইলে কেলী-আই ও বাইক্রম দ্বারা ফল পাওয়া যায়, নাসারন্ধ্রেতে ক্ষত ও অস্থি আক্রান্ত হইলে অরম-মিউ ব্যবহার করিবে। রোগী পূর্ব্বে অধিক পারদ সেবন করিলে এঃ নাই দিবে, কণ্ঠনালী প্রদাহে হিপার, লাইকো, ব্যবস্থা করিবে।

এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা ক্ষত স্থানে আইডো ফরম কার্ব্বলিক অয়েল প্রভৃতি দিয়া থাকেন। রোগ পুরাতন হইলে সেবনের জন্য পটাস আইওডাইট, অনন্তমূলের ক্কাথ ইত্যাদি ব্যবস্থা করেন।

আমরা অনেক স্থলে ডাঃ ইউ, এন্, মুখার্জ্জীর উপদংশের ক্ষত ঘায়ের মলম দ্বারা বিশেষ ফল পাইয়াছি, এবং ইণ্ডিয়ান স্রালসা-প্যারিলা সেবন করাইয়া পারা দোষ হইতে আরোগ্য করিয়াছি।

শিশুদিগের উপদংশ।

গর্ভাবস্থায় রোগের সূচনা হইয়া সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। পরে ৩ সপ্তাহ হইতে ২ মাসের মধ্যে, আবার কাহারো কাহারো বা ৬ মাস পরেও রোগের লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয়। শিশুর শরীর শীর্ণ ও রক্ত শূন্য হয়, মাংসপেশি ও চর্ম্ম সকল শিথিল হয়, বর্দ্ধন শক্তি অল্প হয়, মুখমণ্ডল বৃদ্ধাবস্থার ন্যায় দৃষ্ট হয়, মুখশ্রী মলিন, নাসিকা চেপ্টা ও প্রশস্ত হয়, শরীরের চর্ম্ম শুষ্ক, গাত্রে নানা প্রকার কণ্ডু বাহির হয়। হস্ত, পদ, মলদ্বার, জননেন্দ্রিয় প্রভৃতি স্থান তাম্রবর্ণ উজ্জ্বল স্ফীত হয় ও ক্ষত দেখা দেয়, শিশুর চুল হয়না, নখে ক্ষত হয়, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ক্ষত দেখা দেয়। কোন কোন শিশুর ঠোঁট কাটা দেখা যায়, কৌলিক উপদংশে শিশুদিগের ক্রন্দন একটী বিশেষ লক্ষণ। স্বর ভঙ্গ, নাসিকা হইতে ক্লেদ নিঃসরণ শ্বাস কষ্ট, মুখ ও নাসিকাতে ক্ষত, চক্ষু কর্ণ হইতে ক্লেদ নিঃসরণ, চক্ষুর প্রদাহ, আভ্যন্তরিক যন্ত্রেরও পীড়া হইয়া থাকে, অস্থির পরিবর্ত্তন ইত্যাদি দৃষ্ট হয়।

ডাক্তার হাচিংসন বলেন,—কৌলিক উপদংশ কখন কখন সেকেণ্ডারি ও টারসিয়ারির লক্ষণ সকল একবারে এক সময়ে প্রকাশ পায়, কিন্তু সেকেণ্ডারির লক্ষণ সকল অধিক দেখা দেয়না এবং লক্ষণের পর রোগী অনেক দিন সুস্থ থাকে। ৫ বৎসরের পরেও টারসিয়ারির লক্ষণ সকল দেখা গিয়াছে, শিশু সুস্থ থাকিলেও তাহার শরীর বর্দ্ধিত হয়না, সেকেণ্ডারি উপদংশের লক্ষণ, মুখে ফুস্কুড়ি, নাসিকার ঝিল্লি প্রদাহ। টারসিয়ারীর লক্ষণ, কর্ণিয়ার ভিতর ক্ষত এবং শরীরে এক প্রকার পচা ক্ষত

দৃষ্ট হয়, দৃষ্টি হীনতা ও বধিরতা হইয়া থাকে। কৌলিক উপ-দংশের দন্ত সম্বন্ধে কতকগুলিন লক্ষণ দেখা দেয়, দন্তের বর্ণ বিশ্রী এবং সহজে ভাঙ্গিয়া যায়, স্থায়ী-দন্তগুলি বিবর্ণ, ক্ষুদ্র ও কদাকার হয়। দন্তের মধ্যবর্ত্তি স্থান ফাঁক হইয়া যায়, ইত্যাদি লক্ষণ সকল দেখা দেয়।

চিকিৎসা।

প্রথমে মার্কিউবিয়স পবে কেলী-হাইড্রোঃ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। গলাব মধ্যে ও নাসিকাব মধ্যে ক্ষত হইলে এসিড-নাইট্রিক অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, অবম-মেটঃ দ্বারাও অনেক সময়ে বিশেষ ফল হয়।

উপদংশরোগের পরবর্ত্তী পীড়া।

অধিক পারিমাণে পারদ সেবন, আহাব ও পানদোষে, রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে না হইতে ঔষধ বন্ধ কবিলে উপদংশ রোগের পরবর্ত্তী পীড়া সকল দেখা দেয়। যে পর্য্যন্ত ক্ষত সম্পূর্ণ আরোগ্য না হয়, দাগ সকল সম্পূর্ণ শুকাইয়া না যায়, সে পর্য্যন্ত ঔষধ সেবন করা উচিত।

স্ত্রীলোকদিগের পীড়া নির্ণয় করা কঠিন হইয়া উঠে; কারণ তাহারা লজ্জা বশতঃ চিকিৎসকের নিকট সকল কথার উত্তর করেনা, সেই জন্য এ সকল বোগীর চিকিৎসকের কিছু বহু-দর্শিতার আবশ্যক।

শরীরের নানা স্থানে দাগ হয়, বিশেষ হাতের ও পায়ের পাতায় তাম্রবর্ণের ন্যায় দাগ হইয়া থাকে, শরীরের নানা স্থানের অস্থিতে বেদনা হয়, মাথা ব্যথা, স্নায়ুশূল, চক্ষুর পার্শ্বে বেদনা,

সন্ধিতে ব্যথা, ফুলে, লালবর্ণ হয়, রাত্রে রোগের বৃদ্ধি, এই সমস্ত লক্ষণে মার্ক্‌-আই ও সল্‌ফ দ্বারা কাজ হয়। গায়ে ফুস্কুড়ি বাহির হইলে মার্ক্‌-আই ও বিনআইঃ, ক্যালী হাই এক সপ্তাহ অন্তর পাল্টা পাল্‌টী প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

গণ্ডমালা ধাতুবিশিষ্ট লোক, গলা ও কুচকিতে আওরাইলে, দন্তমাড়ী লাল ও স্ফীত, মুখে দুর্গন্ধ হইলে ক্যালী-হাইড্রোঃ উৎকৃষ্ট ঔষধ, উপদংশগ্রস্ত রোগীর ঠাণ্ডা লাগিলে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আক্রান্ত হইতে পারে। মলদ্বারে, ঠোঁটে ক্ষত দেখা দেয়; তালুপার্শ্ব গ্রন্থির প্রদাহ ইত্যাদি হইলে একোন, বেল, এপিস, মার্ক্‌-কর, এঃনাই, এঃ সল্‌, ল্যাকে, ফস্‌বাস, হিপার-সল্‌ ইত্যাদি ব্যবস্থা করিবে। পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ আবরক চর্ম্মের ও যোনি দ্বারে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে স্ফোটক দেখা দেয়, ঐ স্ফোটক হইতে দুর্গন্ধ ক্লেদ নির্গত হয়, মার্ক্‌-সল, এসিড নাইট্রিক দ্বারা উপকার হইবে। ক্যালেণ্ডুলা লোসন দ্বারা ধৌত করিবে।

বাগী। (*Bubo.*)

উপদংশ জনিত বাগী এই রোগের প্রথমাবস্থায় (প্রাইমারি সিফিলিসের) একটী উপসর্গ রোগ। ইহা প্রায় উরুসন্ধির কোমল স্থানে হইয়া থাকে, বগলে ও অন্যান্য স্থানেও হইতে পারে। বাগী দুই প্রকার—একিউট্‌ ও ক্রণিক।

যে স্থানে বাগী প্রকাশ পায়, সেই স্থানের গ্রন্থির প্রদাহ হইলে বাগী বলে। বাগী যে উপদংশের বিষ হইতে প্রকাশ পায় এরূপ নহে, অন্য কারণেও হইতে পারে; মুদা, প্রমেহ ও চলা ফেরার দরুণ বাগী হইতে পারে। এ স্থলে উপদংশ জনিত বাগীর বিষয় বলা হইতেছে।

সাধারণতঃ উপদংশের ক্ষত প্রকাশ পাইবার দুই সপ্তাহ পরে বাগী দেখা যায়। কখন কখন এ নিয়মেরও ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। উপদংশ জনিত বাগী ফাটিয়া যাইলে বা ছুরিকা দ্বারা কাটিয়া দিলে ক্ষতের ধার কাঁটা কাঁটা এবং উহার গহ্বরে পচা মাংস খণ্ড, গলিত ও দূষিত পূঁয দেখা যায়।

চিকিৎসা।

বাগীব প্রথমাবস্থায় মার্ক-সল্ ব্যবস্থা করিবে, একোনাইট ব্যবহারেও ফল পাওয়া যায। বাগী লালবর্ণ টাটানি থাকিলে মার্কুরিয়সের সঙ্গে বেলেডোনা দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে প্রদাহ কমিয়া যাইলে হিপাব সল্ফাব ৩ ক্রম বা ৬ ক্রম ব্যবহার করিবে। সামান্য বাগীতে জলপটী দিলে সারিয়া যায়। যদি বাগী আপনি না ফাটিয়া যায়, তবে ছুরিকা দ্বারা কাটিয়া দিলে সত্বর আরোগ্য হইতেও পাবে। ক্যালেণ্ডুলা লোসন করিয়া ক্ষত স্থান ধৌত করিয়া দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। বাগীর ক্ষত আরোগ্য হইতে বিলম্ব হইলে মার্ক-সল ও বিনাওডাইট, এসিঃ নাই, ক্যালী-হায়ড্রি প্রত্যহ ২।৩ বার সেবন করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

(*Iritis.*)

উপদংশজনিত চক্ষুর প্রদাহ।

ইহা সাধারণতঃ একটী চক্ষুকে আক্রান্ত করে, অনেক স্থলে একটী সারিয়া আর একটী আক্রান্ত হয়। চক্ষুতে অতিশয় বেদনা হয়, এই বেদনা সকলের থাকে। রাত্রে বেদনার বৃদ্ধি হয়, চক্ষু গোলাকার ও স্বাভাবিক বর্ণ বিবর্ণ হয়, গোলকের স্থানে

স্থানে নানা বর্ণের দাগ হয়, আলো অসহ্য, দৃষ্টির কিছু বিকৃতি হয়। একিউট রোগে অতিশয় কষ্ট দিয়া থাকে, রোগ ক্রণিক হইলে তত কষ্ট হয়না।

চিকিৎসা।

রোগের প্রথমে একোনাইট, বেলেডোনা, আর্সেনিক ব্যবহারে বিশেষ উপকার হয়, ইহাতে কিছু উপকার না হইলে মার্কুরিয়স দ্বারা যে আরোগ্য হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। মার্কুরিয়স সলিবিলিস ব্যবহারে রোগ কতক আরোগ্য হইয়া যদি একভাবে থাকে, তবে কয়েকদিনের জন্য ঔষধ বন্ধ রাখিয়া সল্‌ফার ৩০ ক্রম কয়েকদিন দিবে পরে আবার মার্ক-সল্ দিবে। অপ্‌টিক স্নায়ু আক্রান্ত হইয়া রোগীর দৃষ্টিলোপ হইলে মার্ক-সল্, বেল, কেলী-হায়ড্রো দ্বারা আরোগ্য হইবে। চক্ষু সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে।

আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা।

অনেক এলোপ্যাথিক চিকিৎসক অধিক মাত্রায় পারদ ব্যবহার করিয়া থাকেন; তাহাতে শরীর এককালে নষ্ট করিয়া ফেলা হয়, এবং তাহাতে রোগ একেবারে সারেনা, রোগ চাপা থাকে। প্রথম হইতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করা হইলে রোগ আরোগ্য হইয়া যায়। শরীর কোন রকমে বিষাক্ত হইতে পারে

না। পারা ব্যবহারে রোগ চাপিয়া থাকে, আবার কিছুদিন পরে প্রকাশ পায়, এবং রোগী চিরজীবনের মত নষ্ট হইয়া যায়। মধ্যে মধ্যে উষ্ণ জল দ্বারা শরীর ধৌত করিবে। যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে এমন করিবে। শীতল বা আর্দ্র স্থানে থাকিবেনা, রোগীর কোন প্রকারে সর্দ্দি না হয়, এরূপ ভাবে থাকিবে। মাদক ইত্যাদি উগ্রদ্রব্য সেবন করিবেনা, কোন প্রকারে ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করিবেনা।

পথ্য।—পথ্য সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। পুষ্টিকর ও লঘুপাক পথ্য ব্যবস্থা করা উচিত। মৎস্য বা মাংস দেওয়া তত যুক্তিসিদ্ধ মনে করিনা। দুগ্ধ ও ঘৃত বা পক্কদ্রব্য দেওয়া যাইতে পারে, সহজ অবস্থায় অন্ন পথ্য দিবে। অম্ল ও মিষ্টদ্রব্য বন্ধ রাখা উচিত। পরিধেয় বস্ত্র সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে, অল্প ব্যায়াম ও পরিমিত বায়ু সেবন করিবে। একবেলা অন্ন পথ্য দিবে,—বুট, অরহর, মুগ, আলু ও পটল ইত্যাদির ডালনা দিবে। শাক, অম্ল, কলায়ের দাউল ইত্যাদি অপথ্য।

ঔষধ প্রয়োগ নিয়ম।

এই পুস্তকের মধ্যে প্রায় সকল ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে ক্রম (Dilution) লেখা আছে। সাধারণতঃ ৬।১২।৩০ ক্রম ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আবশ্যক হইলে ১×৩×১০০,২০০,৫০০, ১০০০, ইত্যাদি উচ্চ ক্রমের ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ঔষধ অনেক প্রকারে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। বটিকা, অম্বুবটিকা, চূর্ণ ও পরিষ্কার জল (Globules,

Pilules, Sugar of milk, and Distilled water,) সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা যায়। সাধারণতঃ বয়ঃপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে ১ ফোঁটা মাত্রা, ক্রমে অল্প বয়স অনুসারে ১ ফোঁটা ২।৩।৪ বার ব্যবস্থা করা যায়, কেহ কেহ কখনও ২ ফোঁটা পূর্ণ মাত্রায় ব্যবস্থা করেন।

স্থিরচিত্তে ঔষধের সহিত রোগীর লক্ষণাদি মিলাইয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিবে, তৎপরে ক্রম ঠিক করিবে। ঔষধ সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন করিবেনা। রোগ মৃদু আকার হইলে প্রত্যহ ২।৩ বার সেবন করাইবে, আবশ্যক হইলে ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ ব্যবহার করিবে। রোগীর অবস্থা মন্দ বিবেচনা করিলে ১৫।৩০ মিনিট অন্তর ১ মাত্রা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা যায়।

ঔষধ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে রাখিবে ও সেবন করাইবে। কোন প্রকার ধাতুপাত্রে ঔষধ রাখিবেনা, কাচের অথবা চীনামাটির পাত্রে ঔষধ রাখিবে। কর্পূর প্রভৃতি কোন প্রকার উগ্র গন্ধ বিশিষ্ট দ্রব্য ঔষধের নিকট রাখিবেনা। যাহাদিগের পান বা তামাক খাইবার অভ্যাস আছে, তাহাদিগের ঔষধ সেবনের ২।১ ঘণ্টা অগ্রে বা পরে খাওয়া উচিত নহে।

সমাপ্ত।

Printed by P. C. Mookerjee & Sons,
At the FULL MOON Printing Works. 24, Beadon Street, E. C.
CALCUTTA.
1901.

(১) ভাওয়াল জয়দেব পুরের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর তিন সপ্তাহের অধিককাল হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসিত হইয়াছিলেন এবং রাজার মৃত্যুর বিষয় ও সকলেই জ্ঞাত আছেন।

(২) স্কুলবিভাগের জয়েণ্ট ইনস্পেক্টার বাবু দীননাথ সেনের হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা কয়েকদিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল কিন্তু তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

(৩) বালিয়াটীর জমিদার অক্রুর বাবুর চিকিৎসা হোমিওপ্যাথিক মতে প্রায় মাসেক চলিয়াছিল কিন্তু তাঁহার ও মৃত্যু ঘটে।

এই তিন রোগী এবং ওলাউঠার রোগীগণ মধ্যে ৭নং ও ১৩ নং রোগীদ্বয় কলিকতার ডাক্তারগণ দ্বারা চিকিৎসিত হইয়াছিলেন। এই পাঁচটী রোগীর মধ্যে অন্ততঃ একটী আরোগ্য হইলে ও হোমিওপ্যাথির কৃতিত্ব কতক প্রমাণিত হইতে পারিত। অপিচ, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে উল্লিখিত মহাত্মাগণ হোমিওপ্যাথিক প্রণালীর উচ্চ এবং উৎকৃষ্ট চিকিৎসা লাভ করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহাদের স্থলে ফল হইয়াছিল আশার বিপরীত।

ওলাউঠার চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথি কতদূর কৃতকার্য্য এবং সুপ্রাপ্যাদী দ্বারাইবা কতদূর হইতে পারে তাহা গত কয়েক বৎসরের ফলাফল দ্বারা বোধ হয় প্রমাণিত হইতে পারে।

(১) ঢাকা জজকোর্টের উকীল বাবু হরিচরণ চক্রবর্ত্তী বি, এল, এর ওলাউঠা রোগে মৃত্যু ঘটে। হোমিওপ্যাথি মতে তাঁহার চিকিৎসা হইয়াছিল।

সুপ্রাপ্যাথিক চিকিৎসা প্রকরণ।

ওলাউঠা-CHOLERA.

একথা নিশ্চয় যে ওলাউঠার চিকিৎসায় সুপ্রা-প্যাথী সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কেহ বুঝিয়া, কেহবা না বুঝিয়া, কেহ ভ্রান্তিবশে, কেহবা প্রসার হানির ভয়ে একথার প্রতিবাদ করিয়া বলিবেন যে ওলাউঠার চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথি ভাল। ভাল মন্দ কিছু কেবল কথায় অথবা তর্কের দ্বারা মিমাংসা হইতে পারেনা। ফলের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। অতএব সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে, এই উভয় চিকিৎসা "হোমিওপ্যাথি ও সুপ্রাপ্যাথী" ওলাউঠার চিকিৎসায় কোনটী অধিক ফলপ্রদ তাহা গত কয়েকবৎসরের উচ্চপদস্থ কয়েকটী ওলাউঠা রোগীর আরোগ্য ও মৃত্যু সংখ্যাদ্বারা প্রদর্শিত হইল।

এস্থলে ইহা বলা কর্ত্তব্য যে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাতে সমুদয় রোগীই আরাম হইবে, আর সুপ্রাপ্যাথী মতে একটী রোগীও মরিবেনা, এমন কথা আমরা বলিনা। সকল রোগী কখনও বাঁচিতে পারেনা, তবে যেই প্রণালীর ঔষধে অধিক সংখ্যক রোগী আরোগ্য হয়, অল্পসংখ্যক রোগী মারাপড়ে, বোধ করি স্বীকার করিতে হইবে যে সেই প্রণালীই ভাল।

ওলাউঠা রোগে হোমিওপ্যাথির ফলাফল দেখাইবার পূর্ব্বে অন্যান্য রোগের চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথি কতদূর কৃতকার্য্য তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা।

(২) ঢাকা জজকোর্টের উকীল বাবু পার্ব্বতী চরণ শীল স্ত্রী পুত্র কন্যাদি সহ ওলাউঠাক্রান্ত হইয়া হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করান, কিন্তু কেহই রক্ষা পাননা।

(৩) পালং থানার নিকটবর্ত্তী ভুসাসাং গ্রাম নিবাসী—ঢাকা জজকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ওলাউঠা রোগে মারাপরে। সে হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসিত হইয়াছিল।

(৪) ঢাকা জজকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্তের ছোট এক পুত্রের ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হয়। তাহার চিকিৎসা হোমিওপ্যাথি মতে হইয়াছিল।

(৫) ঢাকার ইনকামটেক্স এসেসার শ্রীযুক্ত বাবু নিশিকান্ত মুখোপাধ্যায়ের এক পুত্রের ঢাকাতে ধানকোড়ার জমিদার গোবিন্দ বাবুর বাসাতে ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হয়। ইহার চিকিৎসা ও হোমিওপ্যাথি মতে হইয়াছিল।

(৬) ভাওয়ালের জনৈক ধনাঢ্য তালুকদার কার্য্যোপলক্ষে বহু অর্থ লইয়া ঢাকা আসিয়া ওলাউঠা রোগে মারা পরেন। প্রায় দুই দিন পর্য্যন্ত হোমিওপ্যাথিক মতে তাঁহার চিকিৎসা হইয়াছিল।

(৭) ঢাকা জজকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু রজনী নাথ বসু বি, এল এর স্ত্রী ওলাউঠা রোগে মারা পরেন। ইহার চিকিৎসা হোমিওপ্যাথি মতেই হইয়াছিল।

(৮) ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ছাত্র সোনারং টঙ্গিবাড়ী নিবাসী করুনা কুমার দাস ওলাউঠা রোগে মারা পরে।

(৯) ঐ সময় পালং থানার নিকটবর্ত্তী ছয়গাও গ্রাম নিবাসী,

ঢাকা জগন্নাথ স্কুলের ছাত্র নিবারণ চন্দ্র চৌধুরীর ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হয়। এই উভয় রোগীর চিকিৎসা হোমিওপ্যাথি মতে প্রায় ২।৩ দিন হইয়াছিল।

(১০) ঢাকাকলেজের 4th year চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র (ঢাকা মানেশ্বর নিবাসী) রাজমচন্দ্র দত্ত ওলাউঠা রোগে হোমিওপ্যাথিক মতে দুই তিন দিন চিকিৎসিত হইয়া মারা পড়ে।

(১১) ১৯০০ সনের ডিসেম্বর মাসে ঢাকাতে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব সময় কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত কাঠালতলি নিবাসী ঢাকা কলেজের ল ক্লাসের ছাত্র সতীন্দ্রকিশোর রায় এবং জগন্নাথ কলেজের সেকেণ্ডইয়ারের ছাত্র দ্বিজেন্দ্রকিশোর রায় এবং হোমিওপ্যাথিক স্কুলের একটী ছাত্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায়, ওলাউঠা রোগে মারা পড়ে। ঠিক এই সময় ঢাকাকলেজের 4th year এর ছাত্র শ্রীযুক্তবাবু দুর্গানাথ ভট্টাচার্য্য, ঢাকা জগন্নাথকলেজের সেকেণ্ডইয়ারের ছাত্র শ্রীযুক্ত বাবু প্রকাশচন্দ্র বিশ্বাস এবং ঢাকা জুবিলিস্কুলের ছাত্র শ্রীরাজেন্দ্র কিশোর সেন ওলাউঠা রোগে গুরুতর রূপে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করে।

(১২) ঢাকাকলেজের সেকেণ্ডইয়ারের ছাত্র কুমুদ বন্ধু ভট্টাচার্য্য ওলাউঠারোগে ২৬—২—১৯০২ তারিখে মারা পড়ে। তাহার চিকিৎসা হোমিওপ্যাথি মতে হইয়াছিল।

(১৩) বিক্রমপুর তেলিরবাগ নিবাসী হাইকোর্টের এটর্ণি এট ল শ্রীযুক্ত বাবু রাজমোহন দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র রসিক রঞ্জন দাসের ওলাউঠারোগে হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসিত হইয়া মৃত্যু হয়।

(১৪) ঢাকা বাবুববাজার নবাব মিঞার হাবেলিতে মুন্সি আফতাবদ্দিনের ভ্রাতা ওলাউঠা রোগে মারা যায়। চিকিৎসা হোমিওপ্যাথি মতে হইয়াছিল।

ওলাউঠা রোগে হোমিওপ্যাথির অকৃতকার্য্যতার দৃষ্টান্ত দেখাইলে অনেক দেখান যায়। কিন্তু স্থূলমর্ম্ম উপরের রোগী কয়টী দ্বারাই বুঝা যাইবে

ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ হোমিওপ্যাথিক প্রণালীর উচ্চ এবং উৎকৃষ্ট চিকিৎসা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তথাপি তাহাদেব স্থলে ফল হইল নিরাশাজনক। সকল রোগীই যে বাঁচিবে এমন কখনও হইতে পারেনা, কিন্তু উল্লিখিত বোগীগণ মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধেক সংখ্যক রোগী আরোগ্য হওয়া নিতান্তই সঙ্গত ছিল। যদি মৃত্যু অপেক্ষা আরোগ্যের সংখ্যা বেশী না হয়, যদি অনেক রোগীর মধ্যে ২।৪ জন মাত্র আরোগ্য হইয়া উঠে, তবে সেই চিকিৎসার উপযোগিতা কতদূর থাকে? অনেকে কুচিকিৎসায় এবং কেহ কেহ বিনা চিকিৎসায় ও আরোগ্যলাভ করে। এমতাবস্থায় কিছু বিশেষত্ব না থাকিলে লোকে Royal Road রাজপথ ছাড়িয়া Private way গুপ্তপথে গমন করিতে কেন প্রয়াসী হইবে? অর্থাৎ রাজচিকিৎসা এলোপ্যাথি ছাড়িয়া গুপ্ত চিকিৎসা হোমিওপ্যাথিতে যাইবার তাৎপর্য্য কতদূর থাকে তাহা পাঠকের বিবেচ্য।

হোমিওপ্যাথির এই প্রকারের গুনাগুন বুঝিয়াই বোধহয় এমেরিকার অতিবড় দার্শনিক ইমারসন্ বলিয়াছেন যে, 'হোমিওপ্যাথির আরোগ্যকারী শক্তি অকিঞ্চিৎকর' ইত্যাদি।

Writes Emerson the Great American Philosopher:— "Homœopathy is insignificant as an art of healing" &c., &c.

এক্ষণে সুপ্রাপ্যাধিক মতে, উপরি উক্ত রোগীদের সম সময়ে যে সকল রোগী আরোগ্য হইয়াছে তাহার কয়েকটীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জের (পালং থানার নিকটবর্ত্তী বাইসচারা গ্রাম নিবাসী) প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত ঘটকের মাতা দুইবার ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হন এবং আমার চিকিৎসাতে আরোগ্য লাভ করেন।

(২) ঢাক জগন্নাথকলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠ কিশোর চক্রবর্ত্তী এম, এ মহাশয়ের সাহায্য প্রাপ্ত ময়মনসিংহ জিলার লক্ষীরা নিবাসী শ্রীআনন্দচন্দ্র দাস ভয়ানক ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হয়। তাহাকে এক একবার আরাম করি, পুনরায় Relapse বা পুনরাক্রমন হইতে থাকে। এই প্রকারে চারিবার আক্রমনের পর সে আমার চিকিৎসাতে আরোগ্যলাভ করে। ১১।১২ দিন অসাড়বৎ থাকায় যত্ন চেষ্টা সত্ত্বে ও ঢাকার মশার কামড়ে তাহার হাতের মাংস বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

(৩) ঢাকা জগন্নাথ কলেজের সেকেণ্ড ইযারের ছাত্র, ত্রিপুরা নিবাসি, শ্রীমহেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া আমার চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করে।

(৪) ১৮৯৮ সনের ডিসেম্বর মাসে বাবুরবাজার জনসন মেডিকেল মেসে শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র সিংহ নামক একটী ছাত্র ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হয় এবং কেবল সুপ্রাপ্যাধিক চিকিৎসাবগুণে আরোগ্য লাভ করে।

(৫) পাটুয়াটুলীর বাবু দীনবন্ধু চক্রবর্ত্তী ওলাউঠা রোগে গুরুতর রূপে আক্রান্ত হওয়ায় সুপ্রাপ্যাথি মতে চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্যলাভ করেন।

(৬) জজকোর্টের উকীল বাবু রামচন্দ্র সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র কলেরাতে আক্রান্ত হওয়ায় সুপ্রাপ্যাথিক চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করে।

(৭) পাইনার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনীমোহন রায়ের ভাগিনীর ওলাউঠা রোগ সুপ্রাপ্যাথিক চিকিৎসাতে আরোগ্য হয়।

(৮) ঢাকাকলেজের 4th year চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, ময়মনসিংহ ধলার জমিদার বাবুদের আত্মীয় শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গানাথ ভট্টাচার্য্য কলেরা রোগে আক্রান্ত হয় এবং সুপ্রাপ্যাথিক চিকিৎসাতে আরোগ্যলাভ করেন।

(৯) ঢাকা জগন্নাথকলেজের 2nd year দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ময়মনসিংহ নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র বিশ্বাসের কলেরা হওয়াতে সুপ্রাপ্যাথিক চিকিৎসাতে আরোগ্যলাভ করেন।

(১০) জগন্নাথস্কুলের ছাত্র শ্রীরাজেন্দ্র কিশোর সেন কলেরা রোগে আক্রান্ত হওয়ায় সুপ্রাপ্যাথিক চিকিৎসায় আরোগ্য হইয়াছিল।

(১১) নদীর অপর পারে, কেরাণীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী মান্দাইল গ্রামনিবাসী শ্রীকালাস ব্যাপারির পুত্র শ্রীমওসাবক্স ব্যাপারি ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হওয়ায় একদিন পর্য্যন্ত হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসিত হয়। রোগী অবস্থাপন্ন এবং প্রতিপত্তি-

শালী লোক। উপরিউক্ত চিকিৎসাতে উপকার না হওয়ায় আমি আহুত হই। রাত্রিতে অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়াছিল। সেই সময় সুপ্রাপ্যাথিক মেন্টেকা, রিলিজিওজা লেটিফলিনা, মিকানিরা, ষ্ট্রনথিষেটা ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহারে আরোগ্যলাভ করে।

(১২) ঢাকার বিখ্যাত কুস্তিওয়ালা ডনগির শ্রীঅধরচন্দ্র ঘোষের ভ্রাতা, ভগ্নী, ভগিনীপুত্র এবং ভাগিনী ইত্যাদি, ক্রমান্বয়ে দুই এক বর্ষ পরে পরে ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হয় এবং তাহারা সকলেই সুপ্রাপ্যাথিক ঔষধে আরোগ্যলাভ করে।

(১৩) ঢাকার জজকোর্টের গবর্নমেন্ট উকীল শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ বি, এল এর বাসাতে জনৈক স্ত্রীলোকের কোলেপস ইত্যাদি ওলাউঠার সমুদয় উপসর্গ হইয়াছিল। সে সুপ্রাপ্যাথিক চিকিৎসায় আরোগ্য হয়।

(১৪) ঢাকার প্রবীণ কবিরাজ (বিক্রমপুর গাউপাড়া নিবাসী) শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন চন্দ্র সেন ওলাউঠা রোগে গুরুতর রূপে আক্রান্ত হওয়ায় প্রথমে একদিন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হয় তাহাতে ফলদর্শে না। পরে সুপ্রাপ্যাথিক লেটিফলিনা, ষ্ট্রনথিষেটা, মেন্টেকা ইত্যাদি ঔষধ সেবনে তিনি আরোগ্য হন।

কেবল ঐ কয়টী নয়, উভয় চিকিৎসার পার্থক্যতার নিদর্শন আরও অনেক আছে। এক এক বৎসর ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব কালে যাহারা হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসিত হইয়াছিল তাহারা প্রায় সকলেই যুগপৎ মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে, আর যাহারা সুপ্রাপ্যাথি মতে চিকিৎসিত হইয়াছিল তাহারা প্রায় সকলেই আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

ওলাউঠার চিকিৎসা হোমিওপ্যাথি মতে করিলে নিম্নলিখিত দোষ স্পর্শে ঃ—

(১) হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বুঝিয়া না দিতে পারিলে এলোপ্যাথিক ঔষধের মত অনিষ্ট হইতে পারে।

(২) ওলাউঠার যে তীব্র ও সাংঘাতিক রোগের গতিরোধ বা শক্তিক্ষয় করিতে পারে এমত ঔষধ হোমিওপ্যাথিতে অল্পই আছে অথবা নাই বলিলেই হয়।

(৩) হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নিপুণতার সহিত ব্যবহার করিতে পারে এমত লোক বিরল।

ওলাউঠার ভেদ, বমন যদি উপযুক্ত ঔষধদ্বারা উচিত সময়ে কমাইতে না পারা যায় তবে ক্রমে Collapse বা পতনাবস্থা উপস্থিত হয়। পতনাবস্থা হইতে রোগীকে যদি শীঘ্র উদ্ধার করা না যায় তবে তদ্দরুণ শীঘ্র মৃত্যু ঘটিতে পারে। অথবা পতনাবস্থা যতই দীর্ঘস্থায়ী হইবে ততই রক্তের সহিত Urea, Uric-acid and other products of decomposition অর্থাৎ ইউরিয়া, ইউরিক এসিড এবং অন্যান্য বিষমিশ্রিত এবং দোষিত পদার্থ অধিক পরিমাণে মিশ্রিত হইতে থাকে তাহার ফলে হিক্কা, প্রলাপ, তন্দ্রা বা কোমা ইত্যাদি হয়। এবং এই সকল উপসর্গ হইতে দিলে অথবা হইলে পরে রোগীর জীবন যে অধিকতর বিপদসঙ্কুল এবং চিকিৎসা কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে তদ্বিষয়ে কাহারও সংশয় বা অজ্ঞাত নাই সামান্য ত্রুটিতে সাধারণ ওলাউঠা সাংঘাতিক অবস্থায় পরিণত হয়। সে সময় উপযুক্ত ঔষধের অভাবে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। কিন্তু এলোপ্যাথীক চিকিৎসার অসামান্য নিপুনতায়—

(১) ভেদ বমন উপযুক্ত সময়ে নির্দ্দোষরূপে কমিতে থাকে।
(২)Collapse বা পতনাবস্থা না হওয়ার অনেক উপায় আছে।
(৩) পতনাবস্থা হইতে রোগীকে শীঘ্র উদ্ধার করা যায়।

(৪) ইহা ভিন্ন বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে Uræmia ইউরিমিয়া না হওযার, উইরিমিযা না হইতে পারে এমত চমৎকার ঔষধ সুপ্রাপ্যাথি মতে আছে। একথা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাতে একশত ওলাউঠার রোগীর মধ্যে পঞ্চাশ জনের যদি ইউরিমিযা হইযা মৃত্যু ঘটে, তবে সুপ্রাপ্যাথি মতে একশত ওলাউঠার রোগী চিকিৎসিত হইলে ৫।৬ জনের বেশী রোগীর ইউরিমিযা হইবে না। এবং এই ৫।৬ জনের মধ্যেও ২।৩ জনের বেশী রোগী কখনও ইউরিমিয়াতে মারা পরিবে না। কারণ সুপ্রাপ্যাথি মতে ইউরিমিয়া না হওযার বা নিবারণের ভাল ঔষধ আছে। আর ইউরিমিয়া হইলে ও তাহা আরোগ্য করার কার্য্যকারী পরীক্ষিত ঔষধ আছে। ওলাউঠার প্রত্যেক উপসর্গ জন্য সুপ্রাপ্যাথিক ঔষধের বিশেষত্ব, নূতনত্ব, এবং শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান।

(১) যখন দেখিবে ওলাউঠার ভেদ হোমিওপ্যাথিক কিম্বা অন্য কোন ঔষধেই থামিতেছে না, দাস্ত হইতে হইতে রোগীর কোলেপস্ হওযার উপক্রম এমতাবস্থায় ৩ গ্রেইন কি ৪ গ্রেইন মাত্রায় ষ্ট্রনথিযেটা ১০ মিনিট অন্তর দুইবার এবং তৎপরে ক্লোরেস্থা-কিউনিকা ১কে টা মাত্রায় ২০ কি ৩০ মিনিট অন্তর খাইতে দিলে ওলাউঠার দাস্ত শীঘ্র নির্দ্দোষরূপে কমিতে থাকে।

(২) ওলাউঠার রোগী দাস্ত ও বমনের বেগে অবসন্ন প্রায়। হড হড করিয়া বমন হইতেছে। বমনের বেগে পেটের নাড়ি-

ভুড়ি যেন ছিড়িয়া আসিতেছে, এমতাবস্থায় ৩ কি ৫ গ্রেইন মাত্রায় ইনথিয়েটা ১০মিনিট অন্তর ২মাত্রা দিলে, অথবা কখনও একমাত্রা ঔষধ দিলেই মন্ত্রের ন্যায় ১০।১২ মিনিট মধ্যে বমনের বেগ নিবারিত হয়। ষ্ট্রনথিয়েটা, কডিফলিয়া, এবং ফ্লোরেন্থা-কিউনিকা বমনের অতিচমৎকার পরীক্ষিত ঔষধ।

(৩) ওলাউঠার পতনাবস্থায় হাইড্রসিয়ানিক এসিড, কোব্রা, আর্শেনিক, কার্ব্ব,ফসফরাস, সিকেল ইত্যাদি ঔষধ বিফল হইলে পর যখন কিছুই করিতে না পারিয়া হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার চম্পট দেওয়ার চেষ্টা দেখিতেছেন, সেই সময়ে সুপ্রাপ্যাথিক মিকানিয়া,লেটিফলিনা, সারেকা, রিক্সিনা, ফ্লোরেন্থা এবং ষ্ট্রনথিয়েটা ইত্যাদি ঔষধ দিলে দেখিতে দেখিতে রোগী পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিবে।

(৪) হিক্কা একটী যন্ত্রণা জনক উপসর্গ। কখনং এই উপসর্গ ২।৩ দিনও থাকিয়া যায়। যখন হোমিওপ্যাথি মতের সমুদয় ঔষধ বিফল হয়, সে সময় গোলিপিয়া ১ ফোটা মাত্রায় ২০ কি ৩০ মিনিট অন্তর খাইতে দিলে হিক্কা অতিশীঘ্র নিবারিত হয়।

(৫) প্রস্রাব বন্ধ—অন্যান্য মতের কোন ঔষধে প্রস্রাব না হইলে সুপ্রাপ্যাথি মতের কেনাইনাম, মেন্টেকা এবং সিগলিট সেবনে প্রস্রাব নিশ্চয়ই খোলাসা হয়। অপিচ মেন্টেকা এবং সিগলিট উচিত সময়ে সেবন করিতে দিলে uræmia উইরিমিয়া হইতে পারে না। আর হইলেও তাহা শীঘ্র নিবারিত হয়।

(৬) পেটফাঁপা-টিম্পেনাইটিজ একটী ভয়ানক উপসর্গ। অনেকে ইহাতে মারাপরে। চিকিৎসার দোষে ঐ উপসর্গ উপস্থিত

হয়। কিন্তু সুপ্রাপ্যাথিক চিকিৎসাতে পেটফাঁপা কখনও হয় না বরং অন্যান্য চিকিৎসাতে পেটফাঁপা হইলে সুপ্রাপ্যাথিক বেলটা এবং নাইট্রাম-ক্লোরিকাম সেবনে অবিলম্বে আরোগ্য হইয়া থাকে।

এইরূপে উচিত সময়ে যথযোগ্য ঔষধ প্রযোজ্য হওয়ায় উপসর্গ সকল বৃদ্ধি হইতে পারেনা এবং এতন্নিবন্ধন অধিক সংখ্যক রোগী এই প্রনালীতে আরোগ্য লাভ করে।

সুপ্রাপ্যাথ মতে

ওলাউঠার চিকিৎসা প্রকরণ ঃ—

"ক্লোরেন্থ - কউনিকা"

সাংঘাতিক ওলাউঠার মহৌষধ।

১। ওলাউঠা রোগের জন্য এক ক্লোরেস্থা কিউনিকা— প্রকৃত ঔষধ। সুতরাং ওলাউঠা রোগের সমুদয় অবস্থাতে এবং পরবর্ত্তী উপসর্গেও ইহা উপকারী। ভেদ, বমন, হিক্কা, মোড়া, অঙ্গগ্রহ, ঘর্ম্ম, প্রস্রাব বন্ধ, নাড়ীহীনতা প্রভৃতি এবং প্রলাপ, তন্দ্রা, দুর্ব্বলতা, ওলাউঠার পরবর্ত্তী উদরাময় ও অন্যান্য সমস্ত উপসর্গ এই ঔষধে অন্যান্য মতের সমুদয় ঔষধ অপেক্ষা শীঘ্র আরোগ্য করে। ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক এই ঔষধে নির্ভর করিয়া ব্যবহার করিতে থাকিলে সহজে আরাম হইতে পারিবে। অন্য কোন ঔষধ অথবা চিকিৎসার আবশ্যক নাই। সমুদয় উপসর্গ নিবারণ করিয়া এই ঔষধেই উপযুক্ত সময়ে নাড়ীর উত্তেজনা ও প্রস্রাব খোলাসা করে।

২। ব্যবহারের নিয়ম।—১ ফোঁটা ঔষধ ১ তোলা আন্দাজ শীতল জলের সহিত (শিশুর প্রতি ইহার অর্দ্ধেক পরিমাণ) ১৫ মিনিট পরে পরে এক একবার সেব্য। অবস্থা আশঙ্কাজনক হইলে দশ মিনিট অন্তর ৪।৫ মাত্রা দেওয়া যায়। রোগের অবস্থা ভাল হইতে আরম্ভ হইলে ঔষধের মাত্রা ক্রমশঃ দীর্ঘ সময়ান্তর অর্থাৎ ১।২ কি ৩ ঘণ্টান্তর দিতে থাকিবে। ইহা যেমন ওলাউঠা নিবারক, তেমন বলকারক। রোগান্তেও কয়েক দিবস এই ঔষধ খাইবে। এই ঔষধ ব্যবহারে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। অতি শিশু এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোকের প্রতিও নিরাপদে ব্যবহার করা যায়। কাঁচের গ্লাস অথবা পাথরের বাটিতে ঔষধ খাওয়াইবে, পিতলের কিম্বা কোন ধাতু নির্ম্মিত পাত্র ব্যবহার করিবে না।

৩। রোগের প্রথম অবস্থাতে এই ঔষধ সর্ব্বদাই কৃতকার্য্য; শেষ অবস্থাতেও ফলপ্রদ। সাধারণতঃ ২।৩।৪।৬ অথবা ৮ঘণ্টা মধ্যে উপকার দেখা যাইবে। কোনস্থলে ঔষধের ক্রিয়ার বিলম্ব দেখিলে নিরাশ হইবে না। প্রচলিত সমুদয় চিকিৎসা অপেক্ষা ইহাতে অধিক উপকার হইবে। সামান্য উদরাময় ৪।৫ মাত্রা ঔষধ খাওয়াইলেই সারিবে।

৪। পূর্ব্বে অন্য কোন ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে প্রথমে ১মাত্রা ডাক্তার রুবিনির স্পীরিট অব ক্যাম্ফার ৫ ফোঁটা অল্প চিনির সহিত অথবা এক রতি কর্পূর খাওয়াইয়া পরে এই ঔষধ খাওয়াইতে থাকিবে।

৫। কোন ব্যক্তি ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইলে তৎক্ষণাৎ শয়ন করিয়া, সহ্য হয় এরূপ গরম বস্ত্রদ্বারা শরীর আবৃত করিবে।

বাহ্ন ও বমন প্রত্যেকবার নূতন মালসা বা হাঁড়িতে করিয়া তাহা দূরে নিক্ষেপ করিবে। বাহ্ন করার জন্ত রোগীকে কোন মতেই ঘরের বাহিরে যাইতে দিবেনা, রোগীর উঠা বসা অথবা নড়াচড়া করা অসঙ্গত। ঘরে অধিক লোকের জনতা করিবে না। গ্রীষ্মকাল হইলে রোগীর গায়ে বাতাস না লাগে এভাবে ঘরের খিরকি একটু খোলা রাখিবে। রাত্রিতে উহা বন্ধ করিবে। রোগী নিদ্রার জন্ত সচেষ্ট থাকিবে। নিদ্রাকর্ষণ হইলে কেহ তাহাকে ডাকিবে না। ইহাতে ঔষধের নিয়মিত সময় অতিবাহিত হইলেও রোগী জাগরিত হওয়া পর্য্যন্ত স্থির ভাবে অপেক্ষা করিবে। নিদ্রাভঙ্গের পর ঔষধ দিবে।

৬। রোগীর ঘরে ধুখা না হয় এ ভাবে অগ্নিদ্বারা ঘর গরম রাখিবে। কখনও রোগীর মস্তকের নিকট অগ্নি রাখিবে না। অল্প অল্প ধুপ জ্বালান আবশ্যক। এবং সুপ্রাপ্যাথিক "ক্লরেটেড ডিসইনফেকটেন্ট" কিম্বা বাবেরিনা-লিপিয়াম পাউডার ঘরে ছড়াইয়া দিলে গৃহের বায়ু পরিষ্কার হইবে। ফেনাইল অপেক্ষা ইহা ভাল কারণ ইহার গন্ধ তত উগ্র নয় অথচ ইহাতে বায়ু পরিষ্কার করে এবং বায়ুর সহিত কীটাণু থাকিলে উহা সম্যক ধ্বংশ করে। চক্ষু লাল হইলে কপালে ঠাণ্ডা জলের পটি ৪।৫ ঘণ্টা পর্য্যন্ত দেওয়া যায়। প্রস্রাব খোলাসা, বাহ্ন বমন ও নাড়ী সতেজ এবং ক্ষুধা বোধ হইলে পাতলা বার্লি অথবা এরারুট লবণের সহিত অল্প অল্প খাইতে দিবে। রোগীকে খাওয়াইতে এবং ঔষধ ব্যবহার জন্ত গরম জল ঠাণ্ডা করিয়া ব্যবহার করিবে। ছোট ছোট বরফের টুকরা এবং বরফের জল খাইতে দেওয়া উপকারী।

৭। কোন গ্রামে ওলাউঠা দেখা দিলে ঐ রোগ হইতে মুক্ত

থাকার জন্য সুস্থ ব্যক্তি মাত্রের প্রতিদিন একফোঁটা পরিমাণ এই ঔষধ এক তোলা জলের সহিত সেবন করা কর্ত্তব্য। এবং গরম মসলা, মদ্য, গাঁজা, কাঁচা ফল কি বাসি ও পচা কিম্বা টকদ্রব্য, বাজারের লুচি, মিঠাই, ঔষধ সংযুক্ত দন্তমঞ্জন এবং রাত্রি জাগরণাদি পরিত্যাজ্য। এইরূপে বহুলোক এই রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। বায়ু পরিষ্কার জন্য সুপ্রাপ্য এলোপাথিক "জিবেটেড ডিস্ইনফেক্টেন্ট" অথবা বারবেডিনা পাউডার ছড়ান কর্ত্তব্য।

৮। কখন কখন এই ক্লোরেষ্টা-কিউনিকার সহিত নিম্নলিখিত ঔষধ এক ফোঁটা মাত্রাতে পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে ফল অধিকতর শীঘ্র দর্শে এবং অনেক মুমূর্ষু রোগী আরোগ্য হইয়া থাকে:—

ষ্ট্রনসিয়েটা—নির্ব্বাচিত ঔষধে উপকার না হইলে, কিম্বা উপযুক্ত ঔষধে ওলাউঠার অন্যান্য উপসর্গ নিবারিত হইয়াও যদি ভেদ কিম্বা বমন ক্রমাগত হইতে থাকে, অথবা যদি পেটে ক্রিমি থাকাতে ভেদ বমন নিবারিত হইতেছে না, কিম্বা ঔষধের ক্রিয়া হইতেছেনা বলিয়া বোধ হয় তবে তিন গ্রেইন মাত্রাতে ষ্ট্রনথিয়েটা এক কি দুইবার খাওয়াইয়া, পরে আবশ্যকীয় অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনেক স্থলে এই ঔষধে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে। সকল রোগীকেই প্রথমে এক মাত্রা ষ্ট্রনথিয়েটা দিয়া পরে ক্লোরেষ্টা-কিউনিকা কিম্বা অন্যান্য ঔষধ দিলে শীঘ্র উপকার দর্শে।

কডিফলিয়া—ভয়ানক বমন, ক্রমাগত অধিক পরিমাণে বমন, একটু নড়িলে অথবা কিঞ্চিৎ জলপান করিলেই বমন, পুনঃপুনঃ বমন, প্রবল বমন; বমনই প্রধান উপসর্গ;

বমনোদ্রেক ; বমনের জন্য নিষ্ফল চেষ্টা, বমনের ভয়ানক বেগ। অনেক প্রকারের ভয়ানক বমন এই ঔষধে অল্প সময়ে আরোগ্য হইয়াছে। বাস্তবিক সর্ব্বপ্রকার বমন রোগের ইহা অতি আশ্চর্য্য এবং পরীক্ষিত ঔষধ।

মাত্রা—এককোঁটা ঔষধ, অর্দ্ধ আউন্স জলের সহিত ১৫মিনিট কিম্বা ২০ কি ৩০ মিনিট অন্তর, ক্লোরেস্থা কিউনিকার সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

টক্সিকেনাম—অঙ্গগ্রহ, ভয়ানক খেঁচনি; শরীরের নানা-স্থানে হস্ত পদাদিতে অত্যন্ত যন্ত্রণা জনক খাল ধরা। মাত্রা একফোঁটা, ক্লোরেস্থা কিউনিকার সহিত পর্য্যয়ক্রমে কর্ডিফলিয়ার ন্যায় ব্যবহার্য্য।

মিলিনা—অত্যন্ত ঘর্ম্ম, শীতল, আঠাবৎ চটচটে ঘর্ম্ম ; অবিশ্রান্ত অবসাদ জনক ঘর্ম্ম জন্য মিলিনা উত্তম ঔষধ। কার্ব-ভেজ এবং ফসফরিক এসিড অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারী।

মাত্রা—এককোঁটা, ব্যবহার কর্ডিফলিয়ার ন্যায়।

লিকার-সিরেসিন—ম্যাগনেটিক স্পঞ্জসহ শরীরে ২।১ বার ঘর্ষণ করিলে ঘর্ম্ম নিবারিত হয়। ঘর্ম্ম অতিশয় অবসাদ জনক। প্রচুর ঘর্ম্ম হইয়া অল্প সময় মধ্যে রোগীকে নিস্তেজ করিয়া ফেলে। ঘর্ম্ম নিবারণ জন্য সাধারণতঃ শুঠিচূর্ণ এবং আবির মালিস করিতে দেয়, কিন্তু তাহাতে চর্ম্মের ছিদ্র সকল বন্ধ হওয়াতে অপকার হইয়া থাকে। অত্যন্ত ঘর্ম্ম জন্য লিকার সিরেসিন বাহ্যিক ব্যবহারে শীঘ্র উপকার দর্শে।

ব্যবহারের নিয়ম—আদপোয়া অথবা একপোয়া আন্দাজ

লিকার সিরেসিন একটি চিনা বাসনের অথবা কাচের পাত্রে ঈষৎ উষ্ণ করিয়া তাহাতে ম্যাগনেটিক স্পঞ্জ ভিজাইয়া তদ্বারা সর্ব্ব শরীরে আস্তে আস্তে ঘর্ষণ করিবে। তৎপর পরিষ্কার শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা শরীর মোছাইয়া দিবে। এইরূপ ৪।৫ বার দিবে। ঘর্ম্ম কমিলে আর দিবেনা।

লেটিফলিনা—সম্পূর্ণ পতনাবস্থা, নাড়ীহীন, সর্ব্বশরীর ঠাণ্ডা, হিমাঙ্গ, থার্মমিটার বগলে দিলে ৯৩,৯৪ কিম্বা ৯৫. ডিগ্রি উত্তাপ, প্রস্রাব বন্ধ, নাড়ীবিলুপ্ত, হৃৎকোষে রক্ত জমা হইয়া মৃত্যু আশঙ্কা Clots of blood in the heart, এবং শ্বাস কষ্ট ইত্যাদি জন্য এইটী ভাল ঔষধ।

মাত্রা ২ফোটা অর্দ্ধ আউন্স জলের সহিত, মিকানিয়াম কিম্বা ক্রোবেস্থা-কিউনিকার সহিত ১৫ মিনিট কিম্বা বিশ অথবা ত্রিশ মিনিট অন্তর পর্য্যায় ক্রমে ব্যবহার্য্য।

মিকানিয়াম—ঘোর পতনাবস্থাতে ২ফোটা মাত্রায়—লেটিফলিনার ন্যায় ব্যবহার্য্য।

রিলিজিওজা এবং সায়েক্কা—এই দুই ঔষধ ও পতনাবস্থায় ব্যবহার্য্য। ওলাউঠা রোগে নাড়ীহীনতা বা পতনাবস্থাই ভয়ানক। তদপেক্ষাও প্যারালিটিক কলেরা অধিক বিপদ জনক। প্যারালিটিক কলেরা আরোগ্য হয়না। এ অবস্থার জন্য হাইড্রসিয়েনিক এসিড, কোব্রা, আর্শেনিক ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহার হয়। কিন্তু চিকিৎসকগণ ঐ সকল ঔষধ মৃত সঞ্জীবনী বলিয়া উল্লেখ করিলেও কার্য্যতঃ সেইরূপ উপকার কিছুই পাওয়া যায়না। ঐ সকল ঔষধ অপেক্ষা, লেটিফলিনা, মিকানিয়া, রিক্সিনা, সায়েক্কা

ও রিলিজিওজা অধিক উপকারী। যদি প্যারালিটিক কলেরা অন্ত কোন ঔষধ সম্ভবে তবে এই কয়টাই।

মাত্রা—উক্ত ঔষধ কয়টীর মাত্রা দুই ফোটা অর্দ্ধ আউন্স জলের সহিত, একটীর পর একটী ক্লোরেস্থা-কিউনিকার সহিত ১০, ১৫, ২০, ৩০, কি ৪০ মিনিট অন্তর পর্য্যয়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

বেলটা—পেট ফাঁপা জন্য উপকারী। Tympanitis টিম্পেনাইটিজ বা পেটফাঁপা অতিশয় ভয়ানক উপসর্গ। ওলাউঠার পতনাবস্থায় এই উপসর্গ হওয়া অতিশয় আশঙ্কাজনক। অনুচিত চিকিৎসায় অর্থাৎ ক্লোরোডাইন ইত্যাদি এবং সঙ্কোচক ঔষধ দ্বারা দাস্ত বন্ধ করিয়া দিলে এই উপসর্গ হইয়া থাকে। যাহা হউক, সুপ্রাপ্যাথী মতে চিকিৎসিত হইলে টিম্পেনাইটিজ বা পেটফাঁপা হয়না। আমি এতকাল মধ্যে একজনেরও এই প্রনালী অনুসারে চিকিৎসিত হইলে টিম্পেনাইটিজ হইতে দেখি-নাই। অন্যান্য প্রনালীর চিকিৎসার দোষে অথবা অন্য কোন কারণে টিম্পেনাইটিজ হইলে তজ্জন্য বেলটা অতি চমৎকার পরী-ক্ষিত্ত ঔষধ।

মাত্রা—১ফোঁটা পর্য্যায়ক্রমে ক্লোরেস্থা-কিউনিকার সহিত বিশ মিনিট কিম্বা অর্দ্ধ ঘণ্টাঅন্তর ব্যবহার্য্য।

নাইট্রাম-ক্লোরিকাম—পেটফাঁপা জন্য এইটীও উত্তম ঔষধ। উপর এবং তলপেট সমানে স্ফীত, অন্ত্র মধ্যে বায়ু জমা হইয়া সমস্ত পেট টান এবং শক্ত। এত অধিক পরিমানে বায়ু জমে যে সমস্ত পেট জুড়িয়া ফাঁপা এবং পেটের কিঞ্চিৎমাত্র স্থান ও খালি না থাকা। বেলটাতে উপকার না হইলে, নাইট্রাম-ক্লোরিকাম ২ ফোটা মাত্রায় ১০।১৫ কি ২০ মিনিট অন্তর,

ক্লোরেস্থা-কিউনিকার সহিত পর্য্যায় ক্রমে ব্যবহার্য্য, অথবা কোরেস্থা-কিউনিকা পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে, কেবল নাইট্রাম-ক্লোরিকামই ১০।১৫ মিনিট অন্তর সেব্য।

মেরিটিনিয়াম—হিকার ভাল ঔষধ। হিক্কা অতিশয় কষ্টকর উপসর্গ। মেরিটিয়ামের মাত্রা এক ফোঁটা অর্দ্ধ ঘণ্টান্তর সেব্য। প্রয়োজন বোধ হইলে ইহা ক্লোরেস্থা-কিউনিকার সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিবে।

গেলিপিয়া—আক্ষেপিক হিক্কার জন্য এইটী অতি চমৎকার ঔষধ। মাত্রা একফোঁটা, অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর সেব্য। যেমন কঠিন হিক্কাই হউক মেরিটিয়াম বিফল হইলে ও গেলিপিয়াতে তাহা শীঘ্র নিবারিত হয়।

বিউটিল এমোনিয়ার ঘ্রাণ লইলে কখন কখন হিক্কা হঠাৎ বন্ধ হয়। ব্যবহারের নিয়ম—৪।৫ বিন্দু বিউটিল-এমনিয়া একখানা রুমালে লইয়া তাহার ঘ্রাণ লইতে হয়। ৪।৫ মিনিটেই উপকার হওয়ার সম্ভব। এই সময় মধ্যে উপকার না হইলে ইহা পরিত্যাগ করিবে। রোগীকে মুড়ি ভিজান জল অর্দ্ধ ঘণ্টান্তর ৪।৫ ঝিনুক করিয়া খাওয়াইলে কখনং হিক্কা বারণ হয়।

কেনাইনাম—প্রস্রাব উৎপন্ন এবং খোলাসা হওয়ার জন্য ঔষধ কেনাইনাম পর্য্যায়ক্রমে ক্লোরেস্থা-কিউনিকার সহিত একফোঁটা মাত্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কিম্বা একঘণ্টা অন্তর ব্যবহার্য্য। তলপেটে মুত্রস্থলীর উপর ঠাণ্ডা জলের পটি দিবে এবং পুনঃ পুনঃ জলদিয়া ভিজাইবে।

মেণ্টেকা—প্রস্রাব উৎপন্ন এবং খোলাসা হওয়ার জন্য মেণ্টেকা ভাল ঔষধ। কেনাইনামে প্রস্রাব না হইলে মেণ্টেকা

দিবে। রক্তের সহিত ইউরিক-এসিড মিশ্রিত হইতে না পারে তৎজন্য মেন্টেকা এবং সিগলিট অতি আশ্চর্য্য ও পরীক্ষিত ঔষধ, ইউরিমিয়া হইলে পরে ও মেন্টেকা ভাল ঔষধ। প্রলাপ এবং ইউরিমিয়ার লক্ষণ হইলে মেন্টেকা দুই ফোটা মাত্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টান্তর ব্যবহার্য্য।

সিগলিটা SIGLITA—প্রস্রাব উৎপন্নকরা, রক্তের সহিত ইউরিক এসিড মিশ্রিত হইতে না পারে তজ্জন্য এবং ইউ-রিমিয়া হইলে তাহা আরোগ্য করনার্থে ইহা বিশেষ উপকারী ঔষধ। মাত্রা ২ কি ৩ গ্রেইন, অথবা ২ কি ৩ ফোটা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

মেলিফ্লোরা—ইহা প্রলাপের ঔষধ। প্রলাপ ওলাউঠার শেষ অবস্থায় হয়। প্রস্রাব না হইলে অথবা প্রস্রাবের-সহিত ইউরিক এসিড নির্গত না হইলে উহা রক্তের সহিত মিশিয়া প্রলাপ উপস্থিত করে। মস্তিষ্কের বিকার বশতঃ ও ইহা হইতে পারে। "ইউরিমিয়া" জন্য হইলে রোগ অতিশয় গুরুতর হয়। ইহার ঔষধ মেলিফ্লোরা দুইফোঁটা মাত্রাতে ক্লোরেস্থা-কিউনিকার সহিত পর্য্যায়ক্রমে একঘণ্টান্তর ব্যবহার্য্য।

কোমা জন্য—ক্লোরেস্থা-কিউনিকা, মেলিফ্লোরা, মেন্টেকা সেব্য এবং ২।১ মাত্রা ষ্ট্রনথিরেটা ও টক্সিফেরা ব্যবহার্য্য।

হঠাৎ পতনাবস্থা জন্য—বিস্কিনা, লেটিফলিনা, সাবেকা এবং মিকানিয়াম দিবে।

টক্সিফেরা—কৃমিজন্য অনেক প্রকার উপসর্গ হয় তৎজন্য টক্সিফেরা উত্তম ঔষধ। মাত্রা ১ ফোটা ২।৩ ঘণ্টান্তর দুই কি তিন মাত্রা দিবে।

পেটে বড় কৃমির উপসর্গ জন্য ঔষধ আর্টিসেলা এবং ষ্ট্রন-

মিরেটা। মাত্রা ৩ গ্রেইন। এই দুইটীর একটী দিলেই ফল হয়।

ওলাউঠার পর জর হইলে, জরের সময় কেসপেরিয়া এক ফোটা মাত্রায় ২ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

জর বিরাম সময়ে কলিউটিনা ৫ ফোটা মাত্রায় ৩ ঘণ্টা কি ৪ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

আমাশয় জন্য—এনিবেলিয়া এবং কর্ণিকিউলা, ২ ফোঁটা মাত্রায় পর্য্যায়ক্রমে দেড় কি দুই ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

উদরাময় জন্য—ক্লোরেস্থা-কিউনিকা।

অজীর্ণ জন্য ইনিউলিয়া ১ফোটা মাত্রায় দিনে ৩ বার সেব্য।

দুর্ব্বলতা জন্য—অরেলিয়া ৩ ফোটা মাত্রায় দিনে ২।৩ বার করিয়া সেব্য।

পূর্ব্বোক্ত যে কোন উপসর্গ জন্য ব্যবস্থেয় ঔষধে কার্য্যহইলে পর তাহা বন্ধ করিয়া দীর্ঘ সময়ান্তর সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়া পর্য্যন্ত ক্লোরেস্থা-কিউনিকা দিবে।

কয়েকখানা পত্র।—

মহাশয়, গবর্ণমেণ্ট হাউস, কলিকাতা।

ক্লোরেস্থা-কিউনিকা ওলাউঠার আশ্চর্য্য ঔষধ। ১২।১৩ বৎসর যাবত ব্যবহার করিয়া এই ঔষধের আশ্চর্য্য ফল প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। যাহাদের বাঁচিবার আশা ছিলনা, এমত অনেক রোগী এই ঔষধ সেবনে আরোগ্য হইয়াছে।

বি, সি, জি।

ইঞ্জিনিয়ার ইন্‌চার্জ গবর্ণমেণ্ট হাউস, কলিকাতা।

মিউনিসিপ্যাল আফিস, রামপুর বোয়ালীয়া।

মহাশয়,

চেয়ার ম্যানের আদেশে আপনাকে জানাইতেছি যে, অত্র সহরে কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। উক্ত এপিডেমিকে পরীক্ষার জন্য ভিঃ পিঃ যোগে আপনি পাঁচ শিশি ক্লোরেস্থা-কিউনিকা ৫ শিশি কলিউটিনা এবং ৫ শিশি কেসপেরিয়া পাঠাইবেন।

আর, কে, সান্নাল।

হেডক্লার্ক, রামপুরবোয়ালিয়া মিউনিসিপ্যালিটী।

মিউনিসিপ্যাল আফিস, রামপুর বোয়ালিয়া।

মহাশয়,

ওলাউঠার এপিডেমিক সময়ে ক্লোরেস্থা-কিউনিকা আনাইয়া অনেক রোগীর প্রতি ব্যবহারে এই ঔষধের অত্যাশ্চার্য্য আরোগ্য কারী শক্তি অনুভব করিয়াছি। ইহার অসামান্য গুণ অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন। আর, কে, সান্নাল।

হেড ক্লার্ক, রামপুর বোয়ালিয়া মিউনিসিপ্যালিটী।

রামপুর বোয়ালিয়া।

মহাশয়,

সুপ্রাপ্যাথিক ক্লোরেস্থা-কিউনিকা বা কলেরা-কিউরা নামক ঔষধ এখানকার সমস্ত লোককে মুগ্ধ করিয়াছে। এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য ঔষধ আবিষ্কার জন্য আবিষ্কর্ত্তা বিশেষ প্রশংসনীয়। এই ঔষধে ওলাউঠার প্রায় সমস্ত রোগীই আরোগ্য হইয়াছে। প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করিলে ইহা অব্যর্থ। অনুরুদ্ধ হইয়া

লিখিতেছি নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুগ্রহ পূর্ব্বক দুই শিশি ঔষধ ভিঃ পিঃতে পাঠাইবেন। তথায় প্রতিদিন বহুসংখ্যক লোক মরিতেছে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক শীঘ্র পাঠাইবেন।

ঠিকানা—মৌলবী সায়েদ মহম্মদ আবুল হোসেন সাহেব।

বামনগ্রি পোঃ কাদাবা। জিলা বাঁকুড়া।

নিবেদক:-আবদুল মালিক।

মহাশয়,

শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন যে অনেক ওলাউঠার রোগী কয়েক ফোঁটা ঔষধ সেবনেই আরোগ্য হইয়াছে। তজ্জন্য এখানকার লোকদিগের বিশ্বাস যে আমি অদ্ভুত ইন্দ্রজাল বিদ্যা জানি।

আর, সি, চেটার্জি।

ট্রেলি মাষ্টার, গোয়ালপাড়া, আসাম।

এক্ষণে পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, অনেক রোগীর মধ্যে দুই চারিজন দৈবাৎ বা বিনা ঔষধেও আরোগ্য হইতে পারে, কিন্তু যে ঔষধে এক একস্থানে শত শত রোগী আরোগ্য লাভ করে সেই ঔষধ যে নিরাপদ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট তদ্বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহ থাকিতে পারেনা। পক্ষান্তরে অন্যান্য মতে অনেক রোগীর মধ্যে দুই চারিজন আরোগ্য হইলে তাহা দৈবাৎ কিম্বা স্বভাবের শক্তিতেই আরোগ্য বলা যাইতে পারে, কিন্তু চিকিৎসার গুণে নহে।

কোলেরা-কিউনিকা বা কলেরা-কিউরা একশিশির মূল্য ১৲ টাকা। ৩০ টাকা মূল্যের এক বাক্স হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারী এবং সুবিধা জনক।

সুপ্রাপ্যাথিক মতে ১২ শিশির ওলাউঠার বাক্সের মূল্য—
১ ড্রাম ৫৲, ২ ড্রাম ৭৲
ঐ ঐ ১৮ শিশির ১ ড্রাম ৭৲, ২ড্রাম১০৲

ক্লোরেস্থা-কিউনিকা বাক্সের সহিত থাকেনা, তাহার মূল্য ১৲ টাকা অতিরিক্ত দিতে হয়। কেহ বাক্স না নিয়া ২।১ শিশি ঔষধ ক্রয় করিলে মূল্য ১ড্রাম ।৵০, ২ ড্রাম ॥৵০, ৪ড্রাম ১৲, ১ আং ১॥০ দের টাকা।

ক্লোরেস্থা-কিউনিকা ঔষধটী ওলাউঠার মহোপকারী বিধায়, সকলে সহজে বুঝিতে পারেন এবং মনে রাখিতে পারেন এই উদ্দেশ্যে ইহা পূর্ব্বাবধি কলেরা-কিউরা নামে প্রচারিত। অপিচ ঔষধের নামের সহিত এই "কিউরা" শব্দ আমিই প্রথমে সংযোগ করি। আমার পূর্ব্বে কেহ এই ভাবে ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু আমার দেখাদেখি কতলোক কত ঔষধের সঙ্গেই যে ইহা যোগ দিয়াছেন তাহা বলা দুষ্কর। কেহ কেহ আবার কলেরা কিউরা নাম দিয়া ও ওলাউঠার ঔষধ বিক্রয় করিতেছে। গ্রাহকগণের জ্ঞাতার্থে লিখিতেছি যে সেই কলেরা-কিউরা আর আমাদের কলেরা-কিউরা এক ঔষধ নহে। অপিচ যাহারা এরূপ নির্লজ্জ যে পরের দ্রব্য হরণে তৎপর, এবং এমন হস্তিমূর্খ যে একটা ভাল নাম রাখিতে অক্ষম, তাহাদের ঔষধ যে কতদূর উপকারী তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

(১) ঢাকা বনগ্রামের শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন গাঙ্গুলীর জ্যেষ্ঠ পুত্র অল্প অল্প জ্বরে কয়েক দিন ভোগে এবং অবশেষে পেটফাঁপা হওয়ায় মারা পড়ে। চিকিৎসা হোমিওপ্যাথিমতে হইয়াছিল। কিন্তু অনেক বৎসর পূর্ব্বে ঐ বাড়িতে ৫ জনের ওলাউঠা হয়, এবং ৫ জনই আমার চিকিৎসাতে আরোগ্য লাভ করে।

(২) ঢাকার কে, সি, বেনার্জির ডিস্পেন্সারির উপর তাহার ছাত্রদের মেস্ ছিল। তন্মধ্যে জনৈক ছাত্র ওলাউঠা রোগে মারা পড়ে। চিকিৎসা হোমিওপ্যাথি মতে হইয়াছিল।

(৩) ঢাকা উতিবাজার কৃষ্ণ পোদ্দারের ছেলে ওলাউঠা রোগে মারা যায়। চিকিৎসা প্রথমাবধি হোমিওপ্যাথি মতে হইয়াছিল। প্রায় ৩ দিন চিকিৎসা হয় কিন্তু তাহার প্রস্রাবই হইলনা। ঐ অবস্থায় ইউরিমিয়া হইয়া মারা পড়ে।

এবারকার ওলাউঠায় ও ইতি মধ্যেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় কয়েক জনের মৃত্যু হইয়াছে। ওলাউঠার শেষ অবস্থায় রোগীকে প্রস্রাব করাইতে হোমিওপ্যাথির অকৃতকার্য্যতা এবং তদ্দরুন ইউরিমিয়া হওয়াতে রোগীর মৃত্যু হওয়ার উদাহরণ পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। ঐ অবস্থায় হোমিওপ্যাথির অকৃতকার্য্যতা এবং সুপ্রাপ্যাথির অত্যাশ্চর্য্য কৃতকার্য্যতার আরও দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

ঢাকা সুত্রাপুর নিবাসি শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র সাহার কন্যা শ্রীমতী রেণুকা নাম্নী ১৮ বৎসর বয়স্কা একটী স্ত্রীলোকের ১৯০২ সনের ২১শে মার্চ্চ তারিখে শেষ রাত্রে ওলাউঠা হয়। চিকিৎসা দুই দিবস পর্য্যন্ত হোমিওপ্যাথি মতে হইয়াছিল। রোগের

অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে থাকে, পুনঃ পুনঃ জলবৎ বাহ্য, ঘন ঘন অত্যন্ত বেগের সহিত বমন, বমনের চোটে রোগিণীর গলা চিড়িয়া যাওয়াতে কথা বলিতে পারেনা, ফিস্ ফিস্ শব্দ করিয়া কথাবলে, বিশেষতঃ প্রস্রাব কোন প্রকারেই না হওয়াতে Settled Uræmia গুরুতর রূপে "ইউরিমিয়া" হইয়াছিল। রোগিণীর অবস্থা দৃষ্টে তাহার আত্মীয়েরা অত্যন্ত ভীত হইল, কারণ তাহার স্বামীর বাড়ীতে অল্প কিছুদিন মধ্যে কয়েক জনের ওলাউঠাতে মৃত্যু হইয়াছিল। রোগিণী সেই বাড়ীতে যাতায়াত করায় তথা হইতে রোগাক্রান্ত হইয়া আসিয়াছিল। দুই দিন পর্য্যন্ত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় অবস্থা ক্রমে অত্যন্ত গুরুতর হওয়াতে, রোগিণীর আত্মীয়েরা তাহার জীবনে নিরাশ হইয়া, ঢাকা বাঙ্গলা বাজার নিবাসি জজকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দ চন্দ্র দাস বি, এল এর কর্ম্মচারি শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দ চন্দ্র পালের পরামর্শে আমার দ্বারা চিকিৎসা আরম্ভ করে। উক্ত গোবিন্দ বাবু, বাঙ্গলাবাজারের প্রসিদ্ধ ধনী হরিমোহন বাবুদের ইষ্টদেবতা মানিকগঞ্জের অধীন সানড়া গ্রাম নিবাসি শ্রীযুক্ত হরিমোহন গোস্বামী, এবং আরও ৩।৪ টী ওলাউঠার রোগীকে আমার চিকিৎসাতে ইতিপূর্ব্বে আরোগ্য হইতে দেখিয়াছিলেন। আমি যাইয়া উক্ত রেনুকানাম্নী রোগিণীকে যে অবস্থায় দেখিয়াছিলাম তাহা এইরূপ :—রোগিনীর চক্ষুদ্বয় অত্যন্ত লাল, মাঝে মাঝে প্রলাপ বলিতেছে, পুনঃ পুনঃ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন, অত্যন্ত ছটফট করা, কথা কহিতে পারেনা, অস্পষ্টরূপে ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহে, অতিশয় পিপাসা, এলোমেলো কথা, জল গিলিতে অত্যন্ত কষ্ট, শিশ দেওয়া, এবং জল মুখে দিলে তাহা কখনং

ফেলিয়া দেওয়া। পাতলা জলবৎ বাহ্য, এবং পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত কষ্টকর বমনের বেগ, পেটে সামান্য টিপিলে অত্যন্ত বেদনা। দশ মাস হয় একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে, সুতরাং সূতিকার অন্তর্গত। বিশেষতঃ পূর্ব্বে ইহার প্রমেহছিল।

২৪শে মার্চ্চ প্রাতে ৯ টার সময় যাইয়া, প্রথমে এক মাত্রা ষ্ট্রনথিয়েটা চূর্ণ ৩ গ্রেইণ আন্দাজ খাইতে দেই, এবং ১০ মিনিট পরে ১ ফোঁটা ক্রোবেস্থা দেওয়াতে ১৫ মিনিট মধ্যে বমনের প্রবল বেগ কমিয়া যায়। তৎপরে আর একমাত্রা ষ্ট্রনথিয়েটা দিয়া, ক্রোবেস্থা এবং মেক্টেকা ১ ফোঁটা মাত্রায় পর্য্যায়ক্রমে ১৫ মিনিট অন্তর সেবন করে।

বেলা ১টার সময় দেখি, বমনের বেগ এবং বাহ্যের পরিমাণ অনেক কম। কিন্তু মধ্যে মধ্যে দাঁত লাগে, অতিশয় দুর্ব্বল, অত্যন্ত ছটফট করিতেছে, এবং ইউরিমিয়ার গুরুতর লক্ষনগুলি সমস্তই বর্ত্তমান আছে। ঔষধ দুর্ব্বলতা জন্য রিস্কিনা ১ ফোঁটা ১ মাত্রা। এবং ক্রোবেস্থা ও সিগজিটা, প্রত্যেকটী ৬ মাত্রা, ২০ মিনিট অন্তর পর্য্যায়ক্রমে সেব্য।

২৪শে তারিখ সন্ধ্যা ৭ টার সময় যাইয়া দেখিলাম, বাহ্য ও বমন খুব কমিয়াছে। বমনের বেগ অনেক সময় অন্তর অল্প অল্প হয়। ঔষধ কর্ডিফলিয়া একমাত্রা। আর কেনাইনাম ৬ মাত্রা এবং ক্রোবেস্থা ৬ মাত্রা, পর্য্যায়ক্রমে অর্দ্ধ ঘণ্টান্তর সেব্য।

রাত্রি—১ টার সময় সংবাদ পাইলাম প্রস্রাব হয় নাই। ব্যবস্থা কেনাইনাম এবং মেক্টেকা, পর্য্যায়ক্রমে অর্দ্ধ ঘণ্টান্তর।

২৫ শে মার্চ্চ প্রাতে ৭টার সময় বাহ্য আর হয়নাই, পেট ভাল, পেটে কোন বেদনা বা স্ফীততা নাই। চক্ষু বেশ পরিষ্কার

হইয়াছে, অত্যন্ত দুর্ব্বল,তজ্জন্য রিস্কিনা ১মাত্রা। এবং কেনাইনাম ও সিগলিটা একঘণ্টা অন্তর সেব্য। রোগিনীকে জল ও বরফ প্রথমাবধিই খাইতে দিয়াছি; অদ্য বেলা ১২ টার সময় পাতলা বার্লি লবনের সহিত দেওয়া হয় কিন্তু তাহা বুকে ঠেকে। সময় সময় জলও গিলিতে পারেনা। ইহাতে রোগীর আত্মীয়েরা ভীত হইয়া আমার নিকট আইসে। ঐ দিন বিকালে ও প্রস্রাব না হওয়াতে বড়ই উদ্বেগের কারণ হয়। কেননা কেনাইনাম, মেটেকা এবং সিগলিটা প্রয়োগ করিয়া রোগীকে প্রস্রাব করাইতে কখনও বিফল হইনাই।

বৈকালে ৩টার সময় যাইয়া দেখিলাম রোগিনী অত্যন্ত দুর্ব্বল। নিস্পন্দ ভাবে পড়িয়া আছে, কতক সময় অন্তর সচেতন হইয়া ছটফট করিতে থাকে। এ অবস্থায় বার্লি ও বেদানার রস, জল ও বরফ অল্পং খাইতে দেই। প্রস্রাব হয় নাই কিন্তু মূত্রাসয়ে কিঞ্চিৎ মূত্র সঞ্চিত হইয়াছে অনুমিত হইল। রোগিনীর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বশতঃ ইন্দ্রিয় সকল একেবারে নিস্তেজ হওয়াতে মূত্র নির্গত হইতেছেনা। এই প্রকার অবস্থা জন্য রিস্কিনা বড়ই ভাল ঔষধ, অর্থাৎ মূত্রস্থলীতে মূত্র জমিয়াছে কিন্তু রোগীর দুর্ব্বলতা ও ইন্দ্রিয়গণের শিথিলতা প্রযুক্ত মূত্র নির্গত করিতে না পারিলে রিস্কিনা বড়ই প্রত্যক্ষ ঔষধ। অনেক বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা বাঙ্গালাবাজারের প্রতাপ বাবুর কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পাল ও তাহার স্ত্রী এবং তাঁহার আত্মীয় শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর পাল এবং রামনাথ ঘোষের বাড়ী অন্য এক জনের ওলাউঠা হইয়া এই প্রকার অবস্থাতে রিস্কিনাতে সুন্দর ফল পাইয়াছিলাম। মূত্র জমিয়া মূত্র স্থলী স্ফীত হইলে, তাহা কেথিটার দ্বারা নির্গত করা বিপদ

জনক, কারণ তাহাতে যে অত্যন্ত অবসাদ উৎপন্ন করে তদ্দরুণ রোগীর প্রাণ বিনষ্ট হয়। যাহাহউক এই সমস্ত স্মরণ করিয়া শ্রীমতী রেণুকাকে ১মাত্রা মেণ্টেকা এবং একমাত্রা কেনাইনাম দিয়া, পরে রিস্কিনা ৬মাত্রা দেই, বলিয়া দেইযেন একঘণ্টা অন্তর একদাগ খায়। রাত্রি ৮টার সময় রিস্কিনা খাইতে আরম্ভ করে, রাত্রি ৩টার সময় প্রায় আদসের আন্দাজ প্রস্রাব হয়। সমস্ত রাত্রেই সুনিদ্রা হইয়াছে।

২৬শে মার্চ্চ প্রাতে যাইয়া দেখি রোগিনী সর্ব্ব প্রকারে ভাল আছে। ইউরিমিয়ার কোন লক্ষণ আর নাই। বাহ্য আর হয় নাই, পেটে ভার নাই, বমন নাই। পথ্য—বার্লি লবনের সহিত এবং বরফ ও জল। রোগিনী অত্যন্ত দুর্ব্বল তজ্জন্য অরেলিয়া ১ কোঁটা মাত্রায় দুইঘণ্টান্তর এক একমাত্রা।

সুপ্রাপ্যাথি মতে প্রস্রাবের ঔষধ কেনাইনাম, মেণ্টেকা, সিগলিটা এবং ক্লোরেস্থা। প্রস্রাব মুত্রস্থলীতে জমিয়াছে, কিন্তু দুর্ব্বলতা বশতঃ বাহির হইতেছে না তজ্জন্য ঔষধ রিস্কিনা, ১ফোঁটা মাত্রায় একঘণ্টা অন্তর সেব্য। প্রস্রাব মুত্রস্থলীতে জমিয়াছে কিন্তু পূর্ব্বের প্রমেহ বশতঃ ষ্ট্রিকচার হইয়া বা অন্য কারণে বাহির হইতেছে না তজ্জন্য ঔষধ ভারনিক। মাত্রা ২ ফোঁটা, অর্দ্ধ কি এক ঘটান্তর সেব্য।

যাহারা অহিফেন সেবী অথবা যাহাদের প্রমেহ আছে তাহাদের জন্য মেণ্টেকা সর্ব্বদা দরকারী।

এই প্রণালী মতে চিকিৎসিত হইলে ওলাউঠার তীব্র আক্রমনে অর্থাৎ যে রূপ আক্রমনে ৬।৮।১০ কিম্বা ১২ঘণ্টায় মৃত্যুঘটে, সেরূপ মৃত্যুর আশঙ্কা কম। অপিচ ইউরিমিয়াতে মৃত্যুর আশঙ্কা ও এইমতে একপ্রকার নাই বলিলেই হয়।

আমাশয়, রক্তামাশয়।

আমাশয় রোগে সুপ্রাপ্যাথি অতুলনীয়। নূতন আমাশয় একদিনেই আরোগ্য হয়। এনিথেলিয়া এবং কর্নিকউলা নামক ঔষধ ২ ফোটা মাত্রায় পর্যায়ক্রমে, রোগের অবস্থানুসারে ১ ঘটা, দেড় ঘটা কিম্বা দুই কি তিন ঘণ্টান্তর সেবন করিলে নূতন আমাশয় একদিনেই আরাম হয়। আর পুরাতন আমাশয় রোগ, উক্ত দুই ঔষধ কয়েক দিন ব্যবহার করিলে নির্দোশরূপে আরোগ্য হইয়া থাকে।

এণ্ট্রেন্স এবং এফ. এ, পরীক্ষার্থী অনেক ছাত্র, পরীক্ষার একদিন কি দুইদিন পূর্ব্বে আমাশয়ে আক্রান্ত হওয়ায় উক্ত দুই ঔষধ সেবনে একদিন মধ্যেই আরোগ্য হইয়া অনায়াসে তাহাদের পরীক্ষা দিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ময়মনসিংহ জজকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু বানেশ্বর পত্রনবিসের পুত্র, এখানকার ঢাকা কলেজের সেকেণ্ডইয়ার ক্লাসের ছাত্র শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর পত্রনবিশ গত নবেম্বর মাসে রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হয়। দিবারাত্রে ৩০।৪০ বার রক্ত মিশ্রিত বাহ্য হইত, পেটেবেদনা, পেটে টিপিলে Gurgling sound, অত্যন্ত বাহের বেগ বা কোঁথ Tenesmus ইত্যাদি ছিল। রোগের আরম্ভে গুরুতর আহার করাতে অনিয়ম যথেষ্ট হইয়াছিল। প্রথমে অত্যন্ত জ্বর হইয়া আমাশয়ে পরিনত হয়। আমি আহুত হইয়া দেখিলাম ১০৬ ডিগ্রি জ্বর, পুনঃ পুনঃ আমাশয় যুক্ত বাহ্য, জীহ্বা অত্যন্ত ময়লাবৃত। এই অবস্থায় কেসপেরিয়া ১ ফোঁটা মাত্রায় এবং এনিথেলিয়া ২ ফোঁটা মাত্রায়

পর্য্যায়ক্রমে, ১ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দেই। তৎপর দিনই জ্বর কমিয়া যায়, পুনঃ পুনঃ রক্ত মিশ্রিত বাহ্য হইতে থাকে। এনিস্থেলিয়া এবং কর্ম্মিকিউলা ২ ফোটা মাত্রায় পর্য্যায়ক্রমে দেড়ঘণ্টা অন্তর সেবন করানে রোগী দুই দিনেই আরোগ্য লাভ করে। রোগীর পিতা ব্যস্তহইয়া তাঁহাকে বাড়ী নেওয়ার জন্য লোক প্রেরন করেন। রোগী এফ, এ, পরীক্ষার্থী, বাড়ীগেলে পড়ার ক্ষতি হইবে। সুপ্রাপ্যাথিক ঔষধ শত২ আমাশয় রোগীর প্রতি ব্যবহার করিয়া ঔষধের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে আমার বিলক্ষণ দৃঢ়তাছিল। সুতরাং আমি রোগীকে বাড়ী যাইতে বারন করি এবং ২।৩ দিন মধ্যেই সে নিরাপদ হইয়া আরোগ্য লাভ করে।

একখানা পত্র ঃ—

আমার জনৈক বন্ধু আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রতিদিন ২৫।৩০ বার বাহ্য করিত। বাহ্যের সহিত রক্ত এবং শ্লেষ্মা প্রতিবারেই নির্গত হইত। পেটে বেদনা এবং বাহ্যের অত্যন্ত বেগ বা কোঁথ থাকায় রোগীর কষ্টের একশেষ হইত। এ অবস্থায় সুপ্রাপ্যাথিক মতে এনিথেলিয়া এবং কর্ম্মিকিউলা পর্য্যায় ক্রমে দুই ফোঁটা মাত্রায় সেবন করানে, উক্ত ঔষধ দ্বয় মন্ত্রের ন্যায় কার্য্যকারী হইয়া দুই দিনেই, আমার বন্ধুকে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করে।

সি, মল্লিকার্জ্জুন রাও
ব্লেক টাউন,—মান্দ্রাজ।

পথ্য ঃ—নূতন আমাশয়ে বার্লি অথবা এরারুট বিবেচনা মতে। পুরাতন আমাশয়ে, পুরাতন সরু চাউলের ভাত, মাগুর

কিম্বা সাঁচা মৎস্যের ঝোল। ঝাল তরকারী ইত্যাদি। নূতন আমাশয়ে দুগ্ধ নিষেধ। এনিথেলিয়া এবং কর্ণিকিউলার মূল্য প্রত্যেকটী ১ ড্রাম ৷৷০, ২ ড্রাম ৸০ আনা।

Piles অর্শরোগে সুপ্রাপ্যাথিক ঔষধ অব্যর্থ। হিপে-টিন এবং হেলিনিকাম দুই কেঁাটা মাত্রায় পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেকটী প্রতিদিন দুইবার করিযা সেবন করিলে অর্শরোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

Colic পিত্তশূল বেদনার মহৌষধ একমাত্র সুপ্রাপ্যাথি মতেই আছে। এট্রিপ্ল ২ ফোঁটা মাত্রায় ১০।১৫ মিনিট অন্তর এবং ত্রিফলিয়েটা ৩ ফোঁটা মাত্রায় ১ মাত্রা খাইতে দিলে পিত্ত-শূল বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। এই দুই ঔষধ প্রত্যেকটী প্রতিদিন দুইবার করিয়া মাসাধিক সেবন করিলে এই রোগ নির্দ্দোষরূপে সারিয়া যায়।

দন্তশূল বেদনায় ভার্বেকাম এবং ক্রুটিয়া ২ফোঁটা মাত্রায় পর্য্যায়ক্রমে ১০।১৫ মিনিট অন্তর সেবন করা মাত্র দাতের অসহ্য বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়।

কামলা Jaundice রোগে কেহ কেহকে মাসেক দুইমাস ভুগিতে দেখা যায়। কিন্তু সুপ্রাপ্যাথিক মতে হিপেটিন নামক ঔষধ ২ ফোঁটা মাত্রায় প্রতিদিন দুইবার করিয়া খাইলে সপ্তাহ মধ্যে এই রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

আজকাল লিভারের পীড়ায় Affections of the Liver অনেক বাঙ্গালী আক্রান্ত। প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে আমার

লিভারটাই ভালনা, কোন ঔষধে ও ফল পাইনা” ইত্যাদি। যাহারা লিভারের ব্যারামে কষ্ট পাইতেছেন, তাহারা হিপেটিন নামক ঔষধ দুই ফোঁটা মাত্রায় প্রতিদিন দুইবার করিয়া খাইলে অল্প কয়েক দিনে আরোগ্য হইতে পারেন।

Acidity, Dyspepsia, Loss of Appetite অম্লোদ্গার অজীর্ণতা, প্রাচীন উদরাময় এবং ক্ষুধা হীনতা ইত্যাদি রোগে অনেকেই ভুগিতেছেন। নানাপ্রকার ঔষধ সেবনে ও ত্রুটী করেন না কিন্তু ব্যারাম যেই সেই একভাবেই বর্ত্তমান থাকে। লঘুপথ্য ভিন্ন গুরুপাক কোন দ্রব্য জীর্ণ হয়না। কোনখানে মাংস পোলাও ইত্যাদি সুখাদ্যাদি আহারার্থ প্রস্তুত হইলে এইসকল রোগীর দন্তহীন শার্দ্দুলের ন্যায় ক্ষোভে পেটে হাত বুলাইয়া মনের দুঃখ মিটাইতে হয়। কিন্তু কেন এত ক্ষোভ, কেন এত মনস্তাপ? হিপেটিন দুইফোটা মাত্রায় প্রাতে; আর ইনিউলিয়া এবং ক্রিপা-বসিকন ২ ফোটা মাত্রায় পর্য্যায়ক্রমে প্রতিদিন দুইবার করিয়া সেবন করিলে অনায়াসে এই রোগের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এই সকল ঔষধে ক্ষুধা এবং পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কোন গুরুতর আহবের পূর্ব্বে বা পরে দুইফোটা ইনি-উলিয়া সেবন করিলে ভুক্ত দ্রব্য অনায়াসে অত্যল্প সময়ে উত্তম-রূপে জীর্ণ হইয়া থাকে।

একখানা পত্র :—

ইনিউলিয়া সেবন মাত্র তৎক্ষণাৎ আমার অম্লোদ্গার এবং বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

শ্রীতারকনাথ ঘোষ।
রাজবাটী, চম্পানগর, ভাগলপুর।

দ্বিতীয় পত্র—Suprapathic Hepatine has given ample relief to my brother-in-law who was suffering from Liver Complaint for two years.

P. C. Banerjee B. A.

Head Master, Nawab's School, Dacca,

কোষ্ঠবদ্ধ রোগে—ডাক্তার কবিরাজেরা কেষ্টার অয়েল দিয়া থাকেন। অথবা নানাবিধ রেচক ঔষধ প্রয়োগ করেন, তাহা বিফল হইলে পীচকারী দেওযা হয়। কেষ্টার অয়েল খাওয়া যেমন কষ্টকর, তেমন ইহা বিপদ জনকও বটে। অনেকে কেষ্টার অয়েল খাইয়া ওলাউঠার ন্যায় ভেদ বমনাদিতে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বাহ্যের জন্য পিচকারী দেওয়া ও কম বিরক্তি জনক নহে। এতহাঙ্গামা এবং ডাকিয়া বিপদ ও ক্লেশ আনার প্রয়োজন কি? রাত্রিতে শয়ন কালিন ২ কি ৩ গ্রেইন কেটেলাইফ। ৩।৪ তোলা গরম জলের সহিত খাইলে পরদিন প্রাতঃকালে স্বাভাবিক রূপে বাহ্য হইয়া থাকে।

Worms কৃমিরোগে এদেশের অনেকেই নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করেন। সর্ব্বদা কিম্বা সময়ে সময়ে বমি কিম্বা বমন, নাক চুলকান, নিদ্রাবস্থায় দন্ত কিড়িমিড়ি, গুহ্যদ্বার চুলকান ইত্যাদি এই রোগের প্রধান লক্ষণ।

যাহাদের পেটে বড় কৃমি আছে তাহারা পার্সিকা নামক ঔষধ ৫ গ্রেইণ খাইয়া রাত্রিতে শয়ন করিবেন, এবং তৎপর প্রাতঃকালে দেখিবেন যে বাহ্যের সহিত কৃমির দল বাহির হইয়া যাইতেছে। আর যাহাদের পেটে ছোট কৃমি আছে তাহারা টক্লিফেরা তুই ফোটা এবং ভাটিসেলা ৩ গ্রেইণ মাত্রায় কয়েক দিন সেবন করিলে অচিরে আরাম হইতে পারেন।

মুখের ঘাও একটী রোগ কম যন্ত্রণা জনক নহে। জীহ্বার ও মুখে সর্ব্বদা বেদনা ও জ্বালা বোধহয় এবং আহার কালীন রোগী ক্লেশের একশেষ ভোগ করে। অন্যান্য প্রণালীর ঔষধ অপেক্ষা সুপ্রাপ্যাথিক ঔষধ অধিক কৃতকার্য্য। আর্টিমেরিয়া ও সালসা সেবন, এবং রবিনিয়া কেওাইডা ও রেডকষ্টিক স্থানিক প্রয়োগে, মুখের যেমন ঘাওই হউক না, শীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে। ঢাকার নবাবের ওয়ার্ক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রবার্ট কেল্‌সল্‌ সাহেবের স্ত্রী ৭।৮ মাস পর্য্যন্ত মুখের ঘায়ে কষ্ট পান উপযুক্তরূপ আহার করিতে না পারায় শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছিল। এলোপ্যাথি চিকিৎসার কোন ক্রটী হয়না কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শেনা। অবশেষে সুপ্রাপ্যাথিক ঔষধ আর্টিমেরিয়া দুই ফোঁটা মাত্রায় এবং সালসা দশ ফোটা মাত্রায় প্রতিদিন তিনবার করিয়া সেবন, এবং রবিনিয়া কেওাইডা ও রেডকষ্টিক প্রতিদিন দুইবার করিয়া প্রয়োগে ৬।৭ দিনে আরোগ্য হইয়াছিলেন।

জ্বররোগ।

জ্বর চিকিৎসায় সুপ্রাপ্যাথির সহিত অন্য কোন চিকিৎসার অথবা অন্য কোন ঔষধের তুলনাই হইতে পারে না। বাস্তবিক নূতন ও পুরাতন জ্বর, রেমিটেণ্ট, ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার, প্লীহা ও যকৃতসংযুক্ত জ্বর, এবং মেলেরিয়া ঘটিত সর্ব্বপ্রকার জ্বর ও তজ্জনিত নানাপ্রকার উপসর্গ এবং কুইনাইনের আটকান জ্বর সুপ্রাপ্যাথিক ঔষধে অল্প সময়ে নির্দ্দোষভাবে অতি চমৎকার রূপে আরোগ্য হইয়া থাকে।

ভোগেন। ধনী লোকদিগের মধ্যে তাঁহার অত্যন্ত প্রতিপত্তি থাকায় কলিকাতার প্রধান২ সমস্ত * সেন কবিরাজেরা অনেক চিকিৎসা করেন কিন্তু তাহার জ্বরের কিছুই করিতে পারেন না। অবশেষে তিনি এই ঔষধে আরোগ্য হইয়াছিলেন।

৪। মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় পুরুলিয়া মানভূম হইতে লিখিয়াছেন যে "মেলেরিয়া ঘটিত জ্বর প্লীহা এবং যকৃত বিকৃত রোগে এই ঔষধ সেবনে বহুলোক আশ্চর্য্য রূপে আরোগ্য হইয়াছে"।

৫। বীরভূমের ডিপুটী ইনস্পেক্টার অব স্কুল শ্রীযুক্ত বাবু উমাপ্রসাদ দে লিখিয়াছেন ঃ—মেলিরিয়া সম্ভূত দশটী জ্বর প্লীহা এবং লিভারের রোগী তাঁহার চিকিৎসাতে ছিল। সুপ্রাপ্যাধিক ঔষধ সেবনে তাহারা সকলেই আরোগ্য হইয়াছে।

৬। আর আসামের কালাজ্বরে। যে সাংঘাতিক জ্বরে আসাম দেশ জনশূন্য হইতেছে, তথায় এই ঔষধ কেমন প্রাণপ্রদ এবং অত্যাশ্চর্য্য মহৌষধ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপে পরিগণিত হইয়াছে তাহা আসাম গোয়ালপাড়ার টেলিগ্রাফ মাষ্টার আর, সি, চেটার্জি এসকোয়ারে পত্রে কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইয়াছে ; তিনি লিখিয়াছেন ঃ—এদেশের জ্বর প্লীহাগ্রস্থ অসংখ্য লোককে আপনার ঔষধদ্বারা আমি এতশীঘ্র এবং এমন চমৎকাররূপে আরোগ্য করিতেছি যে, এদেশের সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন ঃ— "আমি অদ্ভুত সিদ্ধ মন্ত্রজানি এবং সেই সিদ্ধমন্ত্রের প্রভাবেই এমন আশ্চর্য্য ফল দর্শাইতেছি"।

৭। আমি মেরিনা বটিকা অনেক দিন হইতে জ্বর প্লীহাগ্রস্থ অসংখ্য রোগীতে ব্যবহার করিয়া এইটী যে আসাম দেশীয় জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ তাহার প্রত্যক্ষ বুঝিয়াছি।

ডবলিউ, এম, উলি, শিলং।

মেরিনা বটিকা ব্যবহারের নিয়ম।

মাত্রা—বয়স্কের প্রতি একটি বটিকা। বালকের প্রতি অর্দ্ধেক এবং শিশুর প্রতি এক বড়ির চতুর্থাংশ। ১৪ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স হইলে একবড়ি। ১৪ বৎসরের কম, আড়াই বৎসরের বেশী হইলে অর্দ্ধেক; এবং আড়াই বৎসরের কম হইলে এক বড়ির চতুর্থাংশ।

মেরিনার বড়ি জ্বরের বিরাম সময়ে ব্যবহার্য্য। বিরাম সময়ের পরিমানানুসারে এক, দুই, তিন কিম্বা চারি ঘণ্টা অন্তর এক একটী বড়ি সেবন বিধি। অর্থাৎ জ্বরের বিরাম যদি অল্পকাল হয় তবে একঘণ্টা অন্তর, আর জ্বরের বিরাম যদি খুব দীর্ঘ সময় হয় তবে ৪ কিম্বা ৬ ঘণ্টা অন্তর এক একটী বড়ি সেবন বিধি। ঐ রূপে প্রতিদিন তিনবার মাত্র বড়ি খাইবে। মুখে জল লইয়া গিলিয়া খাওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা জনক।

পথ্য—তরুণ জ্বর এবং রেমিটেণ্ট ফিবারে বার্লি কিম্বা এরারুট অথবা খইয়ের মণ্ড লবনের সহিত খাইবে। তরুণ জ্বর বিরাম হওয়ার একদিন কি দুই দিন পরে, এবং পুরাতন জ্বরের বিরাম কালে, পুরাতন সরু চাউলের ভাত, মাগুর কিম্বা তৈলাক্ত না হয় এরূপ মৎস্যের ঝোল, পটল, ঝিঙ্গা এবং মানকচু ইত্যাদি তরকারি সেব্য। রোগী সহজে জীর্ণ করিতে পারিলে অল্প পাতলা দুগ্ধ ভাতের সহিত খাইতে পারে। পুরাতন জ্বরে, যখন জ্বরের তাপ বেশী থাকে সেই সময় বার্লি কিম্বা এরারুট অথবা খইয়ের মণ্ড লবনের সহিত খাইবে। খইয়ের মণ্ডের সহিত চিনি মিশাইয়াও খাওয়া যায়।

স্নান—ঠাণ্ডা কিম্বা গরম জলে যেরূপ রোগীর অভ্যাস থাকে এবং সহ্য হয়। কোনরূপ সর্দি, ঠাণ্ডা, ভিজা বাতাস লাগান, ভিজাস্থানে বাস ও অনাবৃত থাকা নিষিদ্ধ।

সামান্য জ্বর ও তরুণ জ্বর।

যে কোন কারণে তরুণ জ্বর হইলে তজ্জন্য ঔষধ কেসপেরিয়া এক ফোঁটা মাত্রায়, দুই তোলা আন্দাজ জলের সহিত দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে ২৪ ঘণ্টা মধ্যে জ্বর বিরাম হয়। জ্বর বিরাম হইলে পরে জ্বরের পুনরাক্রমণ নিবারণার্থ কন্সিউটিনা ৫ ফোঁটা মাত্রায় ৩।৪ বার সেব্য। স্নান এবং পথ্যাদির ব্যবস্থা ৩৮, পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রেমিটেন্ট ফিবার, একজ্বর।

এই জ্বর ৮দিন, ১৪দিন অথবা ২১ দিন ভোগ হইয়া থাকে। এই জ্বরের কারণ মেলেরিয়া এবং এই জ্বরের সহিত কাসি, ব্রংকাইটিজ, কখন বা নিউমনিয়া সংযুক্ত থাকে। দিবসের কোন একসময়ে এবং রাত্রে এই জ্বর বৃদ্ধি হয়। অধিকাংশস্থলে দিবা দ্বিপ্রহর এবং রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় এই জ্বরের উত্তাপ বৃদ্ধি হয়।

চিকিৎসা :—

কেসপেরিয়া—১ ফোঁটা মাত্রায় দেড়ঘণ্টা কিম্বা দুই ঘণ্টা অথবা তিন ঘণ্টা অন্তর সেব্য। জ্বরের সহিত কাসি থাকিলে, কিম্বা ব্রংকাইটিজ অথবা নিউমনিয়া থাকিলে কিউরেরিয়াম ৩ ফোঁটা মাত্রায় কেসপেরিয়ার সহিত পর্য্যায়ক্রমে সেব্য।

নিউমনিয়া রোগে অত্যন্ত কাসি থাকিলে, অথবা Red Hepatisation and Grey Hepatisation রেড্ হিপেটাইজেসন্ এবং গ্রে হিপেটাইজেসন্ জন্য নাইগ্রিয়াম নামক ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। মাত্রা ৩ ফোঁটা, কেসপেরিয়ার সহিত পর্য্যায়ক্রমে এক কি দুই ঘণ্টান্তর ব্যবহার্য্য।

জ্বর রোগে জ্বরের তাপ কমাইতে কেস্‌পেরিয়া অতি চমৎকার ঔষধ। যেমন জ্বরই হউক জ্বরের তাপ কমাইতে ইহা সর্ব্বদাই কৃতকার্য্য। এলোপ্যাথিমতে যত প্রকার ফিবার মিকশ্চার আছে তদপেক্ষা ইহা সর্ব্বদাই অধিক ফলপ্রদ।

জ্বর বিরাম হইলে পর পুনরাক্রমণ নিবারণার্থ কলিউটিনা ৫ ফোটা মাত্রায় প্রতিদিন তিনবার অথবা মেরিনা বটিকা প্রতিদিন তিনটি করিয়া ২।৩ দিন সেব্য। পথ্যাদি ৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার, পালাজ্বর, প্লীহাজ্বর ইত্যাদি।

রেমিটেণ্ট ফিবার ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবারে পরিনত হয়। সচরাচর প্রথমে শীত অথবা কম্প, পরে উত্তাপ এবং অবশেষে অল্প বা অধিক পরিমাণে ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর বিরাম হয়। ২৪ ঘণ্টা মধ্যে একবার জ্বর হইয়া বিরাম হইলে তাহাকে কোটিডিয়ান বা একাহিক, ৪৮ ঘণ্টা মধ্যে একবার জ্বর হইলে দ্ব্যাহিক বা টার্সিয়ান এবং ৭২ ঘণ্টা মধ্যে একবার হইলে তাহাকে কোয়ার্টান বা ত্র্যাহিক জ্বর বলে। আর ২৪ ঘণ্টা মধ্যে দুইবার জ্বরাক্রমণ হইলে তাহাকে ডবল্ কোটিডিয়ান বা দ্বৈকালিন, ৪৮ঘণ্টা মধ্যে দুইবার জ্বরাক্রমণ হইলে ডবল টার্সিয়ান বা দ্বি দ্ব্যাহিক, এবং ৭২ ঘণ্টা মধ্যে দুইবার হইলে তাহাকে দ্বি ত্র্যাহিক বলে। অতিরিক্ত কুইনাইনের ব্যবহার এই জ্বরে অপকারী। কুইনাইনের অপব্যবহারে অনেক সময় জ্বর আটকাইয়া মজ্জাগত হয়। কুইনাইনের অপব্যবহারে অথবা অন্য কারণে এই জ্বর বেশীদিন ভোগ করিলে প্লীহা এবং যকৃত বর্দ্ধিত, কখনও বা এতৎসহ আমাশয়, উদরাময় এবং অবশেষে শোথ এবং কেংক্রুমরিস্ বা প্লীহা ছোটা ইত্যাদী হইয়া থাকে।

চিকিৎসা :—

কলিউটিনা—পূর্ব্বোক্ত প্রকারের সমুদয় নূতন, পুরাতন ও প্লীহা জ্বরে এই ঔষধ অতিশয় উপকারী। বিশেষতঃ যকৃত, কামলা এবং মেলেরিয়া ঘটিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরের ইহা অতিশয় চমৎকার ঔষধ। প্লীহা রোগে "সিওনথাস" ইহার তুল্য নহে। কুইনাইনের দোষ নিবারণ করিতে ইহা অতি উত্তম ঔষধ।

ব্যবহারের নিয়ম এবং মাত্রা—কলিউটিনা জ্বরের বিরাম সময়ে অথবা যে সময়ে উত্তাপ কম থাকে সেই সময় ব্যবহার্য্য। মাত্রা—পূর্ণ বয়স্কের প্রতি ৫ফোটা ঔষধ. ২তোলা আন্দাজ পরিস্কার জলের সহিত বিরামাবস্থার পরিমানানুসারে দুই তিন কিম্বা চারি ঘন্টা অন্তর সেবা। অথবা মেরিনা বটিকার সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য। মেরিনা বটিকার সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে, জ্বরের বিরাম সময়ে এক কি দুইঘণ্টা অন্তর দিবে।

বালকের প্রতি ৩ফোঁটা এবং শিশুর প্রতি এক ফোঁটা মাত্রা।

মেরিনা বটিকা, অথবা চূর্ণ :—প্লীহা এবং পুরাতন জ্বর, পালাজ্বর, যকৃত এবং মেলেরিয়া ঘটিত সকল প্রকার জ্বরের ইহা অতি উৎকৃষ্ট বহু পরীক্ষিত ঔষধ। ব্যবহারের নিয়ম ৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লরেম্থাস—এই ঔষধটী অতি চমৎকার জ্বরঘ্ন। প্লীহাজ্বর এবং পর্য্যায় জ্বর নিবারনে ইহা বিলক্ষণ কৃতকার্য্য। ইহার সমকক্ষ ঔষধ দেখা যায়না। পর্য্যায় জ্বরের বেগ অত্যন্ত প্রবল হইলে নিরুপায় হইয়া চিকিৎসকেরা কুইনাইন দেন। কিন্তু কুইনাইন অপেক্ষা এই ঔষধ অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ। অনেক স্থলে পর্য্যায় জ্বরে কুইনাইনে কিছু মাত্র ফল দর্শে না অথবা ইহার আধিক্যতা

বশতঃ জ্বর আটকাইয়া যায়। কিন্তু লবেস্থাসে পূর্ব্বোক্ত কোন অসুবিধা নাই, অতি অল্পমাত্রায় (২হইতে ৩ গ্রেইন পরিমাণে) শীঘ্র কার্য্য করে, কুইনাইনের ন্যায় কানে কোন শব্দ শুনা যায় না এবং পরবর্ত্তী কোন উপসর্গ উপস্থিত অথবা জ্বর আটকাইয়া যায়না। মধ্যবিধ জ্বর বা সামান্য জ্বর এই ঔষধ একদিন সেবনেই আরোগ্য হয়। কবিরাজদিগের নানাপ্রকার ঔষধ এবং অনেক পরিমাণ কুইনাইন বহুদিন সেবনেও কোন ফল হয় নাই এই প্রকার অতি প্রবল ও দোকালিন জ্বর এই ঔষধে ৮।১০ দিনে আরোগ্য হইয়াছে। অতএব বর্দ্ধিত প্লীহা জন্য, জ্বর ত্যাগ হইলে ও এই ঔষধ কয়েকদিন খাওয়াইতে হয়, ইহাতেই প্লীহার খর্ব্বতা করে। ইহার আর একটী তাৎপর্য্য এই যে, ইহাতে স্বাভাবিকরূপ কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখে। জ্বরের সহিত কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এই ঔষধটী ভাল খাটে। উদরাময় থাকিলে ইহা দিবে না। তজ্জন্য কলিউটিনা ভাল এবং প্রয়োজন বোধ হইলে কলিউটিনা এবং মেবিনা পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিবে।

লবেস্থাসে বেশী বাহ্য হইলে এই ঔষধ বন্ধ করিয়া কলিউটিনা খাওয়াইবে। মাত্রা—লবেস্থাসের মাত্রা দুই হইতে তিন গ্রেইন। বালকের প্রতি ১ হইতে ২ গ্রেইন এবং শিশুর প্রতি এক অথবা অর্দ্ধ গ্রেইন।

জ্বিরণ—পর্য্যায় জ্বর জন্য একটি উত্তম ঔষধ। পালাজ্বর, একদিন অন্তর একদিন জ্বর, শীতজ্বর ইত্যাদি জন্য এইটী ফলপ্রদ ঔষধ। বিশেষতঃ কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার এবং জ্বর নিবারণ দুইই হইতে পারে। কলিউটিনা ব্যবহার কালে তাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে জ্বিরণ মধ্যে মধ্যে দুই

এক মাত্রা দেওয়া যায়। মাত্রা—বয়স্কের প্রতি ৫ হইতে ১০ ফোঁটা ঔষধ, দুইতোলা আন্দাজ জলের সহিত দুই কি তিন ঘণ্টান্তর এক একবার। কালউটিনার সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে হইলে ২ ঘণ্টা পরে পরে পর্য্যায়ক্রমে এক একবার। আবশ্যক হইলে ২।৩ বার ২০ ফোটা মাত্রাতেও দেওয়া যায়।

এসফেরন—বহুদিনের পুরাতন, অতিশয় বর্দ্ধিত প্লীহা, প্লীহার উপর শীরা সকল স্ফীত হইয়া উঠা, বেশী অথবা অল্প অল্প জ্বরের বেগ, মৃদু অত্যাগী জ্বর, যকৃত স্ফীত, চক্ষু হরিদ্রাক্ত, কোষ্ঠবদ্ধ, ক্ষুধার অল্পতা, হাতে পায়ে শোথ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ উপকারী।

কলিকাতা এবং ঢাকার অনেক কবিরাজ ডাক্তারের চিকিৎসায় বিফল হইয়া অনেকে এই ঔষধে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। মাত্রা—বয়স্কের প্রতি ১০ ফোঁটা ২ তোলা জলের সহিত দিনে তিনবার করিয়া সেব্য। বালকের প্রতি ইহার অর্দ্ধেক এবং শিশুর প্রতি ১ ফোঁটা। বাহ্য বেশী হইলে এই ঔষধ ২।১ দিন বন্ধ রাখিয়া পুনরায় ৩।৪ কি ৫ ফোঁটা মাত্রাতে পূর্ব্বোক্তরূপে খাওয়াইতে আরম্ভ করিবে। বহুদিনের প্রাচীন রোগে ৮।১০ দিন ব্যবহার করিয়া উপকার বোধ করিলে একমাস কি দুইমাস পর্য্যন্ত ঔষধ খাওয়াইবে। তাহাতে ক্রমে জ্বরের শান্তি হইবে। বহুদিন ঔষধ খাওয়াইতে হইলে ক্রমে মাত্রা কমাইয়া ২।৩ ফোটা করিয়া দিবে। এবং সপ্তাহে একদিন ঔষধ সেবন বন্ধ করিবে।

এরেনেকা Araneka—এই ঔষধটী জ্বরাবস্থা এবং জ্বরের বিরামাবস্থা এই উভয় অবস্থায়ই ব্যবহার হয়। জ্বরের সহিত কাসি বা শ্বাসনলী প্রদাহ থাকিলে এই ঔষধটীও অতিশয় উপ-

কারী। জ্বরের সহিত কাসি থাকিলে কেস্‌পেরিয়া এবং এরে-নিকা উভয়ই উপকারী। কেস্‌পেরিয়াতে উপকার না হইলে এরেনিকা দিলে অতি সত্বর ফলদর্শে। কাসির উপদ্রব খুব বেশী থাকিলে এরেনিকা এবং কিউরেরিয়াম পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কিউরেরিয়ামের মাত্রা বয়স্কের প্রতি ৩ ফোটা, বালকের প্রতি ২ ফোটা, শিশুর প্রতি একফোটা। খুব কঠিন দুরারোগ্য বা অাটকান জ্বরে এরেনেকা ভাল ঔষধ।

এরেনেকা, কলিউটিনা এবং মেরিনা পর্য্যায়ক্রমে অথবা এরেনেকা, কলিউটিনা এবং লরেস্থাস পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহারে অনেক স্থলেই অতি আশ্চর্য্য উপকার দেখা গিয়াছে। কখনং কেবল এরেনেকাতেও অনেক কঠিন জ্বর রোগী আরাম হয়।

মাত্রা—২ হইতে ৫ ফোঁটা, জল অর্দ্ধ আউন্স, দুই ঘণ্টান্তর এক এক মাত্রা। অন্য কোন ঔষধের সহিত ব্যবহার করিলে দেড় কি দুই ঘণ্টান্তর পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য। বালকের প্রতি ২ ফোঁটা, শিশুর প্রতি এক ফোটা মাত্রা।

কেসপেরিয়া—জ্বরের অবস্থায় এই ঔষধটী ব্যবহার্য্য। এই ঔষধে জ্বর বিরাম হইলে পর এইটী বন্ধ করিয়া মেরিনা এবং কলিউটিনা অথবা অবস্থানুসারে লরেস্থাস ইত্যাদি ব্যবহার্য্য।

মাত্রা বয়স্কের প্রতি ১ ফোটা জল অর্দ্ধ আউন্স; বালকের প্রতি অর্দ্ধেক এবং শিশুর প্রতি তদর্দ্ধেক মাত্রা। জ্বরের প্রবল-তানুসারে এক, দেড় কিম্বা দুই ঘণ্টাঅন্তর এক এক মাত্রা।

হিপেটিন—জ্বরের সহিত যকৃত আক্রান্ত থাকিলে হিপেটিন মধ্যেং প্রতিদিন একবার কিম্বা দুইবার করিয়া খাইতে দিবে।

মাত্রা—এক হইতে দুই ফোটা, জল অর্দ্ধ আউন্স।

এসকেরণ মলম—বর্দ্ধিত প্লীহার উপর এসকেবন মলম প্রলেপ দিলে প্লীহার হ্রস্বতা করে। প্লীহার উপর সাধারণতঃ যে আইওডিন প্রলেপ অথবা ব্লিষ্টার দেয় তাহা নিষ্ফল এবং অপকারী।

এসকেরন মলম ব্যবহারের নিয়ম—বর্দ্ধিত প্লীহার উপর এসকেবন মলম পাতলা করিয়া প্রলেপ দিয়া তদুপরি ধুস্তুর পত্র অথবা কচু পাতার আবরণ দিবে এবং অবশেষে সমস্ত স্থান বস্ত্র-দ্বারা আবৃত করিয়া বাঁধিয়া দিবে। এইরূপে বাঁধিয়া প্রতি-দিন অন্ততঃ ৩।৪ কিম্বা ৬ ঘন্টা রাখিলেই হইবে।

চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ।

(১) কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল জে, এম, দাস বি, এল এর পুত্র রেমিটেন্ট ফিবারে আক্রান্ত হওয়ায় একজন এম, বি উপাধিযুক্ত ডাক্তার প্রায় ২৫ দিন চিকিৎসা করেন। তাহাতে কোনই উপকার দর্শেনা। বরং প্লীহা ও যকৃত স্ফীত এবং জ্বরের বেগ বৃদ্ধি হইতে থাকে। যকৃতের স্ফীততা দৃষ্টে উক্ত ডাক্তার Infantile Liver ইনফেন্টাইল লিভার স্থির করেন। এ অবস্থায় সুপ্রাপ্যাথী চিকিৎসা আরম্ভ হয়। ২।৩ দিন চিকিৎসার পরই জ্বরের বেগ কমিতে থাকে এবং ৬ দিবসে রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়। এই রোগী এক সপ্তাহে আরোগ্য করিব বলিয়া ছিলাম কিন্তু ঈশ্বর ইচ্ছায় ৬ দিনেই আরোগ্য লাভ করে।

১৮৯৭ সনের ৮ই জানুয়ারি এই রোগীর চিকিৎসা আরম্ভ করি। জ্বর ১০৬ ডিগ্রি। জ্বরের সময় কেসপেরিয়া অর্দ্ধ কোঁটা এবং এরেনিকা এককোটা মাত্রায় পর্য্যায়ক্রমে দুই ঘন্টা অন্তর

খাইতে দেওয়া হয়। ১০ই জানুয়ারী প্রাতে জ্বর ১০২ ডিগ্রি, বিকালে ১০৫.৫ ডিগ্রি। বাহ্য হয় নাই। কেসপেবিয়া এবং এ-বেনিকা পূর্ব্ববৎ এবং লিভার সংশোধনার্থ হিপেটিন এককোটা মাত্রায় প্রাতে একবার এবং বিকালে একবার খাইতে দেই।

১২ই জানুয়ারী রাত্রি ৮টার সময় যাইয়া দেখিলাম জ্বর ১০২ ডিগ্রি, গত কল্য ১০৩ ডিগ্রি ছিল।

পথ্য বার্লি লবণের সহিত। ঔষধ কেসপেবিয়া, এবেনিকা এবং হিপেটিন পূর্ব্ববৎ। গরম জলে গামছা ভিজাইয়া তদ্দারা সর্ব্ব শরীর মোছাইয়া ফেলিবার উপদেশ দেওয়া হয়। চক্ষু লাল হওয়া জন্য কপালে ঠাণ্ডা জলের পটি। ১৩ই জানুয়ারী, বিকালে জ্বর ১০০ ডিগ্রি, প্রাতে জ্বর ছিলনা, সেই সময় বেনিফবমিস ১ গ্রেইন মাত্রায় এবং কলিউটিনা ২ ফোটা মাত্রায় পর্য্যায়ক্রমে একঘন্টা অন্তর দেওয়া হইতেছিল। বেলা তিনটার সময় জ্বর আরম্ভ হওয়ায় সেই সময় বেনিফবমিস এবং কলিউটিনা বন্ধ করিয়া, কেসপেবিয়া, এবেনিকা এবং হিপেটিনা দেওয়া হয়। রাত্রি ১২ টার সময় জ্বর ত্যাগ হইয়া যায়। ১৪ই জানুয়ারী হইতে কলিউটিনা এবং বেনিফবমিস পর্য্যায়ক্রমে দুই ঘন্টা অন্তর সেবন করে। জ্বর আর হয়না। ১৫ই জানুয়ারী হইতে অন্ন পথ্য দেওয়া হয়। ইহার পরে ও ৪।৫ দিন পর্যান্ত হিপেটিন একবার করিয়া খাইতে দেওয়া হয় এবং দুর্ব্বলতা নিবারণ জন্য কয়েক দিবস অরেলিয়া দুই ফোটা মাত্রায় সেবন করে।

এই বাসায় কিছুদিন অগ্র পশ্চাৎ আরও দুইটী লিভারের পীড়া যুক্ত কঠিন জ্বর রোগী উপরিউক্ত এলোপ্যাথি চিকিৎসায় ফল না হওয়ায় আমার চিকিৎসাতে ৫।৬ দিনে আরোগ্য হয়।

মালিস করিলে উহা স্বাভাবিক আকার ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অল্প পরিমাণ অয়েল কেলেট্রিকি, পুরুষাঙ্গে এবং অণ্ডকোষে মাখিয়া কচি আকন্দ পাতা দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে। আকন্দ পাতার অভাব হইলে মাত্র এই তৈল প্রত্যহ দুইবার অল্প সময় মালিস করিলেই হইবে।

পথ্য—অন্ন, মাংস, দুধ, ঘৃত, মাখন, মৎস্যের ঝোল, ভাল তরকারী, ডাল এবং অন্যান্য পুষ্টিকর সুপাচ্য খাদ্য সেব্য। গরম মসলা খাওয়া, এবং কুচিন্তা পরিত্যাজ্য।

Nervous Debility অর্থাৎ ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগের প্রকৃত আরোগ্যকারী ঔষধ কেবল একমাত্র সুপ্রাপ্যাথিতেই আছে। অন্যান্য মতের চিকিৎসাতে নাই। তাহার কারণ এই যে অন্যান্য মতে যে সকল ঔষধ প্রয়োগ হয় তাহা অস্বাভাবিক রূপে কামোত্তেজক কিন্তু প্রকৃত আরোগ্যকারী নহে। অন্যান্য মতের ঔষধে কেহ কেহ প্রথমে কিছু কিছু উপকার বোধ করিলেও তাহাদের পরিনাম ফল ঐকারণে শোচনীয় হইয়া থাকে। কিন্তু সুপ্রাপ্যাথী মতের অরেলিয়া এই রোগের প্রকৃত ঔষধ। ব্যবহার করিলে যুবক হইতে অশীতি পর বৃদ্ধ সকলেই ইহাতে প্রীতি ও আনন্দ লাভ করে। এই ঔষধ কখনও বিফল হয়না। যাহারা কখনও আরোগ্যের আশা স্বপ্নেও করেনাই, যাহাদের অবস্থা দৃষ্টে তাহাদের আত্মীয় স্বজন সকলেই নিরাশায় সন্তপ্ত দুঃখিত ছিলেন, এমত শত২ রোগী এই অমৃতময় অরেলিয়া বা জীবনসঞ্চার-তাড়িৎ সেবনে অচিরে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

আরোগ্য সংবাদ।

(১) ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগে অরেলিয়া সেবনে অতিচমৎকার ফল পাইয়াছি, তজ্জন্য সুপ্রাপ্যাথির প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ।

এফ, রড্রিগস, পুলিস্ ইনস্পেক্টার
যেট্টারা সিটি, বম্বে।

(২) আমার ভ্রাতার স্বপ্নদোষ এক শিশি অরেলিয়া সেবনে আরোগ্য হইয়াছে। শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হেড ক্লার্ক, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, ঢাকা।

(৩) অরেলিয়া বাস্তবিকই অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন এবং অত্যাশ্চর্য্য মহৌষধ। আমি স্নায়বীয় দুর্ব্বলতার জন্য যতপ্রকার ঔষধ ব্যবহার করিয়াছি তন্মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ। অনেক নৈরাশ্য জনক রোগী ইহাতে আরোগ্য হইয়াছে।

রবার্ট কেসলল

পূর্ব্বে ঢাকার নবাবের, এক্ষনে মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য
বাহাদুরের ওয়ার্ক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্।

(৪) আমি তিন শিশি অরেলিয়া ব্যবহার করিয়া খুব ভাল বোধ করিতেছি। ইহাতে যথেষ্ট উপকার হইয়াছে।

শ্রীদুর্গাদাস দাস
গবর্ণমেণ্ট উকীল, জজকোর্ট, চট্টগ্রাম।

(৫) অরেলিয়া বা জীবন সঞ্চার তাড়িৎ বাস্তবিকই জীবনী শক্তি প্রদায়িনী, তৎবিষয়ে সন্দেহ নাই।

এস, ফয়জার রহমান
ইণ্টার প্রেটার, ডিঃ কমিসনারস অফিস, রেঙ্গুন।

(৬) আমি এই ঔষধ ব্যবহারে আশানুরূপ ফল পাইতেছি।

শ্রীদুর্গাচরণ পীপলাই

উকীল জজকোর্ট, বরিশাল।

(৭)..........................Palace Raghunathapuram

রাজ প্রাসাদ, রঘুনাথ পুরম,

প্যার্লি, নর্থ আর্কট, মান্দ্রাজ।

আমি অতিশয় আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে দুই শিশি অরেলিয়া ব্যবহারে যথেষ্ট উপকার পাইয়াছি।

সি, শোভানরাও সাহেব।

(৮) আমার নিরাশাজনক রোগে, স্নায়বীয় এবং শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্য, অরেলিয়া সেবনে যথেষ্ট উপকার দর্শিয়াছে।

শ্রীগোপাল লাল শীল

আহিরীটোলা, কলিকাতা।

প্রমেহ। গনোরিয়া।

প্রস্রাব করিতে জালা, প্রস্রাবদ্বার দিয়া সাদা অথবা হরিদ্রা কিম্বা নীল রঙ্গের পুজস্রাব ইত্যাদি প্রমেহের লক্ষণ। যাহারা প্রমেহ রোগের কঠোর যন্ত্রণা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে আকাঙ্খা করেন তাঁহাদের পক্ষে সুপ্রাপ্যাথী প্রকৃষ্ট উপায়। নূতন এবং পুরাতন প্রমেহ এবং তজ্জনিত বিবিধ কষ্টকর উপসর্গ সুপ্রাপ্যাথিক ঔষধে যেমন নির্দ্দোষরূপে শীঘ্র আরোগ্য হয়, এমত আর কোন ঔষধেই হয়না। ব্যবহার করিয়া সকলেই এই ঔষধের অসামান্য গুণে চমৎকৃত হইয়া থাকেন।

অন্যান্য প্রণালীতে চিকিৎসিত হইলে প্রমেহ রোগ অনেক বিলম্বে আরোগ্য হয়, রোগ শরীরে যাপ্য থাকে এবং তন্নিবন্ধন মূত্রকৃচ্ছ, বাতরোগ, চক্ষু প্রদাহ এবং অন্যান্য নানাবিধ রোগ হইয়া থাকে। কিন্তু সুপ্রাপ্যাথিক চিকিৎসাতে প্রমেহ রোগ অল্প সময়ে নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হইয়া থাকে এবং ভবিষ্যতে এতজ্জনিত অনিষ্ট বা পীড়া কখনও হয়না। প্রমেহ রোগের অতি আশ্চর্য্য এবং পরীক্ষিত ঔষধ :—

প্রলিফেরা। নূতন এবং পুরাতন প্রমেহ, প্রস্রাব কষ্ট প্রস্রাব করিতে প্রাণান্তকর কষ্টজনক জ্বালা যন্ত্রণা, পুঁজস্রাব, সাদা, হরিদ্রা কিম্বা নীল রঙের পুঁজস্রাব, মাজায় বেদনা, প্রস্রাবের সহিত অথবা পূর্ব্বে বা পরে প্রস্রাবদ্বার দিয়া রক্তস্রাব ইত্যাদি এই ঔষধে শীঘ্র আরোগ্য হয়। ৩।৪ মাত্রা ঔষধ সেবন করিলেই রোগী উপকার বোধ করে। প্রলিফেরা এবং পিচকারীর ঔষধ এলপাইনাস কখনও বিফল হয়না। এই দুই ঔষধে অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে।

মাত্রা—৩ ফোঁটা ঔষধ, ২ তোলা জলের সহিত প্রাতে, বিকালে এবং রাত্রে সেবন করিবে।

এমেল—পুরাতন প্রমেহে এই ঔষধটী অতিশয় উপকারী। নূতন প্রমেহ রোগে ও ব্যবহার্য্য।

মাত্রা দশফোঁটা—১ আউন্স জলের সহিত দিনে তিনবার করিয়া সেব্য। এই ঔষধ প্রলিফেরার সহিত পর্য্যায় ক্রমে ব্যবহার করা যায়। পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে তিনঘণ্টা অন্তর, প্রত্যেকটী প্রতিদিন দুইবার করিয়া সেব্য।

পিচকারীর ঔষধ এলপাইনাস—এই ঔষধটী অতি

আশ্চর্য্য। পিচকারী দেওয়া মাত্রই তৎক্ষণাৎ রোগী উপশম বোধ করে। অন্যান্য মতে যে সব পিচকারী ব্যবহৃত হয় তাহাতে অত্যন্ত জ্বালা যন্ত্রণা হইয়া থাকে। কিন্তু এই পিচকারীতে কখনও কোন যন্ত্রণা হয়না, বরং পিচকারী দেওয়া মাত্র তন্মুহূর্ত্তেই রোগী আরাম বোধ করে! এবং একবার দিলে পুনঃ পুনঃ দেওয়ার জন্য রোগী নিজেই উৎসুক হইয়া থাকে। মূত্রনালী মধ্যে ঘা হইলে তাহা সুখাইতে স্থানিক প্রয়োগ অতিশয় কার্য্যকারী এবং প্রয়োজনীয়। এই কারণেও এলপাইনাস পিচকারী দেওয়া কর্ত্তব্য। এই পিচকারীতে ভবিষ্যতে ও কোন অনিষ্ট হয়না। যাহাহউক কেহ পিচকারী দিতে অসম্মত হইলে কেবল সেবনের ঔষধ দ্বারা ও আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন। প্রলিফেরা এবং এলপাইনাস কখনও বিফল হয়না।

ব্যবহারের নিয়ম—২০ ফোঁটা এলপাইনাস ৪ আউন্স ঈষৎ গরম জলের সহিত মিশাইয়া প্রাতে, কাঁচের পিচকারী (গ্লাস সিরিঞ্জ) দ্বারা ৪।৫ বার পিচকারী দিবে। ঔষধ যাহাতে ৩।৪ মিনিট মূত্রণালী মধ্যে থাকে তদ্রূপ করিবে। ঐ প্রকার পিচকারী পুনরায় বিকালে অথবা রাত্রে আর একবার দিবে। নূতন প্রমেহ রোগে পিচকারী দিবেনা। অর্থাৎ রোগাক্রান্ত হওয়ার ৭।৮ দিন পরে পিচকারী দেওয়া কর্ত্তব্য। রোগের প্রথম ৭।৮ দিন কেবল এলপাইনাস লোসন, ২০ ফোঁটা এলপাইনাস ৪ আউন্স জলের সহিত মিশাইয়া প্রাতে এবং বৈকালে ধৌত করিবে।

পথ্য—প্রমেহের রোগীর প্রথম অবস্থায় মৎস্য, মাংস, গরম মসলা, টক ও দধি খাওয়া নিষেধ। মাংস সকল অবস্থায়ই বিশেষ অপকারী। অধিক হাটা অনিষ্টকারী। বিশ্রাম দরকার।

এবং উপকারী। রোগী ভাত, ডাইল, তরকারী এবং অন্যান্য আহার করিবে। রোগের প্রথম অবস্থায় দুগ্ধ এবং মৎস্য ত্যাগ করিবে। ৮।১০ দিন পরে দুগ্ধ সেব্য।

স্নান—ঈষৎ গরম জলে অথবা ঠাণ্ডাজল গরম জলের সহিত মিশাইয়া তদ্বারা স্নান করিবে।

স্ত্রীলোকের প্রমেহ রোগ উপরি উক্ত সেবনের ঔষধ এবং পিচকারীর ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

আরোগ্য বিষয়ক কয়েক খানা পত্র—

ঝান্সি উ, প, প্র :—

মহাশয়,

(১) সুপ্রাপ্যাথিক ঔষধের গুণ পরীক্ষার্থে এখানকার জনৈক রেলওয়ে বাবুর জন্য একশিশি প্রলিফেরা আনাইয়া ছিলাম। তিনি অতিশয় কঠিন প্রমেহ রোগে আটমাস যাবত ভুগিতে-ছিলেন। অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে প্রলিফেরা প্রথম একমাত্রা সেবনেই উপকার দর্শে এবং পোনর দিবস ঔষধ সেবনে তিনি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন। সুপ্রাপ্যাথিক ঔষধ যে তাড়িতের ন্যায় শীঘ্র কার্য্য করে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সুপ্রাপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালী সহজ, সুলভ নিরাপদ এবং নিশ্চয় কার্য্যকারী। ভারতবাসী মাত্রেরই "সুপ্রাঃ প্যাথী" নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থ গৃহে রাখা এবং পাঠকরা কর্ত্তব্য।

এ, টি, ঘোষ বি, এ,

এফ, এস, ই, পি, আই, এ, (লণ্ডন)

(২) প্রমেহ সহ পুঁজস্রাব, প্রস্রাবে প্রানান্তকর কষ্ট, উত্তে-জনাকালে ভয়ঙ্কর যাতনা, ইত্যাদি উপসর্গ সেবনের ঔষধ প্রলি-

ফেরা এবং পিচকারীর ঔষধ এলপাইনাসে অতি সত্বর আরোগ্য করে। আমি খুব কঠিন প্রমেহ রোগাক্রান্ত অনেক রোগীর প্রতি ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি যে ঔষধ দুইটী বাস্তবিকই প্রত্যক্ষ এবং অতিশয় আশ্চর্য্য। এই ঔষধ কখনও বিফল হইতে দেখিনাই। পীচকারীর ঔষধটী এমনই অসামান্য গুণসম্পন্ন ও শক্তিশালী যে ইহা ব্যবহারে কিছু মাত্র ক্লেশ অনুভূত হয়না, বরং পিচকারী দেওয়া মাত্রই আরাম বোধ হয় এবং যিনি একবার এই পিচকারী দিয়াছেন তিনি ইহা দিতে পুনঃ পুনঃ আগ্রহ প্রকাশ করেন। জি, শ্রীনিবাসাচারী।

ব্রামিন ষ্ট্রীট, চিতুর নর্থ আরকট্ ডিষ্ট্রিক্ট।

(৩) নারায়নগঞ্জের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত মুনসি আবদুল গফুর সাহেব এই ঔষধের আশ্চর্য্য গুণে প্রীত হইয়া অনেক পরিমান ঔষধ ক্রয় এবং অনেক লোককে বিতরণ করিয়া আমোদ বোধ করেন।

(৪) আমার অতি কঠিন প্রমেহ রোগ কলিকাতার অনেক প্রবীন ডাক্তারের চিকিৎসাতে উপশম না হওয়ায় প্রলিফেরা ও এমেল সেবন,এবং এলপাইনাস পিচকারীতে অল্প সময়ে আরোগ্য হইয়াছি। এ, সি, রায়।

কালীঘাট, কলিকাতা।

হাইড্রসিল, পোতায় জলভার হইলে কেলেট্রফিন ৩ গ্রেইন মাত্রায় প্রতিদিন তিনবার করিয়া সেবন করিবে, এবং কেলেট্রফিন লিনিমেন্ট পোতার উপর প্রতিদিন দুইবার করিয়া প্রলেপ দিবে এবং কার্পাস তুলা দ্বারা বান্ধিয়া রাখিবে।

এলবুমিনুরিয়া রোগে—এসকেরা এবং টিচিলিয়া ২ফোঁটা মাত্রায় পর্য্যায়ক্রমে, প্রত্যেকটী প্রতিদিন দুইবার করিয়া সেবন করিলে আরোগ্য হয়।

বহুমূত্র রোগে—সেবিফেরা ৩ ফোঁটা মাত্রায় এবং বেষ্টিনিকা ৫ গ্রেইন মাত্রায় পর্য্যায়ক্রমে ৪ ঘণ্টা অন্তর, প্রত্যেকটী প্রতিদিন দুইবার করিয়া খাইলে বহুমূত্র রোগ আরোগ্য হয়।

অণ্ডকোষের স্ফীততা। একশিরা, অর্কাইটিজ। তরুন রোগে জ্বরের সময় কেসপেরিয়া খাইতে দিবে। প্রমেহ বশতঃ হইলে ১ ফোঁটা মাত্রায় কেসপেরিয়া এবং ৩ফোঁটা মাত্রায় প্রলিফেরা ২।৩ ঘণ্টান্তর খাইতে দিবে। জ্বর কমিলে অকটিনাম এবং মেনিএহিস ২ ফোঁটা মাত্রায় পর্য্যায়ক্রমে খাইবে। প্রত্যেকটী প্রতিদিন দুইবার করিয়া। অবমিওকার্পেনাম লিনিমেণ্ট অথবা কেলেটুফি লিনিমেণ্ট মালিস করিবে।

ষ্ট্রিকচার অর্থাৎ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে সুপ্রাপ্যাথী চিকিৎসা কি প্রকার আশ্চর্য্য তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। বাস্তবিক ষ্ট্রিকচারের প্রকৃত ঔষধ একমাত্র সুপ্রাপ্যাথিতেই আছে। অনেকে এই ঔষধে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছেন।

(১) মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুরের খালিয়াজুরি কাছারির কর্ম্মচারি শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০১ সনের আগষ্ট মাসে ষ্ট্রিকচার বশতঃ প্রস্রাব বন্ধ হইয়া অতিশয় যাতনা পাইতে থাকেন। এখানকার এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা রোগীকে বলিয়া দিলেন যে কেথিটার পাস না করিলে কিছুতেই প্রস্রাব হইবেনা। কেথিটার পাস করিতে রোগীর সম্পূর্ণ মত ছিলনা বরং কিছু ভয় ছিল। কিন্তু রোগের দারুণ যন্ত্রনায় অস্থির

হইয়া শীঘ্র উপশম পাওয়ার আশায় কেথিটার পাস করিতে ব্যগ্র হইলেন। হসপিটাল অনেক দূরে এবং তাহার পরিচিত ডাক্তার বাসাতে না থাকায় রোগী আমার নিকট উপস্থিত হইয়া কেথিটার পাস করিতে বলে। রোগীর ব্যগ্রতায় আমি কেথিটার বাহির করিলাম কিন্তু তম্মুহুর্ত্তেই সুপ্রাপ্যাথিক ঔষধের আশ্চর্য্যশক্তি প্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়া সিগলিটা এবং ভারনিক ২ ফোঁটা মাত্রাতে ১০ মিনিট অন্তর এবং একমাত্রা প্রলিফেরা ৩ ফোটা মাত্রায় সেবন করিতে দেই, এবং ঈশ্বরানুগ্রহে একঘণ্টা মধ্যে প্রস্রাব খোলাসা হয়।

(২) আজ বিশবৎসরের কথা।

ঢাকা নবাবপুর নিবাসী বাবু রামকুমার বসাক অনেক বৎসর হইতে ষ্ট্রিকচার রোগে ভুগিতে ছিলেন। তাহান মধ্যে মধ্যে প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যাইত। একবার ঐরূপে প্রস্রাব বন্ধ হওয়াতে এখানকার হস্পিটালের জনৈক বিখ্যাত এসিষ্টেণ্ট সার্জ্জনদ্বারা ৮নং কেথিটার পাস করেন। কিন্তু তৎপরদিন ষ্ট্রিকচার এমন বৃদ্ধি হয় যে উক্ত ডাক্তার বাবু ১নং কেথিটারও পাস করিতে পারিলেন না। এমতাবস্থায় ঔষধের দ্বারা কিছু হইতে পারে কিনা দেখার জন্য আমি আহুত হই। সে সময়ে রোগীর যে যন্ত্রনা দেখিলাম তাহা বর্ণনাতীত। প্রলিফেরা এবং ভারনিক সেবনে অল্প সময়েই এই রোগীর প্রস্রাব পরিষ্কার হয়, এবং তৎপরে দুইমাস পর্য্যন্ত ঔষধ সেবনে রোগ এমত নির্দ্দোষ রূপে আরোগ্য হইয়াছে যে এই বিশবৎসর মধ্যে তাহান ঐ যন্ত্রনা আর হয় নাই।

সুপ্রাপ্যাথিক ঔষধের প্রত্যক্ষ ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়। এখানে কয়েকটী রোগের বিষয় সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল।

কাস রোগে যে রোগী কষ্ট পাইতেছে, সমস্ত রাত্রি কাসিতে কাসিতে অস্থির, কোন ঔষধেই কিছু হইতেছে না, রোগী অনেকের তরেও কাসের যাতনায় নিদ্রা যাইতে পারিতেছেনা, এমতাবস্থায় দুই মাত্রা কিউবেরিয়াম এবং দুই মাত্রা এঞ্জেলিন পর্য্যায়ক্রমে ১৫ মিনিট অন্তর খাইতে দিলে কাসের যন্ত্রনা নিবারিত হইয়া রোগী নিদ্রিত হইয়া থাকে। এবং কিছু দিন এই দুই ঔষধ সেবন করিলে নির্দোষরূপে আরোগ্য লাভ করে। মাত্রা বয়স্কের প্রতি তিন ফোটা, বালকের প্রতি ১হইতে ২ফোটা।

কঠিন বাত রোগে হাতে, পায়ে, বা মাজায় বেদনায় যাহারা অন্য কোন ঔষধেই কিছু উপকার পান না সেই রোগী ফেনইন এবং সুপ্রাপ্যাখিক সালসা সেবন এবং অরুন এন্টাটি-ফলিয়া মালিস করিলে অচিরে আরোগ্য হইবেন। ফেনুইনের মাত্রা ৩ফোটা প্রত্যহ তিনবার সেব্য, সালসার মাত্রা ১০ফোটা।

কঞ্জাংটিভাইটিজ, চক্ষু উঠা বা চক্ষু প্রদাহ রোগে কেহ কেহকে ২ হইতে ৬ মাস পর্য্যন্ত ভুগিতে দেখাযায়। কিন্তু এই প্রনালীর পলিগো নামক ঔষধ সেবন করিলে একদিনেই চক্ষের বেদনা ও চক্ষুলাল কমিয়া যায় এবং ৩।৪ দিন মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়। পলিগোর মাত্রা ২ ফোটা।

এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিবিধ পীড়ার প্রায়ই উচিত মত চিকিৎসা হয়না। এবং নানা কারণে অনেকেই ঋতু ঘটিত নানাপ্রকার কঠিন রোগে অসহ্য যন্ত্রনা ভোগ করেন। তন্মধ্যে ডিসমেনোরিয়া অর্থাৎ বাধক বেদনা একটী প্রধান রোগ। অন্য কোন চিকিৎসা প্রণালীতে এই রোগের ভাল ঔষধ না থাকায় সাধারণের ধারনা যে এই রোগের ঔষধ

নাই। কিন্তু সুপ্রাপ্যাথী মতে ইহার প্রকৃত ঔষধ আছে। বাধকের দারুন বেদনায় রোগিনী যখন ছটফট করিতে থাকে সে সময় সোলারিস নামক ঔষধ ৩ ফোঁটা মাত্রায় ২।৩ বার খাওয়াইলেই বেদনা নিবারিত হয়, এবং তৎপরে একমাস পর্য্যন্ত সেবন করাইলে রোগ নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হইয়া থাকে। অনেকেই এই ঔষধে আরোগ্য হইয়া পুত্রবতী হইয়াছে। তন্মধ্যে নারায়নগঞ্জের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র দাসের কন্যা এবং শ্রীহট্টের শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায়ের স্ত্রীর আরোগ্য ও সন্তান হওয়ার কথা এস্থলে উল্লেখ যোগ্য।

ভাল ধাত্রীর অভাবে এবং অন্যান্য নানা কারণে এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের প্রসব সময়ে অত্যন্ত কষ্ট হইয়া থাকে। সুপ্রাপ্যাথি মতের কেপ্রনিয়া-মেগনেটিকা নামক ঔষধ ৩ ফোঁটা মাত্রায় ২০ মিনিট অন্তর সেবন এবং মেগনেটিকা কবচ প্রসূতীর চুলে বন্ধন করিয়া দিলে ৩০ হইতে ৪০ মিনিট সময়ে বিনাকষ্টে অতি সহজে প্রসব হইয়া থাকে।

একখানা পত্র :—

আমার স্ত্রীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হওয়ায় কেপ্রনিয়া-ম্যাগনেটিকা ২ ফোঁটা মাত্রায় বিশ মিনিট অন্তর সেবন করালে এবং কেপ্রনিয়া কবচ চুলে বান্ধিয়া দেওয়াতে অতি আশ্চর্য্য ফল হইয়াছে। প্লেন্টেনামে পরবর্ত্তী বেদনা কমিয়াছে।

এখানে আর একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে উক্ত ঔষধ ব্যবহার করিয়াছিলাম। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে এই ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য শক্তির অতিউচ্চ এবং ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

শ্রীঅভয়চন্দ্র দত্ত উকীল জজকোর্ট
ময়মনসিংহ।

স্ত্রীলোক দিগের শ্বেত প্রদর রোগে অন্যান্য মতের চিকিৎসা প্রায়ই নিষ্ফল। কিন্তু এই প্রনালীর সেপিয়া এবং এম্ব্রিনা নামক ঔষধ দুই ফোঁটা মাত্রায় পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে এই পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে। এতৎসহ এসেগাইরিস ২০ ফোঁটা ৪ আউন্স জলের সহিত মিশাইয়া দিনে একবার করিয়া পিচকারী দিলে উপকার শীঘ্রদর্শে।

রজঃস্রাব, মেনরেজিয়া রোগে বহু স্ত্রীলোক কষ্ট পাইয়া থাকেন। অসময়ে দীর্ঘকালব্যাপী রক্তস্রাবে অথবা ঋতুকালে অত্যধিক ঋতুস্রাব জন্য অন্যান্য মতে নানাপ্রকার ঔষধ ও বিবিধপ্রকার কঠোর নিয়ম পালন করিতে হয় অথচ প্রকৃত উপকার কিছুই হয় না। কিন্তু স্বপ্রাপ্যাথিক সিলভেষ্টিমা নামক ঔষধে রজঃস্রাব, চাকাচাকা জমাট রক্তস্রাব ইত্যাদি অতি শীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে। সিলভেষ্টিমার মাত্রা তিনফোঁটা। বেশী রক্তস্রাবের সময় এক কি দুই ঘণ্টান্তর, রক্তস্রাব কম হইলে তিন চারিঘণ্টা অন্তর সেব্য। সিলভেষ্টিমা ঔষধের আশ্চর্য্য গুন অনেকেই দেখিয়াছেন। ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত বাঙ্গড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার বাবু উমালোচন মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন যে "স্ত্রীলোকদিগের রক্তস্রাব রোগে সিলভেষ্টিমা অতুলনীয় ঔষধ। অনেক রোগিণীর প্রতি ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি এই ঔষধটী অতি আশ্চর্য্য এবং সর্ব্বদাই অব্যর্থ"।

মাথাধরা রোগে অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক বিলক্ষণ কষ্ট পাইয়া থাকেন। আরভেনসাস এবং মাস্কুলিয়াস নামক ঔষধ ৩ ফোঁটা মাত্রায়, পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেকটী প্রতিদিন দুইবার করিয়া সেবন করিলে শীঘ্র আরোগ্য হইবেন। এই দুই ঔষধ বড়ই প্রত্যক্ষ এবং শত শত রোগীতে বিশেষরূপে পরীক্ষিত।

ঘা, ক্ষত রোগে সুপ্রাপ্যাথি।

সমুদয় প্রকার ঘা রোগে সুপ্রাপ্যাথির ক্ষমতা অসীম এবং অদ্বিতীয়। যাহারা ডাক্তারি ঔষধে এবং দেশীয় ক্ষত চিকিৎসকদের দ্বারা বৎসরেক ভুগিয়া ও আরাম হইতে পারেন নাই, অবশেষে তাঁহারা সুপ্রাপ্যাথিক ঔষধে আরোগ্য হইয়াছেন।

অনেক কঠিন দুঃসাধ্য ঘায়ের রোগী যাহাদের বাঁচিবার কিছুমাত্র আশাছিলনা, এমত অনেক রোগী, সমুদয় চিকিৎসা বিফল হওয়াতে এই প্রণালীতে রোগোন্মুক্ত হইয়াছেন।

ক্ষতরোগের চিকিৎসা প্রকরণ ঃ—

এনথ্রোবিয়াম—গরমির ঘা, দোষিত ঘা, পুরাতন ঘা, বিষাক্ত ক্ষত এবং অন্যান্য বিবিধ প্রকারের নূতন এবং পুরাতন ঘা এই ঔষধে শীঘ্র আরোগ্য হয়।

মাত্রা—২ ফোঁটা ঔষধ, দুই তোলা আন্দাজ জলের সহিত দিনে ৩।৪ বার করিয়া সেব্য।

লেমেণ্ডিকা—এইটী ও উপদংশ এবং অন্যান্য সকল প্রকার ক্ষতের উত্তম ঔষধ। মাত্রা পূর্ব্ববৎ। এনথ্রোবিয়ামের সহিত ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য। প্রত্যেকটী প্রতিদিন ২ বার করিয়া সেব্য।

সালসা কন্‌সেন্‌ট্রেটেড্—উপদংশ অথবা অন্যান্য সকল প্রকার ঘায়ের রোগীকে এই ঔষধ খাইতে দিবে। ইহা অতিশয় উপকারী।

মাত্রা—দশ ফোঁটা, ১ আউন্স জলের সহিত, প্রতিদিন তিনবার করিয়া সেব্য। প্রাতে ৭ টার সময়, বিকালে ৪ টার সময়

এবং রাত্রে ৯ টার সময় সালসা সেবন। ইহার মধ্যবর্ত্তী সময়ে লেমেডিকা কিম্বা এনথেরাবিন্নাম খাইবে।

স্থানিক প্রয়োগ।

ঘা উত্তমরূপে ঈষৎ গরম জলের দ্বারা ধৌত করিয়া পরে গেলভেনিয়াস ১ ভাগ, ১৬ ভাগ গরম জলের সহিত মিশাইয়া তদ্দ্বারা ঘা ধোয়াইবে। তুলা অথবা পরিষ্কার নেকড়াদ্বারা ক্ষত মোছাইয়া পরে রেডকষ্টিক তুলাব তুলিদ্বারা ঘায়ের উপর লাগাইবে। তৎপরে এননিকা মলম ঘায়ের পরিমান নেকড়াতে পাতলা করিয়া লাগাইয়া তদ্দ্বারা ক্ষত আবৃত করিয়া দিবে। প্রতিদিন এই প্রকার ২।৩ বার করিয়া লাগাইবে।

ঘা খুব বড় হইলে অথবা পচিবার উপক্রম হইলে কিম্বা শীঘ্র না সুখাইলে পেকটোবিধা নামক ঔষধের চূর্ণ নূতন পালক কলম অথবা ষ্টীল পেনের নূতন নিপ দ্বারা অল্প অল্প পরিমান সমস্ত ঘায়ে দিবে। ৩।৪ মিনিট রাখিয়া পরে পেক্টরিয়া ঔষধের এক ভাগ, ৬০ গুন ঈষৎ গরম জলের সহিত মিশাইয়া তদ্দ্বারা ঘা ধুইয়া দিবে। অতঃপর তুলাদ্বারা ঘা মোছাইয়া, পূর্ব্বোক্তরূপে রেডকষ্টিক লাগাইয়া পরে এননিকা মলম দ্বারা আবৃত করিয়া দিবে। এইরূপ দিনে ২।৩ বার। ইহাতে ক্ষত শীঘ্র সুখায়। আইওডফরম অপেক্ষা এই ঔষধ অধিক উপকারী, অথচ আইওডফরমে অতিশয় দুর্গন্ধ, কিন্তু ইহাতে কোন গন্ধ নাই।

পথ্য—ডাইল, ভাত, রুটি, আলু, পটল, দুগ্ধ ইত্যাদি।

নিষেধ—মৎস্য, মাংস, খেসারির ডাইল, টক এবং গরম মসলা খাইবেনা। উপদংশ রোগে প্রথম ৮।১০ দিন দুগ্ধ সেবন

নিষিদ্ধ। পরে অল্প পরিমান পাতলা দুগ্ধ খাইতে পারে। দুগ্ধ অসহ্য হইলে অথবা ঘা বৃদ্ধি হইলে তাহা ত্যাজ্য।

স্নান—ঈষৎ গরম জলে স্নান করা কর্ত্তব্য।

সর্দ্দিলাগান, এবং অধিক গুরুতর পরিশ্রম পরিত্যাজ্য।

উপদংশ জনিত ক্ষত, অথবা অন্য যে কোন প্রকারের কঠিন ঘা হউক, যাহারা অন্য কোন চিকিৎসায় শীঘ্র উপকার পাইতেছেন না, অথবা যে সব ঘা কিছুতেই শুখাইতেছে না, তাহারা এই সব ঔষধে অতি অল্প সময়ে নিশ্চয় আরোগ্য হইতে পারিবেন। এই প্রণালীতে আর একটী চমৎকার গুণ এই যে, অনেক ঘা বিনা অস্ত্রাঘাতেই আরাম করা যায়। ফোড়া, বাঘি এবং ব্রনের উপর এষ্টেগো নামক মলম লাগাইলে আধঘণ্টা হইতে দুই ঘণ্টা মধ্যে বিনকিষ্টে আপনা হইতে ফাটিয়া ফোড়ার মুখ হইয়া পুঁজ নিঃসরন হইতে থাকে।

কয়েকটী রোগীর বৃত্তান্ত :—

(১) ঢাকার অন্তর্গত সাভার থানার অধীন সুঙ্গুর গ্রাম নিবাসী সবজজ শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু ললিতচন্দ্র চৌধুরীর দ্বাদশ বৎসর বয়স্কা কন্যার হাতে আঘাত লাগাতে বাম স্কন্ধ হইতে বাম হাতের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত অত্যন্ত লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে এবং ঐ সঙ্গে ১০৫ ডিগ্রি জ্বর ও ছিল। বালিকার পিতা মাতা ব্যস্ত হইয়া উহাকে চিকিৎসার্থে ঢাকায় আনিয়া এখানকার হসপিটেলের ডাক্তারদিগকে এবং কোন কোন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদিগকে দেখান। তাঁহারা কয়েকদিন চিকিৎসা করিয়া বলেন যে, ক্লোরোফরম দ্বারা অচৈতন্য করিয়া হাতের দুইধারে লম্বালম্বিরূপে অস্ত্র করিয়া তাহার মধ্যে

হাতের দুইধারে দুইটী রবারের টিউব ভরিয়া দিতে হইবে। এই বিষয় শুনিয়া বালিকা ভয়ে অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে থাকে এবং বালিকার পিতাও অতিশয় ভীত হন। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারেও ঐ কথাই বলায় বালিকার পিতা ললিত বাবু আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। আমি বিনা অস্ত্রাঘাতে আরাম করিয়া দিব বলাতে, তিনি আমার দ্বারা চিকিৎসা আরম্ভ করেন। সেই সময় হাতের অত্যন্ত স্ফীততা এবং জ্বর ১০৫ ডিগ্রি ছিল। আমি রোগীকে জ্বর জন্য কেসপেরিয়া ১ ফোটা মাত্রায় ২ ঘটা অন্তর খাইতে দেই। এবং স্ফীতস্থানের উপর তিসির পুলটিস দেওয়া হয়। কেসপেরিয়া সেবনে জ্বর কমিয়া যায়। এবং স্ফীততাও অনেক হ্রাস হয়। তৎপরে ম্যাগনিফলিয়াম এবং লিনেটাম ২ ফোটা মাত্রায়, এবং সালসা কনসেনট্রেটেড, ১০ ফোটা মাত্রায় দিনে তিনবার করিয়া খাইতে দেই। এবং পূর্ব্ববৎ পুলটিস প্রয়োগ হইতে থাকে। ইহাতে হাতের স্ফীতভা অনেক পরিমানে কমিয়া যায় এবং দুই স্থানে ঘায়ের মুখ হইয়া উঠে। ঐ স্থানে পুঁজ হইলে পর, এন্টেগো মলম লাগাইয়া দেওয়া হয়। ১০।১২ মিনিট মধ্যে দুই খানা মুখ হইয়া অজস্র পরিমানে পুঁজ নির্গত হইতে থাকে। পূর্ব্বোক্ত ম্যাগনিফলিয়াম, লিনেটাম, এনথেরিয়াম এবং সালসা কনসেনট্রেটেড ব্যবহারে ১৫ দিনে রোগীর সমস্ত ঘা শুখাইয়া যায়।

(২) শ্রীমতী কিরণ নাম্নী একটী বালিকার বোতলে পা কাটিয়া যায়। পায়ের তলায় এতটা পরিমাণ কাটিয়াছিল যে একটি টাকার পরিমাণ স্থানের মাংস গুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, এবং প্রায় একসের আন্দাজ রক্তস্রাব হয়। পারভিক্লোরা লোসন দ্বারা

কাটা স্থান বান্ধিয়া দেওয়া হয়। পরের দিন দেখাগেল ঘায়ের দুই মুখ যেন সংলগ্ন হইয়া আসিয়াছে। এইরূপে আরও ২।৩ দিন যায়, ঘা যেন সহজেই শুখাইয়া যাইবে এইরূপ অনুভূত হইতে থাকে। কিন্তু ৫ম দিবস প্রাতে দেখাগেল, পায়ের উপর-দিকে সমস্ত পা ফুলিয়াছে এবং লাল হইয়াছে। স্ফীতস্থানে পুলটিস দেওয়াতে ক্রমে সমস্ত পা পাকিয়া উঠে। তৎপরে পূঁজ জমা হওযায় তদুপরি এষ্টেগো প্রয়োগ করাতে আর ঘণ্টা মধ্যে ঘায়ের মুখ হইয়া পূজ নির্গত হইতে থাকে। ইহার ৪।৫ দিন পরে ঘায়ের মুখ খুব বড়, ঘা গভীর, অত্যন্ত লাল, চারিধারে বিশেষতঃ উপরদিক অত্যন্ত স্ফীত হওয়ায় এলোপ্যাথিক ডাক্তার আনাইয়া দেখান হয়। ডাক্তার বাবু প্রোবদিয়া বলিলেন, পায়ের এপিট ওপিট Communicated ছিদ্র হইয়া গিয়াছে। পায়ের সমস্ত স্ফীতস্থান লম্বা চৌড়া করিয়া Crucial Incision কাটিয়া দিতে হইবে নতুবা, এখন কাটিয়া না দিলে পরে বিপদ হইতে পারে। কিন্তু উক্ত ডাক্তার বাবুর পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া, রোগীকে সুপ্রাপ্যাথি মতেই চিকিৎসা করিতে থাকি। সেবন জন্য এনগ্লোবিয়াম, লেমেণ্ডিকা, মেগনিফলিয়াম এবং লিনেটাম ও সালসা কনসেনট্রেটেড, প্রত্যেকটী প্রত্যহ দুইবার করিয়া সেবন করিতে দেই এবং গোলভেনিয়াম ও পৈকটরিয়া লোসনদ্বারা ধৌত, মধ্যে মধ্যে বেডকষ্টিক প্রয়োগ, এবং এননিকা মলম দেওয়াতে প্রায় ২০ দিনে সমস্ত ঘা শুখাইয়া যায়।

কিন্তু এলোপ্যাথি ডাক্তারের পরামর্শে অস্ত্রদ্বারা বিস্তারিতরূপে কাটিয়া দিলে এই দুই রোগীর কি ভয়ানক অবস্থা হইত বলা যায়না। হয়ত অস্ত্রাঘাতে প্রদাহ বিস্তারিত হইয়া এবং

রোগীর হাত এবং ২নং রোগীর পাই কাটিয়া ফেলিতে হইত, নতুবা ৬ মাসের কমে আরাম হইতেই পারিতনা।

(৩) ঢাকা কলেজের আহাম্মদ নামক একটি ছাত্র উপদংশ রোগে আক্রান্ত হয় এবং উপরিউক্ত ঔষধে আরোগ্য লাভ করে।

(৪) ঢাকা জগন্নাথ স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকান্ত শীলের পোঁতায় একটী নালী ঘা হয়। প্রথমতঃ প্রায় আটমাস পর্য্যন্ত এখানকার দুই জন এসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন এবং একজন নেটিভ ডাক্তার উক্ত নালী ঘায়ের চিকিৎসা করেন। তাহাতে কিছুই ফল হয়না। অবশেষে তিনি আমার চিকিৎসাধীনে আসেন। ঘায়ের মধ্যে Probe প্রোব দিয়া দেখিলাম প্রায় চারি ইঞ্চি পর্য্যন্ত প্রোবটী প্রবেশ করিল। এনথেমিয়াম এবং সালসা কনসেনট্রেটেড সেবন এবং পেকটরিয়া লোসন দ্বারা ধৌত করাতে, ক্রমে ক্রমে কয়েকদিন মধ্যে ঘা ভরিয়া আসে এবং শুখাইয়া যায়। কিন্তু ঘা যেমন শুখাইল তৎপরে তাহার দুই উরুতে সর্ব্বদা চর্ব্বনবৎ বেদনা অনুভূত হইতে থাকে। এই প্রকারে ১০।১২ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরে, যে স্থানে ঘা হইয়াছিল ঠিক সেই স্থানে একটি ফুস্কুরির মত দৃষ্ট হইল, এবং ২।৩ দিন পরে হটাৎ উহা ফাটিয়া গিয়া বিস্তর পরিমানে পূজ নির্গত হইতে থাকে। প্রোব দিয়া দেখিলাম, ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় ৪ ইঞ্চি লম্বা নালী ঘা হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে তাহাকে পুনরায় পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সেবন করিতে দেই। ঘা পুনবার শুখাইয়া যাইয়া উরুতে পূর্ব্ববৎ বেদনা ১২।১৩ দিন বোধ করেন এবং পুনরায় পূর্ব্বের ঘায়ের মুখে ফুস্কুরি হইয়া, ঘা পুনরায় পূর্ব্ববৎ ৪ ইঞ্চি গভীর দেখাগেল। এই প্রকারে ৪ বার ঘা শুখায় এবং পুনরায় প্রকাশ হয়।

তৎপরে মেগনিকলিয়াম ৩ ফোটা মাত্রায় এবং সালসা কন্সেন্-ট্রেটেড ১০ ফোটা মাত্রায় পর্য্যায়ক্রমে সেবন করিতে দেওয়ায় ঘা শুখাইয়া যায়। উরুতে আর বেদনা বোধ হয়না। আজ বিশ বৎসর হইল, এপর্য্যন্ত রোগী সম্পূর্ণরূপ ভাল আছে।

(৫) ঢাকা ময়মনসিংহ রেলের কণ্ট্রাকটার মিচেল্ কোম্পানির হেডক্লার্ক শ্রীযুক্ত বাবু রসিক লাল বন্দোপাধ্যায় হঠাৎ উচ্চ স্থান হইতে পড়ায় তাঁহার উপর ওষ্ঠের মধ্যস্থলে দেড় আঙ্গুল আন্দাজ কাটিয়া দুই দিকে বিভক্ত হইয়া যায়। এলোপ্যাথি চিকিৎসাতে সিলাইকরা অত্যন্ত কষ্টকর এবং তাহাতে তিনি ভীত হইয়া আমার চিকিৎসাধীন হন। কৌশলে দুই ওষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া উপযুক্ত ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করাতে তিনি ১০।১২ দিনে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন।

(৬) মুন্সিগঞ্জের ডাক্তার আমার হাইড্রসিল টেপ করেন। তাহাতে অণ্ডকোষে খোঁচা লাগায় আমি অজ্ঞান হইয়াছিলাম। তৎপরে পোড়া প্রকাণ্ডরূপে ফুলিয়া "হিমেটসিল" হওয়াতে ঢাকায় যাইয়া সরকারী হসপিটালে প্রায় তিন মাস চিকিৎসাতে ও কোন ফল হয়না, ক্রমে মরণাপন্ন হই। হসপিটালে মৃত্যু হইলে নিরয়-গামী হইব ভাবিয়া ওখান হইতে আমার ভাই নৌকাযোগে আমাকে সহ বাড়ীযাওয়ার সময় ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র সেন সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় এবং তিনি ভরসা দেওয়াতে তাহানদ্বারা চিকিৎসা আরম্ভ করি। আমাকে কোনরূপ ক্লেশ নাদিয়া প্রায় আড়াই সের আন্দাজ পুঁজ নির্গত করিয়া ফেলেন। এবং অনুমান একমাস চিকিৎসা করিয়া আমাকে আরাম করেন।

শ্রীমাণিক লাল সিংহ, মুন্সিগঞ্জ। (উদ্ধৃত)।

(৭) আমার শাশুরীর সূতিকা ঘরে পেটেব্যারাম ও বেদনা হয়। জ্বরও কিছু ছিল, একজন এলোপ্যাথিক ডাক্তার দেখান হয। তিনি কিছুই উপশম দেখাইতে পারেননা। ৪।৫ দিবস পরে রোগিনীর তলপেটের একস্থান ফুলিয়া উঠে ও বেদনায় অস্থির হন। আমরা সকলে অনুপায় ভাবিয়া ঢাকা হসপিটালে নিযা আসি, তথায ডাক্তার বাবুরা বলিলেন "ইউটারিন এবসেস্" এতদিন অস্ত্র না করায Pyœmia পাইমিযা হওযার সম্ভাবনা। ইহাতে রোগিনী অত্যন্ত ভীতা হইযা চিৎকার করিতে থাকে। ঐ অবস্থায় শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র সেন ডাক্তার মহাশয় নিকট রোগিনীকে লইযা আসি, তিনি অতি সহজে অস্ত্র করিয়া দেন এবং তাহাতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বিবর্ণ পুঁজ নির্গত হইতে থাকে। তিনি ঔষধ দ্বারা পট্টিবান্ধিযা দেন এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধ ব্যবস্থা করেন। অত্যন্ত দুর্গন্ধ যুক্ত পুঁজ সহ ঘা হইতে সময সময ভুক্ত দ্রব্য এবং মল নির্গত হইতে দেখিযা অনেক ডাক্তারই বলিয়াছিলেন যে "পাইমিযা" হইযাছে, এ অবস্থায কখনও রোগী বাঁচিবেনা, ঔষধ খাওযান বৃথা। আমরা এবিষয পূর্ণ বাবুর নিকট বলাতে তিনি আমাদিগকে সাহস দেন এবং ভাল ভাল ঔষধ দিযা অল্প দিনের মধ্যে ফল দেখান। সমস্ত তলপেট পাকিযাছিল, তাহা ক্রমে সারিযা একমাস মধ্যে ঘা শুখাইয়া যায। কাহারও মনে বিশ্বাস ছিলনা যে এ অবস্থায় রোগী বাঁচিবে।

সাং কমলাপুর, ঢাকা। } শ্রীরজনীকান্ত চাকলাদার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার।

(৮) এননিকা মলম এবং সালসা কনসেনট্রেটেড দ্বারা অনেক কঠিন দুরারোগ্য ঘা অতি আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র গুপ্ত
মেডিকেল প্রাকটিশনার
উল্টাডাঙ্গা রোড, কলিকাতা।

সালসা কন্‌সেন্‌ট্রেটেড্।

এই সালসা রক্ত পরিষ্কারক, এবং রক্ত বৃদ্ধি কারক। ইহা বলকারক এবং শরীর পুষ্টিকারক। এই সালসাতে পারদ দোষ নিবারিত হয়। ইহাতে উপদংশ বিষ ধ্বংশ করিয়া শরীর হইতে নির্গত করে। ইহাতে দুর্ব্বল এবং কৃশ রোগীকে সবল করে, এবং এই সালসা সেবনে চর্ম্মরোগ, শরীর বেদনা, গ্রন্থিতে বেদনা, অস্থিতে বেদনা, অস্থ্যাবরক পরদার বেদনা, পেরিয়সটাইটিস্ ইত্যাদি নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

এই সুস্বাদু এবং অসামান্য শক্তি সম্পন্ন সালসা স্ফোটক, শরীরের নানাস্থানে বহুদিনের পুরাতন দুরারোগ্য কঠিন ক্ষত, অস্থিক্ষয়, জিহ্বায়, মুখে ও গলায় ক্ষত, চক্ষুতে ক্ষত, পিনস রোগ, গরমির গোটা, সিফিলিটিক্ ইরাপসন্, শিরঃরোগ, রক্তাল্পতা এবং সর্ব্বপ্রকার দোষিত রক্তের ও বিবিধ দুরারোগ্য ঘায়ের অতি উত্তম পরীক্ষিত ঔষধ। ইহা স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধি কারক এবং পরিপাক শক্তির উত্তেজক। পারা এবং উপদংশ দোষ বশতঃ অনেকের মাথার চুল উঠিয়া যায়। তাহা এই সালসাতে অচিরে নিবারিত হয়।

এই সালসা সকল ঋতুতে সকল ব্যক্তিই (অতি শিশুও) নিরাপদে ব্যবহার করিতে পারে। আহারাদির কোন কঠিন নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়না। বিলাতি ও অন্যান্য সালসার চাকচিক্য ও মুগ্ধকর বিজ্ঞাপনে অনেকে ভুলিয়া পড়েন এবং ফল না পাইয়া শেষে অনুতাপিত হন। কিন্তু এই সালসা সেবনে কেহই নিরাশ হইবেন না কারণ এই সালসা সর্ব্বদাই ফলপ্রদ এবং অন্যান্য সালসা হইতে ইহা শতগুণে উপকারী।

ব্যবহারের নিয়ম :—মাত্রা ১০ ফোঁটা ঔষধ এক আউন্স পরিমাণ জলের সহিত প্রাতে, বিকালে এবং রাত্রে, প্রতিদিন তিনবার করিয়া সেব্য। বালকের প্রতি ৫ ফোঁটা এবং শিশুর প্রতি ১ ফোঁটা মাত্রা।

কয়েকখানা পত্রের সারাংশ :—

(১) আমার বোধ হইতেছে আমি যেন নূতন শরীর ধারন করিতেছি। এচ, উইলকিনসন্

পিঃ ডবলিউ ইন্স্পেক্টার ডন গড়গড, রায়পুর সি, পি।

(২) পারদ জনিত রোগের জন্য সালসা কনসেনট্রেটেড অব্যর্থ মহৌষধ। শরীরের সমস্ত সন্ধিতে সর্ব্বদা যে বেদনা বোধ করিতাম তাহা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছে। পূর্ব্বে অনেক ডাক্তারের ঔষধ ব্যবহার করিয়া আমি কোন ফল পাই নাই, সুতরাং এই সালসা যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীবিশ্বেশ্বর রায়

ভূম্যাধিকারী, গ্রাম শ্রীকাঠী, পোঃ উথলী। ঢাকা।

(৩) সালসা কনসেনট্রেটেড্ সেবনে আমার একবন্ধু অতি আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হইয়াছে। উক্ত বন্ধু অন্যান্য অনেক সালসা ও বহুবিধ ঔষধ সেবনে ও কিছু মাত্র ফল পান নাই বরং ক্রমে ক্রমে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছিলেন। উপদংশ এবং পারদ জনিত সর্ব্বপ্রকার রোগের জন্য এই সালসা অমোঘ এবং শীঘ্র কার্য্যকারী। শ্রীহারানচন্দ্র গুহ, ষ্টীমার এজেণ্ট আজমিরিগঞ্জ, শ্রীহট্ট।

(৪) সালসা কনসেনট্রেটেড্ সেবনে আমার ৪০ বৎসরের ঘা শুখাইয়াছে। শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায় নবদ্বীপ।

(৫) আমার নানাবিধ জটিল রোগের জন্য কলিকাতার প্রধান২ কবিরাজ এবং ডাক্তারগণের অনেক ঔষধ এবং নানা প্রকার সালসা সেবনে কিছুই উপকার না পাইয়া অবশেষে এই সালসায় অল্প সময়ে আরোগ্য হইয়াছি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রানাঘাট।

দদ্রু রোগ, দাদ।

কেম্ব্রিকলপিয়া মলম ২।৩ বার মালিস করিলে দদ্রুরোগ ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য হয়। ব্যবহারে জ্বালা যন্ত্রণা বা দুর্গন্ধ নাই।

পাচড়া, বিখাউজ।

পাচড়া জন্য রেবিনাম ২ ফোটা মাত্রায় এবং সালসা কনসেনট্রেটেড ১০ ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যেকটী প্রতিদিন দুইবার করিয়া খাইলে, এবং পাচড়ার উপর রেবিনাম মলম মালিস করিলে অতি কঠিন পাচড়া রোগ ৫।৭ দিনে আরোগ্য হয়।

বিখাউজ এবং পাচড়াব ভাল ঔষধ হমিওপ্যাথিতে যেমন আছে, অন্য কোন চিকিৎসাতে তেমন নাই। ডাক্তার কবিরাজের ঔষধে বৎসরেক ভুগিয়া ও যাহারা এই কষ্টকর রোগের হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে পারেন নাই, এমত অনেক রোগী এই প্রণালীর ঔষধে অল্প সময়ে নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হইয়াছে। হোমিওপ্যাথিক মতে সালফার এই রোগে ব্যবহৃত হয়। সামান্য পাচড়া সালফারে আরোগ্য হয়, কিন্তু কঠিন রোগে সালফার দ্বারা কিছুই উপকার পাওয়া যায়না। সর্ব্ব শরীরে অতি কদর্য্য পাচড়া, অত্যন্ত কষ্টকর সেজা বা ফোড়া, শরীর যেন খসিয়া পড়িবে এই প্রকার অতি কঠিন, অনেক পাচড়ার রোগী আমি আরাম করিয়াছি। তন্মধ্যে কয়েকটীর বিবরণ নিম্নে দিলাম ঃ—

(১) মহেশ্বরদি পরগনার জনৈক কবিরাজের কন্যা অতি কঠিন পাচড়া রোগে প্রায় বৎসরেক কষ্ট পায়। কবিরাজি মতের অনের ঔষধ ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহাতে কোন ফল হয়না। অবশেষে হমিওপ্যাথিক সালসা ও বেরিনাম সেবন এবং বেরিনাম মলম প্রয়োগে ৮।১০ দিনে আরোগ্য লাভ করে।

(২) ঢাকার নবাবের তেলিখালির নায়েব শ্রীযুক্ত বাবু শশী-ভূষণ সেনের পুত্র অতি কঠিন পাচড়া ও বিখাউজ রোগে অনেক মাস যাবত ভুগিতেছিল। সর্ব্ব শরীরে বড় বড় পাচড়া হইয়া-ছিল, এবং তজ্জন্য অত্যন্ত যন্ত্রণা পাইত। উপরোক্ত ঔষধ ৭।৮ দিন ব্যবহারে আরোগ্য লাভ করে।

(৩) নারায়ণগঞ্জের শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার দত্তের একটী ছোট পুত্রের সর্ব্ব শরীরে ভয়ানক পাচড়া ও বিখাউজ হইয়াছিল।

...নি সকলে ঘা হইয়া ফাটিয়া যাওয়ার মত হইয়াছিল। উক্ত ...সেবনে অল্প কয়েকদিনে উপকার দর্শে।

...রেবিনাম মলমে কোন জ্বালাযন্ত্রণা, কি দুর্গন্ধ নাই এবং ইহাতে ভবিষ্যতে ও কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

দুধবাড়া হাগা, দোষিত মাতৃদুগ্ধ পান জনিত পেটের পীড়া জন্য ষ্ট্রনথিষেটা ১ গ্রেইন মাত্রায়, ২।৩ দিন, এবং নিলিয়াম, ক্রিপারসিকন ও সেলিনিকাম এক ফোটা মাত্রায় রোগের অবস্থানুসারে প্রত্যেকটী প্রতিদিন একবার কি দুইবার।

ওলাউটার পরবর্ত্তী ভেদ বা পুনঃ পুনঃ পাতলা বাহ্য কিছু খাইলেই পেট ফাঁপিয়া উঠা, বারে বারে বাহ্য হইলে পরে পেট খালি হওয়া, কিছু খাইলেই পুনরায় পেট ফাঁপা ইত্যাদি লক্ষণ কোন ঔষধে না কমিলে, ষ্ট্রনথিষেটা এক কি দুই মাত্রা। এবং ক্রিপারসিকন ও সেলিনিকাম ১ ফোটা মাত্রায় পর্য্যায়ক্রমে ১, ২, কিম্বা তিন ঘণ্টান্তর খাইলে আরোগ্য হয়।

ওলাউঠা, ভেদ এবং আমাশয়ের পর মুখে হাতে এবং পায়ে শোথ জন্য পারমোরিয়া ২ফোঁটা মাত্রায় প্রতিদিন ৩।৪ বার সেব্য।

হাঁপানির উৎকৃষ্ট ঔষধ ট্রেগেন্থা এবং কিউরেরিয়াম মাত্রা তিন ফোটা। ফিটের সময় ১৫ মিনিট কি আদঘণ্টান্তর খাইলে ফিট শীঘ্র উপশম হয়। তৎপর প্রত্যেকটী প্রতিদিন দুইবার করিয়া মাসেক খাইলে হাঁপানি রোগ আরোগ্য হয়।

যাহারা হাঁপানির দারুন যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন তাঁহারা ইহা ব্যবহার করিলেই বুঝিতে পারিবেন [illegible] ঔষধ হইতে ইহা ...সকল শ্রেষ্ঠ।

ঠিকানা ডাক্তার শ্রীপূর্ণ চন্দ্র সেন পাটুয়াটুলী, ঢাকা।

এলোপ্যাথিক জ্বর চিকিৎসা।

—oo—

এলোপ্যাথিক ঔষধের মাত্রা ঠিক করিয়া লওয়া বড়ই কঠিন। এক্ষণে প্রত্যেক ঔষধের মাত্রা যাহাতে সহজে ঠিক করিয়া লইতে পারা যায়, সে প্রকার সহজ উপায় অবলম্বন করা গেল, যথা—মনে কর কুইনাইন্‌ একটী ঔষধ ইহার পূর্ণ মাত্রা ১০ গ্রেণ।

বিশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিদিগের পক্ষেই যদি পূর্ণ মাত্রা প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে এক বৎসর বয়স্ক শিশুর পক্ষে কত পরিমাণ ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে— অর্দ্ধ গ্রেণ* দুই বৎসরে এক গ্রেণ, ৫ বৎসরে ২৷৹ গ্রেণ, ১০ বৎসরে ৫ গ্রেণ, ২০ বৎসরে ১০ গ্রেণ (পূর্ণ মাত্রা)।

---

* কি প্রকারে অর্দ্ধ গ্রেণ হইবে, মনে কর বিশ বৎসরে দশ গ্রেণ, ... এই দশ গ্রেণকে বিশ ভাগ করিয়া তাহার এক ভাগ অর্দ্ধ গ্রেণ ... এখন এই অর্দ্ধ গ্রেণ এক বৎসর শিশুর প্রতি ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

... ঔষধের মাত্রা বা পরিমাণ ঠিক করিয়া লওয়া উচিত। ... যদি কোন ঔষধের পূর্ণমাত্রা ৫ গ্রেণ হয়, তাহা হইলে এক বৎসরে ...সিকি গ্রেণ হইবে দুই বৎসরে অর্দ্ধ গ্রেণ হইবে, চারি বৎসরে ... এই নিয়মে এলোপ্যাথিক ঔষধের মাত্রা ঠিক করিয়া লইবে।

২০ বৎসর বয়সে যদি পূর্ণ মাত্রা দেওয়া হয়, তাহা হইলে ১ বৎসরে বিশ ভাগের এক ভাগ মাত্রা ঔষধ দেওয়া বিধি। এই নিয়মে প্রত্যেক ঔষধের মাত্রা ঠিক করিয়া লওয়া আবশ্যক, আবার অধিক বয়স্ক ব্যক্তিগণের পক্ষেও ঔষধের মাত্রা হ্রাস হইয়া থাকে।

এই পুস্তকের মধ্যে যে সকল ঔষধ লিখিত হইল তাহার সমস্তই পূর্ণ মাত্রা।

—00—

পথ্য।

জ্বর অবস্থায় পিপাসা থাকিলে শীতল জল বা বরফের টুকরা, জ্বর হ্রাস হইলে জল-সাগু, জল-এরারুট, জল-বার্লী, অল্প মিছিরি চূর্ণ ও ১০।১২ ফোঁটা পাতিলেবুর রস সহযোগে দেওয়া যাইতে পারে। অথবা দুগ্ধ-সাগু, দুগ্ধ-বার্লী, মিছিরি চূর্ণ মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। বেদানা ..নফল, কিসমিস, খই এ সকলও দিতে পারা যায়। ... হইলে ৪৮ ঘণ্টার পর অন্ন ও মৎস্যের ঝোল ... বিধি।

ফিবার মিকশ্চার।

(ক)

[illegible] জ্বরের প্রথম অবস্থায় অথচ কোষ্ঠ পরিষ্কার [illegible] এমত অবস্থায় এই ঔষধ ব্যবস্থা করিলে ঘর্ম্ম ও মূ[illegible] [illegible] হইয়া জ্বরের উত্তাপ হ্রাস করিয়া থাকে। যথা—

লাইকর এমন এসিট	১ আউন্স
স্পিট ইথার নাইট্রিক্	২ ড্রাম
পটাস নাইট্রাস্	১ ড্রাম
একোয়া ক্যাম্ফর	৬ আউন্স

উপরের ৪টী ঔষধ একত্র করিয়া ৮টী দাগ দিয়া রাখ প্রত্যেক দাগ তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন [illegible]।

FEVER MIXTURE.

℞.

Liq. Ammon. Acetat		℥ij
Spt. Æther Nitric		ʒij
Pot. Nitras		ʒj
Aqua Camphor	ad	℥vj

Ft. mist.

Put 8 mar[illegible] mark may b[illegible] [illegible] three hours during fever.

একটী লোকের জ্বর হইয়াছে, এই জ্বর অবস্থায় নাড়ী অত্যন্ত দুর্ব্বল অথচ কোষ্ঠবদ্ধ, প্রথম দুর্ব্বল অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ নিবারণ করিবার জন্য নিম্নের লিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করা আবশ্যক। যথা—

ক্যাষ্টর অয়েল ১ আউন্স
সিরাপ রোজ ১ আঃ
ইনঃ রোজ কমঃ ৬ আঃ

এই তিনটী ঔষধ একটী শিশির মধ্যে একত্রিত করিয়া ৮টী দাগ দিয়া রাখ, এক্ষণে প্রতি দাগ দুই ঘণ্টান্তর সেবন করাইবে যে পর্য্যন্ত কোষ্ঠ পরিষ্কার না হয়। কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলে আর এই ঔষধ সেবন করাইবে না।

℞.

Castor oil ℥j
Syrup Rosæ ℥j
Infus. Rosæ Comp. ℥jv

Ft. mist.

Put 8 marks, one mark may be given every two hours till bowels freely operate.

(গ)

যদি কোন ব্যক্তি বলবান হয়, অথচ তাহার কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে তবে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। যথা—

সলফেট্ অফ্ ম্যাগ্নেসিয়া	১ আউন্স
সিরাপ রোজ	১ আঃ
ইনঃ রোজ কমঃ	৬ আঃ
ইনঃ সেনা	১ আঃ

উপরের ৪টী ঔষধ একত্রিত মিশ্রিত করিয়া ৮টী দাগ দিয়া রাখ এবং প্রতি দাগ দুই ঘণ্টান্তর সেবন করাইবে যে পর্যান্ত কোষ্ঠ পরিষ্কার না হয়।

℞.

Magnesiæ Sulphatis	℥j
Syrup Rosæ	℥j
Infus. Rosæ Comp.	℥vj
Infus. Senna.	℥j

Ft mist.

Put 8 marks, one mark may be giv... hours till bowels fre... ...te

সবক কিম্বা সোনামুখীর

(ঘ)

কোন জ্বরভুক্ত বলবান ব্যক্তির কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে তাহাকে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা আবশ্যক। যথা—

একসম্ সলট্	১ আউন্স
সোরা	১ ড্রাম
নাইট্রিক্ ইথর	২ ড্রাম
এণ্টিমনিয়্যাল ওয়াইন	১ ড্রাম
সিরাপ লিমন	১ আউন্স
লাইকর এমন এসিড	১॥০ আঃ
কর্পূরের জল	৩ আঃ

এই ৭টী ঔষধ একত্র করিয়া ৬টী দাগ দিয়া রাখ এবং প্রতি দাগ এক বা দুই ঘণ্টান্তর জ্বরকালীন সেবন করাইবে যে পর্য্যন্ত কোষ্ঠ পরিষ্কার ও জ্বরের শমতা না হয় সে পর্য্যন্ত সেবন করাইবে।

℞.

Magnes Sulph	℥j
Pot. nit	ʒj
Spt. Æther nitric	ʒij
Vin. Ant	ʒj
Syrup Lemon	℥j
Liq. Ammon Acet	℥jss
Aqua Camphora	℥iij

Ft mist.

Put 6 marks, one mark may be given every one or second hour, during fever.

(ঙ)

বমন থাকিলে এণ্টিমনিয়াল ওয়াইন না দিয়া নিম্ন লিখিত লিমনেড্ তৈয়ারী করিয়া পান করাইবে। অতিশয় তৃষ্ণা থাকিলেও ইহা পানে তৃষ্ণা ও বমন উভয়ই নিবারণ হইবে

লিমনেড।

কার্ব্বনেট অফ্ সোডা	২ এস্ক্রুপল্
শুভ্র চিনি	১ ড্রাম
লেবুর তৈল	২।১ বিন্দু
টার্টেরিক্ এসিড	১৭ গ্রেণ

প্রথমে চিনির সহিত লেবুর তৈল মিশ্রিত করিবে, পরে উহাতে সোডা মিশাইবে অর্দ্ধ পিণ্ট জলে কিম্বা বরফ মিশ্রিত জলে গুলিয়া এসিড দিবামাত্র যেমন ফ উঠিবে অমনি পান করিতে দিবে।

LEMONADE

℞.

Sodæ Carb	℈ij
Sacchari alb	ʒj
olei lemon	mj or mij
Acid tartaric	gr xvij

Put oil lemon with sugar then add the Carbonate of sodæ, dissolve the whole in half a pint of water or iced water and lastly add the Tartaric acid and drink.

(৮)

বলহীন অথবা ৮।১০ দিনের অনভুক্ত রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে প্রথম (খ) সংখ্যক ঔষধ দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করাইয়া পরে নিম্নলিখিত ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করিবে।

লাইকর এমন এসিট	১ আউন্স
টিংচার সিনকোনা কমঃ	২ ড্রাম
ভাইনাম ইপিকাক্	৷৹ ড্রাম
স্প্রিট নাইট্রিক্ ইথর	২ ড্রাম
ক্লোরেট অফ পটাস	১ ড্রাম
কর্পূরের জল	৭ আউন্স

উপরের ৬টী ঔষধ একত্রিত করিয়া ৮টী দাগ দিয়া রাখ এবং প্রতি দাগ তিন ঘণ্টান্তর অবকালীন সেবন করাইবে যে পর্য্যন্ত জ্বর ত্যাগ না হয়।

℞

Liq Ammon Acet	℥j
Tinct Cinchona Comp	ʒ ij
Vin Ipecac	ʒss
Spt Æther Nitric	ʒ ij
Chlorate of Potas	ʒj
Aqua Camphora	℥vij

Ft mist.

Put 8 marks, one mark may be given every three hours, during fever.

যদি কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে কিম্বা পূর্ব্ব দিবসে কো-
প্রকার বিরেচক ঔষধ সেবন করান হইয়া
কইলে (চ) সংখ্যক ঔষধ দিবে। আর যদি
থাকে তবে ঐ ঔষধ ব্যবস্থা না করিয়া নিম্নলিখিত
সেবন করাইবে।

(ছ)

ডি: সিনকোনা	৩॥০ আউন্স
লা: এমোন সাইট্রাস্	১ আ:
স্পিরিট নাইট্রিক্ ইথর	২ ড্রাম
ভাইনম্ ইপিকাক্	।০ ড্রাম
টিং কাম্ফর কম:	২ ড্রাম
সিরাপ লেমন	১ আউন্স

এই ৬টি ঔষধ একত্র করিয়া ১ আউন্স পরিমাণে প্র-
ঘণ্টায় সেবন করাইবে যে পর্য্যন্ত জ্বর ত্যাগ না হয়
রোগীর কিঞ্চিৎ বলহীন বোধ হয়, তবে ইহার
১ কিম্বা ২ আউন্স পোর্ট ওয়াইন মিশাইয়া দিবে।

℞.

Decoct. Cinchonæ	℥iijss
Liq. Ammon Citratis	℥j
Spt. Æther Nitric	ʒ j
Vinum Ipecac	ʒss
Tinct. Camphoræ Co.	ʒ j
Syrup Lemon	℥j

Ft mist.

An ounce may be given every three ho-
-maing fever.

যদি অত্যন্ত শিরঃপীড়া থাকে এবং চক্ষু আরক্তিম হয় তবে মস্তক মুণ্ডন করিয়া শীতল জলের পটি শিরোপরি সংলগ্ন করা বিধি। কিন্তু সামান্য জ্বরে ইহার প্রয়োজন হয় না।

(ঙ)

বিকারাবস্থায় রোগীকে দিলে বিকার নাশ হয়।

এসিড নাইট্রো-মিউরিয়্যাটিক্ ডিল:	২ ড্রাম
টীং সিনকোনা কম:	২ ড্রাম
ভাইনাম্ গ্যালিসাই	১ আউন্স
স্পিঃ ক্লোরিক্ ইথর	২ ড্রাম
ক্লোরেট অফ্ পটাস্	১ ড্রাম
ডিককসন্ সিনকোনা	৭ আউন্স

এই ৬টী ঔষধ একত্রিত করিয়া ৮টী দাগ দিবে এবং প্রতি দাগ দুই ঘণ্টান্তর সেবন করিতে দেও

℞.

Acid Nitro-muriatic dil	ʒij
Tinct. Cinchonæ Comp	ʒij
Vinum Gallici	℥j
Spt Chloric Æther	ʒij
Chlorate of Potas	ʒj
Decoction Cinchona	℥vij

Ft mist.

Put 8 mark , one mark may be given

ষ্টিমিউল্যান্ট।

(ক)

বিকার অবস্থায়।

স্পিট এমন এরোম্যাটিক্	২ ড্রা।
স্পিট সলফিউরিক্ ইথর	২ ড্রাম
ভাইনাম্ গ্যালিসাই	৩ আউন্স
কাম্ফর মিক্শ্চার	৩ আঃ

উপরের ৪টী ঔষধ একত্র করিয়া ৬টি দাগ দিয়া রাখ... প্রতি দাগ অর্দ্ধ বা এক ঘণ্টান্তর সেবন করা... জ্বরের বিকারের সময় ক্ষীণ অবস্থায় যত বার আ... দেওয়া যাইতে পারে।

STIMULANT.

℞.

Spt. Ammonia Aromatic	ʒij
Spt. Sulphuric Æther	ʒij
Vin. Gallici	℥iij
Camphor mixture	℥iij

Ft. mist.

Put 6 marks, one mark may be gi... half an hour.

(ঞ)

বিকারের সময় ধমনীর ক্ষীণাবস্থা হইলে এই ঔষধ যতবার আবশ্যক দেওয়া যাইতে পারে।

কার্ব্বনেট অফ্ এমনিয়া	৩০ গ্রেণ
ভাইনাম্ গ্যালিসাই	৩ আউন্স
টিংচার সিনকোনা কম:	২ ড্রাম
ক্যাম্ফর মিকশ্চার	৩ আউন্স

উপরের ৪টি ঔষধ একত্র করিয়া ৬টি দাগ দিয়া রাখ এবং প্রতি দাগ অর্দ্ধ বা এক ঘণ্টান্তর সেবন করাইবে।

Carbonate of Ammonia	℈ss
Vin. Gallici	℥iij
Tinct. Cinchona Comp.	ʒij
Camphor mixture	℥iij

Ft. mist.

Put 6 marks, one mark may be given every one or half an hour.

(ট)

বিকারাবস্থায় জ্বর বিচ্ছেদ কালে এই ঔষধ যতবার আব-শ্যক দেওয়া যাইতে পারে—জ্বর-বিকার দুর্ব্বলতার পক্ষে।

কুইনাইন্	১ ড্রাম
এসিড নাইট্রো-মিউরিয়্যাটিক্ ডিল:	১৷৹ ড্রাম
পোর্ট ওয়াইন্	৩ আউন্স
ডিককৃসন্ সিন্‌কোনা	৩ আ:

এই ৪টি ঔষধ একত্র করিয়া ৬টি দাগ দিয়া রাখ এবং প্রতি দাগ অর্দ্ধ বা এক ঘণ্টান্তর সেবন করিতে দেওয়া বিধি

℞.

Disulph Quinine	ʒj
Acid Nitro-muriatic dil.	ʒjss
Vinum Rubrum or Port wine	℥iij
Decoction Cinchona	℥iij

Ft. mist.

Put 6 marks, one mark may be given every one or half-an hour.

সুস্থাবস্থায় এমন চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, যাহাতে পুনর্ব্বার জ্বর না আইসে তজ্জন্য প্রথমতঃ রোগীকে সাগুদানার মণ্ড কিঞ্চিৎ মিছরী চূর্ণ ও লেবুর রসের সহিত কিম্বা মিছরী ও দুগ্ধ সহ মিলিত করণ পূর্ব্বক পথ্য দিয়া নিম্নলিখিত এই ঔষধ সেবন করাইবে।

কুইনাইন্	২০ গ্রেণ
কর্পূর	৪ গ্রেণ
এক্সট্রাক্ট জেন্সিয়্যান	আবশ্যক মত

এই তিনটী ঔষধ একত্রে মিশাইয়া ৪টী বটিকা প্রস্তুত করিয়া রাখ এবং এক একটী বটিকা এক ঘণ্টান্তর বিজ্বর কালীন সেবন করাইবে।

℞.

Quinine Sulph	℈j
Pulv Camphoræ	gr iv
Extract Gentian	q. s.

Ft. Pill iv

One every hour during absent fever.

এই ঔষধ সেবনে প্রায়ই জ্বর হয় না। যদি কিঞ্চিৎ জ্বর বোধ হয়, তবে জ্বর কালীন উষ্ণ অবস্থায় পশ্চাৎ লিখিত ঔষধ সেবন করিতে দেওয়া বিধি।

(ড)

জ্বরকালীন উষ্ণ অবস্থার পক্ষে—

ডিঃ সিন্‌কোনা	৩॥০ আউন্স
টীং সিন্‌কোনা	২ ড্রাম
লাঃ এমোন এসিটেট্‌	১ আউন্স
নাইট্রিক্ ইথর	১॥০ ড্রাম
ভাইনম্ ইপিকাক্	॥০ ড্রাম
সিরাপ রোজ	১ আউন্স

এই ৬টি ঔষধ একত্র করিয়া ৬টী দাগ দিয়া রাখ এবং প্রতি দাগ প্রতি ঘণ্টান্তর জ্বরকালীন সেবন করিতে দেওয়া বিধি।

℞.

Decoct. Cinchonæ	℥iijss
Tinct. Cinchonæ	ʒij
Liq. Ammon Acet	℥j
Spt. Æther Nitric	ʒjss
Vinum Ipecac	ʒss
Syrup Rosæ	℥j

Ft. mist.

Put 6 marks, one mark may be give every hour, during fever.

এই ঔষধ সেবনে জ্বর মগ্ন হইলে পুনর্ব্বার সুস্থাবস্থায় সাগু মণ্ডের পথ্য দিয়া নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করাইলে উপকার দর্শিতে পারে।

(চ)

কুইনাইন মিকৃশ্চার।

কুইনাইন্	২৪ গ্রেণ
এসিড সল্‌ফিউরিক ডিল:	৪০ ফোঁটা
টিং কার্ডেমম্ কম:	১ ড্রাম
জল	৬ আউন্স

এই ৪টী ঔষধ একত্র করিয়া ৬টী দাগ দিয়া রাখ এবং প্রতি দাগ এক বা দুই ঘণ্টান্তর বিজ্বর কালীন সেবন করিতে দেওয়া বিধি।

Quinine Mixture

℞

Disulph Quinine	grs xxiv
Acid Sulphuric dil	m xl
Tinct. Cardamom Co.	ʒj
Aqua	℥vj

Ft mist.

Put 6 marks, one mark may be given every one or two hours during absent fever.

(৭)

এই ঔষধ সেবনে জ্বর আসা বন্ধ হইতে পারে।

কুইনাইন্	২৪ গ্রেণ
এসিড সলফিউরিক ডিলঃ	৩০ ফোটা
টীংচার ক্যাপসিকম্	৪০ ফোটা
জল	৬ আউন্স

উপরের ৪টী ঔষধ একত্র করিয়া ৬টী দাগ দিয়া র... এবং প্রত্যেক দাগ জ্বর বিচ্ছেদ কালে এক বা দুই ঘণ্টা... সেবন করিতে দেওয়া বিধি।

℞.

Qninine	grs. xxiv
Acid Sulphuric dil	m xl
Tincture Capsicum	m xl
Aqua	ad ℥vj

Ft. mist.

Put 6 marks, one mark may be given ...or two hours during absent fever.

...দি পুনর্ব্বার জ্বর হয়, তবে জ্বর কালীন (ড) সংখ্যা... অল্প পরিমাণে সেবন করাইবে এবং জ্বর আগমনের ...কালে ১০।১২ গ্রেণ কুইনাইন্ একবারে সেবন করাইলে ...জ্বর আসা বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

কিন্তু ইহাতেও যদি জ্বর না যায় তবে সুযোগ্য চিকিৎ... ব্যবস্থা লওয়া আবশ্যক।

(ঙ)

জ্বর আরোগ্য হইয়া গিয়াছে তথাপি দুর্ব্বল অবস্থা টনিক ঔষধ ব্যবস্থা করা আবশ্যক। যথা—

টনিক্ মিকশ্চার।

কুইনাইন্	১৬ গ্রেণ
ফেরি সলফ	৪ গ্রেণ
এসিড সলফিউরিক্ ডিলঃ	২০ ফোটা
জল	৮ আউন্স

উপরের ৪টী দ্রব্য একত্র করিয়া ৮টী দাগ দিয়া বাঁধ এবং প্রতি দাগ ছয় বা সাত ঘণ্টান্তর সেবন করিতে দেওয়া বিধি।

TONIC MIXTURE.

℞.

Quininæ Sulph	grs xvj
Ferri Sulph	grs iv
Acid Sulphuric dil,	m xx
Aqua	℥viij

Ft mist.

Put 8 marks, one maık may be given every six or seven hours.

এই ঔষধ ১০।১৫ দিন সেবন করাইবে, কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে উহার সহিত ম্যাগ্নেসিয়া সলফ এক আউনস্ মিশাইয়া দিবে। এই ঔষধ সেবনে জ্বর আসা বন্ধ হইয়া রক্তের ভাগ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ইহা পুরাতন ও ম্যালেরিয়া জ্বরে ব্যবহার কারণে বিশেষ ফল পাওয়া যায়

(খ)

এই ঔষধ সেবন করিলে দুর্ব্বল রোগীকে সবল করিয়া থাকে। এই ঔষধ জ্বরের পর ব্যবস্থা করা উচিত।

এসিড নাইট্রো মিউর ডিলঃ	১ ড্রাম
এসিড ফস্ফরিক্ ডিলঃ	১ ড্রাম
টিংচার নক্সভমিকা	২৪ ফোটা
ইনঃ চিরেটা	৬ আউন্স

উপরোক্ত ৪টি ঔষধ একত্র করিয়া ৬টি দাগ দিয়া রাখ, প্রতিবার এক দাগ করিয়া সেবন করাইবে। দিবসে দুই বা তিন বার করিয়া দেওয়া বিধি।

℞.

Acid Nitro-mur. dil	ʒj
Acid Phosp. dil	ʒj
Tincture Nux vomica	♏ xxiv
Inf. Chiretta	ad ℥vj

Ft. mist.

Put 6 marks, one mark, each time, may be given every morning and evening or three times a day.

—00—

পরিশিষ্ট।

(১)

যদি কাহারও রক্ত খারাপ হইয়া থাকে, তবে এই ঔষধ সেবন করাইলে তাহার রক্ত পরিষ্কার হয়।

পটাস আয়োডাইড্	৮ গ্রেণ
পটাস বাই কার্ব্ব	৪০ গ্রেণ
ইনঃ চিরেতা	৪ আউনস্

উপরের তিনটী ঔষধ একত্র মিশ্রিত করিয়া ৪টী দা[গ] দিয়া রাখ, প্রত্যেক বার এক দাগ করিয়া সেবন কর[াইতে] হয়। দিবসে দুইবার প্রাতে ও সন্ধ্যার সময়।

℞.

Pot. Iodide	grs viij
Pot. Bicarb	grs xl
Inf. Chiretta	ad ℥iv

Ft. mist.

Put 4 marks, one mark, each time, may [be] given every morning and evening.

(২)

যদি কাহারও সর্দ্দি কাশি হয় তবে এই ঔষধ সেবন করাইলে তাহার কফঃ নিঃসরণ হইয়া সর্দ্দি ও কা[শি] উপশম হয়।

এমন কার্ব্ব	২০ গ্রেণ
এমন ক্লোরাইড	১ ড্রাম
ভাইনাম ইপিক্যাক	১ ড্রাম
কর্পূরের জল	৬ আউন্স

উপরের ৪টী ঔষধ একত্র করিয়া ৬টী দাগ দিয়া রাখ। প্রত্যেক দাগ এক একবার সেবন করাইবে। দি[বসে] ... করিয়া সেবন কর[াইবে]।

℞.
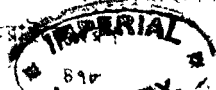
Ammon Carb	℈j
Ammon Chloride	ʒj
Vin. Ipecac	ʒj
Aqua Camphor	ad ℥vj

Ft. mist.

Put 6 marks, one mark, each time, may be given two or three times a day.

(৩)

যদি কাহারও অগ্নিমান্দ্য বদহজম, পেট ফাঁপা অম্বলের পীড়া হয় তবে নিচের লিখিত ব্যবস্থা অনুযায়ী ঔষধ সেবন করাইতে হয়।

সোডা বাই কার্ব্ব	১ ড্রাম
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব	৪০ গ্রেণ
এসিড কার্ব্বলিক	২ ফোটা
টিংচার নক্সভমিকা	১৫ ফোটা
পিপারমেণ্টের জল	৪ আউন্স

উপরের ৫টা ঔষধ একত্র করিয়া ৪টী দাগ দি প্রত্যেক দাগ দুই ঘণ্টান্তর এক এক বার সেবন করাইবে।

℞.

Soda Bicarb	ʒj
Magnesia Carb	xl
Acid Carbolic	m ij
Tincture Nux vomica	m xv
Aqua Menth pip	ad ℥iv

Ft. mist.

Put 4 marks, one mark, each time, may . en every two hours.

(৪)

যদি কাহারও পেট ফাঁপা, অম্ল ও অজীর্ণ রোগ থাকে আর সেই সঙ্গে কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়।

ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব	১ ড্রাম
ম্যাগ্নেসিয়া সলফ	৪ ড্রাম
স্প্রিট এমন এরোমেটিক্	১ ড্রাম
টিংচার হায়োসায়েমাস্	১ ড্রাম
পিপারমেণ্টের জল	৪ আউন্স

উপরের ৫টী ঔষধ একত্র করিয়া ৪টি দাগ দিয়া রাখ। প্রত্যেক দাগ দুই ঘণ্টান্তর এক এক বার করিয়া সেবন করাইতে হয়।

℞.

Magnesia Carb	ʒj
Magnesia Sulph	ʒiv
Spt. Ammon Aromat	ʒj
Tincture Hyoscyamus	ʒj
Aqua menth piper ad	℥iv

Ft. mist.

Put 4 marks, one mark, each time, may be given every two hours.

চক্ষু উঠিলে বা চক্ষে আঘাত লাগিলে আজ কাল হাঁসপাতালে যে সকল ঔষধের ব্যবস্থা দেওয়া যায় তাহাই অবিকল এখানে দেওয়া গেল। যথা—

এসিড বোরিক	২ গ্রেণ
সলফেট্ অফ জিঙ্ক	১ গ্রেণ
চোয়ান জল	৪ ড্রাম

এই তিনটি ঔষধ একত্র করিয়া লও, পরে অল্প অল্প করিয়া চক্ষে লাগাও, ইহা ব্যবহারে চক্ষু উঠা বা চক্ষে আঘাত লাগা আরোগ্য হয়।

℞.

Acid Boric	grs. ij
Sulphate of zinc	gr j
Aqua distillata	℥iv

Ft. mist.

Apply in the eye, three times a day.

(৬)

প্রমেহ রোগে আজকাল হাঁসপাতালে এই ঔষধ সেব-
নের ব্যবস্থা দেওয়া যায়। যথা—

বালসম্ কোপেবা	১ ড্রাম
মিউসিলেজ	৪ ড্রাম
টিংচার কিউবেব	২ ড্রাম
স্পিরিট ইথর নাইট্রিক	২ ড্রাম
ইনঃ বকু	৪ আউনস্

এই ৫টী ঔষধ একত্র মিশ্রিত করিয়া ৬টী দাগ দিয়া
র, এক এক দাগ প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন
করিতে হয়।

℞.

Balsam Copaiba	ʒj
Tinct. Cubeb	ʒij
Mucilage	ʒiv
Spt. Æther Nitric	ʒij
Inf. Bachu	ad ℥iv

Ft. mist.

Put 6 marks, one mark, each time, may be
.en every three hours.

—oo—

করিবেন। এতদভিন্ন উপসর্গের চিকিৎসা করিবেন।

সেক দিবেন।

ছেরা বন্ধ করিবার আবশ্যক হইলে (ভেদ্র সিন্ধু) ব্যবহার করিবেন। তাহা এই আপাঙ্গসিক ১তোলা, পেটারি সিন্দ ১তোলা, আফিং ৵০ আনা, একত্রে বাঁটিয়া অর্দ্ধেক কাঁচা অর্দ্ধেক পাক, একত্রে খাওয়াইবেন। ইহা একমাত্রা আবশ্যক মত। সর্ব্বাঙ্গে জিয়াতা পাতার রস ও ধুতরা পাতার রস মাখাইবেন। ইহাতে পায়ের রস ও দেহের বেদনা ভাল হইবে কোন সন্দেহ নাই।

জল নিষেধ। আহার নবম ঘাস ইত্যাদি।

চবা সন্নিপাত রোগ।

কারণ। হঠাৎ রক্ত শীতল হইয়া এই রোগ হয়। লক্ষণ সকল গুপ্ত থাকিয়া শরীরকে জীর্ণ করিয়া প্রকাশ পায়।

লক্ষণ। প্রথমতঃ লোম দাঁড়ায়, বিমর্ষভাব ও জড়সড় হইয়া পড়িয়া থাকে।

দ্বিতীয়াবস্থায়। ঘণঘণ নিশ্বাস ফেলে, ঘাড় দোলে, মুখে জল পড়ে, ঈষৎ পেঠ কাঁপে, ও কাঁপিতে থাকে।

তৃতীয়াবস্থায়। চোক কালবর্ণ, পিপাসা অধিক, দেহ সংকোচিত, পা ঝিঁঝিতে থাকে ও নাড়ী প্রায় লুপ্ত হয়, গলার কম্বল, নাক, মুখ, শীত হয় ইত্যাদি।

ভাবিফল। আরোগ্য হয়।

চিকিৎসা।

পূর্ব্ব লিখিত মত উত্তেজক ঔষধ সেবন ; সর্ব্বাঙ্গে সেক ; ও উরির লিখিত শোমাকাগ্নি ব্যবহার করিবেন।

এতদভিন্ন উপসর্গের ঔষধ দিবেন। এখানে একটী উত্তেজক ঔষধের কথা লিখি। আকন্দ পাতার রস, কুঁচ পাতার রস প্রত্যেকে /১০ ছটাক, সুট, পেপুল, মরিচ প্রত্যেকে ১তোলা সচনা ছালের রস ৵০ পোয়া একত্রে সেবন ইহা একমাত্রা যতবার আবশ্যক হয়।

জল নিষেধ। আহার নরম ঘাস ইত্যাদি।

ঝমরা সন্নিপাত রোগ।

কারণ। পূর্ব্বানুরূপ।

লক্ষণ। বিমর্ষভাবে চক্ষু মুদিয়াও ঝুমিতে থাকে, কাঁপিতে থাকে, ঘাড় বাঁকিয়া পড়ে, নাকে মুখে জল পড়ে, মুখ মাথা ভারি হয়, জ্বর বিরাম হওয়া নাড়ী লোপ হইয়া যায় ইত্যাদি।

ভাবিফল। পেট কাঁপিয়া, পাকা ছাড়িলে অসাধ্য জানিবেন।

চিকিৎসা।

পূর্ব্বে যে সকল উত্তেজক ঔষধ লেখা হইয়াছে তাহাই ব্যবহার করিবেন।

উপসর্গ। নিবারণার্থে তৎউপোযুক্ত ঔষধ দিবেন।

জল নিষেধ। আহার নরম ঘাস ইত্যাদি।

বোগো সন্নিপাত রোগ।

কারণ। শরীরের রক্ত শীতল হওয়ার জন্য হয়।

লক্ষণ। কাঁপে, কাণ খাড়া করিয়া থাকে, নাকে মুখে চোখে

জল ও কেণা পড়ে, জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁকারে, বাইঠোকে, খায় না দেহ শীতল হয় ইত্যাদি।

ভাবিফল। প্রায় অশুভ জানিবেন।

চিকিৎসা।

উপরির লিখিত মত উত্তেজক ঔষধ ও উপসর্গ নিবারণ জন্ম তৎব্যবস্থা মত ঔষধ দিবেন। এই পীড়াতে পাকা মদ্য অর্থাৎ যাহাকে (কাণ্টি) বলে; প্রত্যেক বারে এক পোয়া করিয়া ২৩ বার খাওয়াইবেন। (ইহাতে হাঁকারা বাইঠোকা ভাল হয়, এবং নাড়ী সবল করে দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি করে।)

একটি উত্তেজক ঔষধের কথা লিখি তেল বেথো, শুট, পেপুল মরিচ; প্রত্যেকে ১তোলা। সাদাকবরী ফুলের সিক আধতোলা একত্রে বাঁটিযা সচনে ছালের রস ৵০ পোয়া সহ খাওয়াইবেন। ইহা একমাত্রা আবশ্যক মত।

জল নিষেধ। পথ্য নরম ঘাস ইত্যাদি। সময়েং স্নান করাইবেন।

চিকিৎসক মহাশয়, এই কথাটি স্মরণ করিয়া রাখুন। হঠাৎ কোন পীড়া আক্রমণ করিলে যদি রোগ নির্ণয় করিতে গোল যোগ ঘটে, তদবস্থায় আপনি সন্নিপাত নিবারক উত্তেজক ঔষধ ও উপসর্গ নিবারণের ঔষধ ব্যবস্থা করিবেন বিশেষ ফল হইবে এবং ক্রমে রোগ নির্ণয় ও হইয়া যাইবে ইতি।

বাগা তিতিরে সন্নিপাত।

(মতান্তরে হরির্ণা ও বলে।)

কারণ। পূর্ব্বরূপ।

লক্ষণ। জ্বর, সাদা ধুকে, হাঁকারে, জিহ্বা বাহির করিয়া গাঁগাড়ে, জোড়া পা তুলিয়া লাফায় ও দৌড়িয়া যায়। লেজ নাড়ে মুখে জল পড়ে।

দ্বিতীয়াবস্থায়। পেট ফাঁপে, রক্ত প্রস্রাব হয়, দুর্গন্ধ ছাড়ে হাঁপায়, ইত্যাদি।

ভাবিফল।

চিকিৎসা। উরির লিখিত উত্তেজক ঔষধ দিবেন। তৎস মদ্য ব্যবহার করিবেন। পাকা মদ এই পীড়াতে বিশেষ ফল দেয়। এখানে একটি উত্তেজক ঔষধের কথা লিখি (অকাল মৃত্যু হয়) অবলেহ প্রত্যেকে ১তোলা, কেয়াপাতার রস এক পোয়া, সজনা ছালের রস একপোয়া, একত্রে একবারে খাওয়াইবেন। ইহা একমাত্রা। এতদভিন্ন উপসর্গ নিবারণ জন্য তৎ ব্যবস্থা মত ঔষধ দিবেন।

রক্ত প্রস্রাব নিবারণ জন্য (মূত্রোবর) ব্যবহার করিবেন। তাহা এই ;—আউচ ফল /০ ছটাক, মাজুফল ১তোলা, সাদা খয়ের ১তোলা, সাদা বেলেড়ার সিক ১তোলা, আপাঙ্গ সিক আধ তোলা একত্রে বাঁটিয়া খাওয়াইবেন। ইহা একমাত্রা ; আবশুক মত।

উদরাময় (ছেরা) নিবারণ জন্য (গ্রহণী বল্লভ) ব্যবহার করিবেন। তাহা এই ;—বিষকটকে, একনাদি, আপাঙ্গ, ধুনা,

সূচি পত্র।

৩২	১০	থোন.	ঔষধ
৩৫	ঐ	যুত	মুড়
৩৭	১৮	প্লাহায়	প্লীহায়
৩৮	১১	কোঁড়	ফোঁড়
৪০	৬	ধরবর	থববর
৪১	১১	বর্গের	বর্ণের
ঐ	১১	জরের	[illegible]াবর.
ঐ	১৯	সিউপাতার	সিউলিপাতার
৪৭	২	শাওয়াইবেন	খাওয়াইবেন
৪৮	৭	ফলা	ফুলা
ঐ	১২	ফলাটী	ফুলাটী
৪৯	৪	অসয়ে	আসিয়া
৫০	১১	হনকচি	হলকাচ
৫১	৩	গোঁড়	গেঁড়
ঐ	২১	আঁটি	আঁতি
ঐ	২২	একত্রে	একত্র
৫২	১	১ডোবা	১তেলা
ঐ	৪	লেমের	লোমের
৫৩	২০	স্বযুরের	শ্বশুরের
[illegible]	৯	অনানে	আলানে
৫৫	২	অজ্জন্য	তজ্জন্য
ঐ	১৯	অখি	অগ্নি
৫৬	৪	এখন	এমন
ঐ	২৩	ইহয়	ইহার
৫৭	১৪	মুধ	[illegible]
৫৮	১৯	পায়ার	পটায়
৫৯	২৩	চাপন	চাপান
৬২	২২	পশা	পাশ
৬৪	২০	আকুন	আকুণ
৬৫	৩	লান	[illegible]
ঐ	২২	বেপ	[illegible]
৬৬	২৪	দাখিবেন	দেখিবেন
৬৫	৫	লনঙ্গ	লবঙ্গ
ঐ	[illegible]	কুম্বস	কুন্থন
৬৭	৪	জোলাপ	জোয়ান
ঐ	৮	কুকসিয়া	কুকসিমা
ঐ	২৪	ব্যবচ্ছা	ব্যবস্থা
৭৯	৪	আমাণ	আমাণী
ঐ	২৯	প্রার	প্রার
ঐ	২০	খাওয়াইলেন	খাওয়াইবেন

গো চিকিৎসা পদ্ধতি।

—:০:—

প্রথম ভাগ।

—:০:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চিকিৎসক মহোদয় আপনি নিম্নলিখিত কথা গুলি সাধারণের প্রতি উপদেশ প্রদান করিবেন। জল, বায়ু দূষিত হওয়াই রোগ উৎপত্তির প্রধান কারণ। এইজন্য ... বা অন্যান্য পশুকে, পচা জল, জলার বা পলী মিশান তৃণ, খাইতে দিতে নিষেধ। গোয়াল বা খোঁয়াড় হইতে সাদ, মূত, ... স্থানান্তরিত করা বিশেষ আবশ্যক; এবং উক্ত স্থান যাহাতে সেঁতসেঁতে না থাকে, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। বর্ষা ও শীত ঋতুতে, রাত্রি কালে, জল ও শীত যাহাতে না পায় তাহার বন্দবাস্ত করা বিশেষ আবশ্যক। সংক্রামক পীড়া মধ্যে কোন গরুর হইলে তাহাকে পাল হইতে

করিবে। পীড়িত গরুর উচ্ছিষ্ট অন্য গরুকে খাইতে দিবে না।

চিকিৎসক মহোদয় আপনাকে এক কথা বলি যেন স্মরণ থাকে। ঔষধাত্তে মসলা ও গাছ গাছড়া যাহা আবশ্যক, তন্মধ্যে এইরূপ অনেক গাছ আছে সকল সময় পাওয়া যায় না আপনি যথা সময়ে সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন এবং মসলাদি খরিদ করিয়া রাখিবেন ইত্যাদি।

রোগ পরীক্ষার আবশ্যক হইলেই, অগ্রে নাড়ী দেখা দরকার তজ্জন্য অগ্রে নাড়ী পরীক্ষার কথা লিখিতেছি। পশুর নাড়ী দেখিতে হইলে, পেছনের পায়ের নীচের শীরার উপর একটী মোটা শীরা আছে, তাহা অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া গতি নিরূপণ করিতে হয়। শরীর মধ্যে বায়ু, পিত্ত ও কফ, এই তিনের দ্বন্দ্বজ দ্বারা রোগের ইতর বিশেষ বুঝিতে পারা যায়। বায়ুর গতি বাঁকা; পিত্তের গতি স্থুল; কফের গতি মৃদু; এই তিনের মিলনে সন্নিপাতের গতি হয়। সন্নিপাতে কখন২ নাড়ী লুপ্ত হইয়া যায় ইত্যাদি।

রোগ পরীক্ষার কথা আরও কিছু বলি। গোরুর নাশা ছিদ্রে অঙ্গলি প্রবেশ করিয়া দেখিবেন, যদি গরম বোধ হয়, তবে জ্বর, শীতল বোধ হইলে সন্নিপাত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এইরূপ কর্ণমূল পরীক্ষাতেও উক্ত রূপ রোগের ইতর বিশেষ জানিবেন। বুক ছাতি যদি বেঙের গায়ের মত বোধ হয়, তবে সন্নিপাত, গরম বোধ হইলে জ্বর বুঝিবেন; তৎপর লক্ষণ দৃষ্টে, রোগের পৃথক২ ভাব জ্ঞাত হইবেন ইত্যাদি।

গো চিকিৎসা পদ্ধতি।

সকল রোগের উৎপত্তির কারণ জ্বর; তজ্জন্য আমি অগ্রে জ্বর চিকিৎসার কথা লিখিতেছি।

সিমলা বা কফজ্বর।

কারণ। গুরুপাক দ্রব্য সেবন, বা হঠাৎ শরীর মধ্যে শীত বা গরম লাগিয়া রোগ হয়।

লক্ষণ। প্রথম জ্বরকে সিমলা বলা যায়। ইহাতে লোম (হর্ষ) বা খাড়া হইয়া থাকে; মনবিমর্ষ, দেহ বিবর্ণ ভাব হয়। অর্দ্ধ কর্ণ শীতল বোধ হয়, কাঁপিতে থাকে, আহারে অনিচ্ছা হাইতোলে, কেহ২ নাদে ও মুতে; পিপাসা হয়, গা চালে, জাওর করে না। নাক দিয়া জলের মত কফ বাহির হয়, কর্ণের ও জিহ্বার শিরা কাল বর্ণ ও মোটা দেখা যায়। তৎপর গা গরম হইয়া জ্বর ভোগ করে ইত্যাদি।

ভাবিফল। শুভ; তবে রোগান্তর হইলে কঠিণ আকার ধারণ করে।

চিকিৎসা বা ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ বিধি। চিকিৎসক মহাশয় আপনি অগ্রে গরুটীর নিকটে যাইয়া বেশ করিয়া নজর করিয়া লক্ষণ গুলি দেখিবেন। এবং গৃহ স্বামীকে ও গরুটীর অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিবেন; তাহার কারণ, এক সময়ের মধ্যে আপনি সকল লক্ষণ গুলি দেখিতে পাইবেন না, কতক দেখিয়া ও কতক শুনিয়া রোগ নির্ণয় মতে, তদপোযুক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবেন।

জ্বরের প্রথম চিকিৎসাতে জোলাপ দেওয়ার আবশ্যক যদি না

লাদে বা জোলাপ দেবার কারণ বুঝিতে পারিলে নীচের লিখিত জোলাপের মধ্যে যাহা শীঘ্র সংগ্রহ করিতে পারিবেন তাহাই ব্যবহার করিবেন।

১নং জোলাপ। রেড়ীর তৈল ৵০ পোয়া গরম জল আধ সের একবারে খাওয়াইবেন।

২নং জোলাপ। সোনামুখী পাতা /০ ছটাক হরিতকী /০ ছটাক গুড় আধপোয়া গরম জল আধসের বাঁটিয়া একবারে খাওয়াইবেন।

৩নং জোলাপ। তিউড়িমূল /০ ছটাক বাঁটিয়া গরম জল সহ সেবন।

কম্প, ঘাড়টানা নিবারণজন্য অগ্নি [illegible] বিহিত মত সেক দিবেন এবং শীত ভঞ্জন ঔষধ [illegible] করিবেন। (শীত-ভঞ্জন) সরিষার তৈল ৵০ পোয়া, [illegible] লঙ্কাছটীর রস কিছু লবণ /০ ছটাক একত্রে [illegible] নাড়াতে মালিস করিবেন। কর্ণ ও জিহ্বার শিরা, [illegible] টিয়া রক্ত বাহির করিবেন। অথবা জিহ্বা ও কর্ণে ([illegible] শোশক) মালিস করিবেন। তাহা এই দারচিনী, সাদা [illegible] ল, ঝুল, লঙ্কা পোড়া, লবণ একত্রে বাঁটিয়া মালিস [illegible] ও কিছুক্ষণ জন্য মুখ বাঁধিয়া রাখিবেন। জিহ্বাতে রক্ত সঞ্চিত হইয়া মোটা হওয়ার কারণ, নাড়িতে অক্ষম হইলে বিশেষ উপকার হইবে। সেবন জন্য অর্থাৎ মূল পীড়া বা জ্বর নাশক মহৎ ঔষধ নিম্নলিখিত ঔষধ দ্বারা জ্বর নাশ হইয়া শরীর স্বাভাবিক রূপ ধারণ করে ও আহারাদি দ্রব্য খাইতে থাকে। গোরু পীড়ার শেষে খাইতে

আরম্ভ করিলে জানিবেন রোগ শেষ হইয়াছে।

১। জ্বর নাশক ঔষধ। (জ্বরাঙ্কুশ) জ্বরাঙ্কুশ সেবনে জ্বর নাশ হইয়া দেহ পূর্ব্বরূপ হয়। তাহা এই যবক্ষার, নিসাদল প্রত্যেক ১ তোলা, সুট ১ তোলা, ধুতরা পাতার রস ৵০ পোয়া ইহা দুই মাত্রা ছয় দণ্ড অন্তর যতবার দরকার হয় ঐ মাত্রায় প্রস্তুত করিয়া লইবেন।

২। জ্বর নাশক ও ঈষৎ উত্তেজক। ক্রিয়া। উক্তরূপ হ কিছু বেশী বোধ হইলে এই ঔষধ দিবেন। (ইহার নাম জ্বর মুরারি) সুট, পিঁপুল, মরিচ প্রত্যেক ১ তোলা; জোয়ান সিমুল ফুল, লশুন (রশুন) প্রত্যেক /০ ছটাক লবন ৵০ পোয়া সাদা সরিষা ৵০ পোয়া একত্রে বাটিয়া ইহা দুই মাত্রা ছয় দণ্ড অন্তর সেবন। যতবার আবশ্যক ঐ মাত্রায় প্রস্তুত করিয়া লইবেন

সিমলা নাশক মুষ্টিযোগ।

নাকদনা পাতা ও লবন একত্রে খাওয়াইবেন। নাশাছিদ্রে সরিষার তৈল আন্দাজ অর্দ্ধ ছটাক করিয়া ২।৩ বার প্রয়োগ করিবেন। ইহাতে শেলেষ্মার (কফের) বিশেষ উপকার হয় এবং হৃদপিণ্ডের মধ্যে কঠিন কফ সরল হইয়া বিশেষ উপকার হয়, সন্নিপাত বা কোন জ্বর সম্বন্ধীয় কঠিন পীড়াতে ব্যবস্থা করিতে ভুলিবেন না। জল খাইতে দিবেন না; তবে নিতান্ত দরকার হয় আধসের জল সহ কিছু লবন দিয়া খাইতে দিতে পারেন, আহার। নরম ঘাস ইত্যাদি।

চরা সিগলে।

কারণ। পূর্ব্ববৎ।

লক্ষণ। ঘণি ভুত জ্বর, সকালে বিকালে বিমর্ষভাবে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে গা ভাঙ্গে, হাইতোলে, লোম দাড়ায়, নাদে, মুতে, খায় তবে বেশ রুচী পূর্ব্বক নয়। জাওর করে, শরীর ক্রমশ শীর্ণ হয় বলদ গরু পরিশ্রম করিতে কাতর হয়, দুগ্ধবতী গাভী দুগ্ধ কম দেয় হত্যাদি। চিকিৎসা পূর্ব্বানুরূপ; তবে ঔষধ সেবন দৈনিক দুইবারের বেশী আবশ্যক নাই। ক্ষুধা বৃদ্ধি ও বলকারক জন্য নিয়মত ব্যবস্থা করিবেন। (কামেশ্বর রস) ইহাতে পরিপাক শক্তির বৃদ্ধি হয় ও বল বাড়ে। হিরাকস ।৶০ আনা, লবণ ২তোলা গুড়সহ খাওয়াইবেন ইহা এক মাত্রা দিন ২বার। (মোহিনী মদন) ইহারও ক্রিয়া উক্তরূপ। সুট, চিরতা, জোয়ান, কালজীরা, গুলঞ্চ, প্রত্যেক একতোলা লবন ৵০ ছটাক একত্রে বাঁটিয়া খাওয়াইবেন ইহা এক মাত্রা দিন একবার। জল ও আহার সম্বন্ধে কোন ধরাকাট নাই ইত্যাদি।

দুধ সিমলে।

কুমলে বাছুরের হইয়া থাকে।

কারণ। যথা সময়ে মাতৃদুগ্ধ খাইতে না পাইয়া বা অতি-রিক্ত দুগ্ধ সেবনে হইয়া থাকে।

লক্ষণ। গা গরম, বিমর্ষ ও জড়সড় হইয়া থাকে ইচ্ছামত মায়ের দুধ খায় না, কোঁথ পাড়ে, ঘাড় বাঁকে, গাঁপাড়ে, অজীর্ণ ছেরে, পিপাসায় জোর বেশী হয়; এমন কি জল খাইবার

ইচ্ছায় জলাশয়ে নামে ইত্যাদি রূপ হয়।

চিকিৎসা পূর্ব্ববৎ। জ্বর মুরারি পূর্ণ মাত্রায় ১ভাগ চারিবারে খাওয়াইবেন। ছেরা বন্ধ করিবার জন্য।

আফিং আধ তোলা, কর্পূর ৵০ আনা, আম ছালের রস, ও রক্ত গোড়ুরের রস প্রত্যেক আধ ছটাক ঘোল সহ খাওয়াইবেন যেন একবারে ছেরা বন্ধ না হয়।

২। আপাঙ্গসিক ৵০ আনা, চুণের জল ৴০ ছটাক, একবারে সেবন; ক্রিয়া উক্তরূপ।

বাদলা খোর।

সিমলা পীড়ার দূষিত রক্ত সর্ব্বাঙ্গে চালিত হইয়া এই পীড়া হয়, (স্বাভাবিক কথায় জ্বর বলা যায়।)

লক্ষণ। বিমর্ষভাব, কম্প, শীত, লোম দাঁড়ান, গাত্র বিবর্ণ, হাইতোলা। দ্বিতীয়াবস্থায়—খুসে (কাশে) খুকিতে থাকে, ঘণ ঘণ নিশ্বাস ফেলে নাক মুখ ঘসিয়া বেড়ায়, গাত্র গরম হইয়া আসে। তৃতীয়াবস্থায়—মুখবন্ধ জিহ্বা নাড়িতে অক্ষম, খাইতে পারে না, নাকে মুখে কফ বাহির হয় ঈষৎ পেটও কাঁপে। লাদ মুত প্রায় বন্ধ থাকে, কেহ২ ছেরে, কেহ২ লাদে মুতে ইত্যাদি।

গোরুটী সারিবার উপক্রম হইলে পা পোঁড়া হইবে, জ্বর ক্রমশঃ খাট হইবে, দুই একটা ঘাস ইত্যাদি খাইবে।

ভাবিফল। সুচিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য হয়। চিকিৎসা বা ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ বিধি। সিমলা রোগের ব্যবস্থা মত এখানেও ব্যবস্থা করিবেন। যদি জ্বর বেশী বোধ হয় তবে

জ্বর মুরারির সহিত প্রত্যেক বারে সচনা সিকের ছালের রস ছটাক সহ খাওয়াইবেন। যতবার আবশ্যক হয় চিকিৎসক মহোদয় পীড়ার উপদ্রব অনুসারে তৎনিবারন জন্য পূর্ব্বাপর লিখিত মত ঔষধাদি ব্যবহার করিবেন। বারম্বার সে সকল কথা লিখিবার আবশ্যক নাই। চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু বিবেচনার আবশ্যক। জল খাইতে দেওয়া নিষেধ, আহার নরম ঘাস ইত্যাদি।

সন্নিপাত পীড়া।

এক্ষণ সন্নিপাত রোগের কথা বলি। জ্বর পীড়ার কঠিন অবস্থাকে সন্নিপাত বলে। এই সময় শোণিতের বিকৃতি হয়। কফ, পিত্ত বায়ু এই তিনের বিকৃত হয় এবং কফ নাড়ী দূষিতাও খরতর হইয়া শরীরকে অবসন্ন করে। শোণিত চলাচলের ব্যাঘাত হইয়া বিবিধ উপদ্রব ঘটায়। সাধারণতঃ সন্নিপাতের লক্ষণ। নাকের ভিতর ও কর্ণমূল ছাতি, (অর্থাৎ সম্মুখের দুই পায়ের মধ্যবর্ত্তীস্থান) শীতল যেন বেঙের গায়ের মত কালা বোধ হইবে এইরূপ অনুমান হইলেই সন্নিপাত বুঝিবেন।

উরি সন্নিপাত রোগ।

লক্ষণ। শরীর মধ্যে এক প্রকার বিষ উৎপন্ন হইয়া উরুদেশ আক্রমণ করে, অর্থাৎ উরু ফুলিয়া উঠে চলিতে অক্ষম হয়। লেজ মোটা হয় বেশ নাড়িতে পারে না। জ্বর ভোগ করে, ঘিমর্ষ ভাবে ঝুমিতে থাকে, হাইতোলে।

দ্বিতীয়াবস্থা। কাশে, ঘণ ঘণ জোরে নিশ্বাস ফেলে, বিবর্ণ হইয়া আইসে, শরীর অবশ হইয়া পড়ে, লাল পড়িতে থাকে, পিঠের শির দাঁড়া ও স্থানে২ ফুলা অকতর হয়, ফুলা গুলি টিপিলে চিড়২ করে, পেটও কাঁপে। তৃতীয়াবস্থা। দেহ শীতল, ও অবশ, নাড়ীলুপ্ত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়। ভাবিফল, উরির বিষ সর্ব্বাঙ্গে চালিত হইবার পূর্ব্বে, সুচিকিৎসকের হাতে পড়িলে ভাল হয়। কিন্তু বিষ সর্ব্বাঙ্গে চালিত হইলে প্রাণ পাওয়া দুরাশা। আদাঁত গোরুর পক্ষে এই পীড়া মারাত্মক বলিয়া গণ্য হয়।

চিকিৎসা বা ঔষধ প্রস্তুত ও প্রযোগ বিধি। জোলাপ দেবার আবশ্যক হইলে দিবেন। দাগ দেওয়া উরির একটি প্রধান চিকিৎসা। ফুলার চারিদিকে বেড়া দাগ দিয়া; তৎপর দাগনির দ্বারায় ফুলাটি বেশ করিয়া পোড়াইয়া দিবেন। যদি বিষ সর্ব্বাঙ্গে চালিত হয় অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গ ফুলা মালুম হয় তবে সর্ব্বাঙ্গে বেড়া দাগ দিবেন। দাগিতে কোন মতে আলস্য করিবেন না দাগ অভাবে (শোশকালি) ব্যবহার করিবেন, ইহাও উত্তম ব্যবস্থা ইহাতে বিষ ও ফুলা ধ্বংস হইয়া যায়।

তাহা এই দারচিনী, সুট, আকন্দ সিক, বন্নাসিক, রাংচিতা, শুড় কামলের সিক, চাল মুগরা ও লঙ্কাশুটীর রস, সাদা সরিষা, সজিনা ছালের রস, এই সকল দ্রব্য একত্রে বাটিয়া ঈষৎ গরম করিয়া মাখাইবেন এবং রৌদ্রে বাদিয়া রাখিবেন। সেক সন্নি-পাতের মহৎ ঔষধ, তজ্জন্য বলি সেক দিবেন; সেক সম্বন্ধে বালী পুঁড়ি দেওয়াই ভাল। যদি শীঘ্র ঘটিয়া না উঠে তবে আগুণের

আতয়া করিয়া ৪।৫ জনে মুড়ি সেক দিবেন। (আকন্দ পাতা ছেঁচিয়া কানির পুঁটলী করিয়া অগ্নিতে তাতাইয়া বেশ করিয়া সেক দিবেন। কোনমতে খাটো না হয়।

সেবন জন্য উত্তেজক ঔষধ ইহাতে সন্নিপাত নষ্ট হইয়া দেহ পুনঃ প্রাপ্ত হয়। (নাম ভাস্কর রস) সুট, পিপুল, মরিচ, ছোট এলাচ প্রত্যেক ১তোলা, সজিনা সিকের ছালের রস এক পোয়া কেঁটকারি /০ ছটাক জল কিছু একত্রে বাঁটিয়া একবারে খাওয়াইবেন ইহা একমাত্রা ২ঘণ্টা অন্তর ২।৪ বার সেবনে বিশেষ ফল হইবে। যদি না হয় তবে উক্ত মাত্রায় যতবার আবশ্যক দিতে পারেন।

২। অন্য মত উত্তেজক (কালান্তক রস) ক্রিয়া উত্তরূপ। অষ্টাঙ্গ অবলেহ প্রত্যেকে ১তোলা করবি ফুলের সাক আধতোলা কেঁটকারি /০ছটাক সজিনা ছালের রস আধপোয়া একত্রে বাঁটিয়া তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবেন। ইহা একমাত্রা ; যতবার আবশ্যক হয় দিতে পারেন। পীড়ার উপসম বোধে মাত্রার ও সময়ের ইতর বিশেষ করিবেন। মাত্রার পরিমান দ্বিতীয় ভাগে পাইবেন।

৩। অন্যমত উত্তেজক। (নাম বাড়বানল রস) ইহা প্রবল উত্তেজক দুই একবার সেবনে বিশেষ ফল জানা যায়। এই ঔষধ দ্বারা মৃতবৎ দেহে প্রাণ সতেজ হয়। সাদা করবি ফুলের সিক, সাদা অকন্দ সিকের ছাল, কমক ধুতরাসিকের ছাল, সাদা শিমুল সিকের ছাল, কাল চিতা, কুঁচফলের গাছের শিক, (অভাবে) কেঁটকারি লাউসিক, উক্ত দ্রব্য সমভাগ। উক্ত

দ্রব্যের সমান সুট পিঁপুল, মরিচ প্রত্যেকে। সকল দ্রব্য একটি আবৃত হাড়ীর ভিতর রাখিয়া অগ্নির উত্তাপে পোড়াইবেন। সাবধান যেন পাঁশ হইয়া না যায়। অগ্নির উত্তাপে বর্ণের বিভিন্ন হইলেই নামাইয়া পেষণ করিবেন। উক্ত দ্রব্য যত তাহার সিকি, ছোট এলাচ দিবেন। এই যে ঔষধ প্রস্তুত হইল, ইহার মাত্রা দুই আনা হইতে আট আনা ওজন পর্য্যন্ত একবারে দেওয়া চলে, রোগ বিশেষে বিবেচনার উপর নির্ভর। এক মাত্রা ঔষধ আধপোয়া সজিনা সাকের ছালের রস সহ সেবন ২।৩ ঘণ্টা অন্তর, পীড়িত গরু খাইতে ধরিলে, মাত্রা ও সময়ের ইতর বিশেষ করিবেন। গোরুর উৎকৃষ্ট পীড়া মাত্রেই অগ্রে জিহ্বা মোটা খসখসে নাড়িতে ও খাদ্য দব্য ধরিতে অক্ষম হইয়া পড়ে। তজ্জন্য চিকিৎসার বিশেষ আবশ্যক। আর অনেকের দেখা যায় জিহ্বা হইতে গলনলি পর্য্যন্ত ঘা হয়। তজ্জন্য সিমলায় লিখিত শোণিত শোষক ব্যবস্থা কদিবেন। ঘা হওয়ার জন্য (অমৃতাদি ঘৃত) ব্যবহার করিবেন, তাহা এই।

ঘৃত ৵৹ পোয়া, অম্বরেল ১তোলা, অনন্ত মূল ১তোলা, চাল মুগরার রস আধ ছটাক, কাল জিরা ১তোলা অগ্নিতে পাক করিয়া জিহ্বাতে লাগাইবেন। পাক প্রণালি; গব্য ঘৃত অগ্নিতে চাপাইয়া ফেণা মরিয়া গেলে উক্ত দ্রব্য সকল প্রদান করিবেন; দ্রব্য গুলি ঈষৎ কাল বর্ণ হইলেই অগ্নি হইতে নামাইয়া রাখিবেন। এই ঘৃত জিহ্বাতে লাগাইবেন, এই ঘৃত জিহ্বার সকল অবস্থাতেই দেওয়া চলে, ইহাতে জিহ্বা মোটা নষ্ট হইয়া নাড়িবার শক্তি হয়।

মুখে লাল পড়া নিবারণ জন্য । অবলেহ চুর্ণ ঘৃত সহ লাগাইবেন। বকুল ছাল সিদ্ধ করিয়া সেই জল মুখে দিলে ভাল হয়। কাঁজি ও লবন একত্রে মুখে দিলে ভাল হয়।

পেট ফাঁপা নিবারণ জন্য ব্যবস্থা ।

১। (বায়ুবর্ত্তন) ইহা সেবনে পেটের ফাঁপ শীঘ্র নিবারণ হয়। মুথা /০ছটাক, সৈন্ধব লবন ১তোলা, সুট ১তোলা, মৌরী ১তোলা, ছোট এলাচ।০ আনা একত্রে বাঁটিয়া গরম জল আধ সের সহ সেবন। ইহা একমাত্রা ; যতবার আবশ্যক হয় দিতে পারেন।

২। অন্যমত পেট ফাঁপা নিবারক। তারপীন তৈল ছটাক, গরম জল আধসের, ইহা একমাত্রা।

৩। অন্যমত সোডা ৵০ পোয়া, সুট চুর্ণ ১তোলা, গরম জল আধসের ইহা একমাত্রা।

৪। বাহ্যে বন্ধ জন্য পেট ফাঁপা হইলে রেড়ীর তৈলের জোলাপ দিবেন।

৫। প্রস্রাব বন্ধ জন্য পেটের ফাঁপ হইলে। অমোঘ আরি ব্যবহার করিবেন। তাহা এই, যবক্ষার ২তোলা, কলাএঁটের রস আধসের, মসিনার খাড়।০ পোয়া একবারে খাওয়াইবেন। যে পীড়াতে যে কারণে প্রস্রাব বন্ধ হউক না কেন, এই ঔষধ সেবনে বিশেষ ফল হইবেক, এ কথাটী যেন মনে থাকে, এতদ্ভিন্ন যখন যেরূপ লক্ষণ বা উপদ্রব দেখিবেন, তাহার প্রতিকার জন্য পূর্ব্বাপর লিখিত ঔষধাদি ও ব্যবস্থা মত এখানেও ব্যবস্থা করিবেন।

দ্বিতীয়াবস্থায়। ঘণ ঘণ নিশ্বাস ফেলে, ঘাড় দোলে, মুখে জল পড়ে। পীড়া ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত জল খাইতে দিবে না। আহার নরম ঘাস, গোরু আহার ধরিলে, বেশী ঔষধ খাওয়াইবেন না। ঔষধ চড়া হইয়া যাইবে। আহার ধরিলে জল কিছু২ দিতে পারেন। চিকিৎসক মহোদয়, পীড়াকে কখন দেখিবেন না। তিল, পলকের মধ্যে প্রাণ হয়, এ কথাটী যেন স্মরণ থাকে। পীড়া আরোগ্যের পর গা ধুয়াইয়া দিবেন। দুর্ব্বলতা সারিবার জন্য সিমলার লিখিত মোহিনী মদন বা কামেশ্বর স ব্যবহার করিবেন। এখানে আর এক কথা বলিয়া যাই; সকল পীড়া আরোগ্যের পর উক্ত বল কারক ঔষধ ব্যবহার করিবেন ইতি।

পশুদের সান্নিপাতিক রোগ।

কারণ। এই পীড়াতে শিরার রক্ত হঠাৎ শীতল হইয়া রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত ঘটে এবং সর্ব্বাঙ্গ হীমাঙ্গ হইয়া, নাড়ী লোপ ও মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

লক্ষণ। জ্বর থাকে না, দেহ শীমাঙ্গ হয়, কাঁপিতে থাকে, ঘণ ঘণ মুতে, ঈষৎ নরম নাদে, বিমনভাব, মুখ মাথা ভারি হয়, লোম দাঁড়ায় শরীর বিবর্ণ হয়, ঘাম হয়, মুখে নাকে জল পড়ে, আহারের অনিচ্ছা, চবন বসিয়া যায়, (গোরু সকল কঠিন পীড়াতে চবল বসিয়া যায় এ কথা যেন মনে থাকে) জিহ্বা মোটা ও নাড়িতে অক্ষম হয়।

দ্বিতীয়াবস্থায়। সর্ব্ব শরীর ফুলিয়া উঠে বিশেষ করিয়া গলার কম্বলও কর্ণমূলে ফুলা মালুম হয়, জিহ্বাতে ঘা দেখা যায়,

ছটফট করিতে থাকে যেন পড়িয়া যাইবার মত হয়। তৎপর নাড়ী লোপ ও মৃত্যুমুখে পতিত হয় ইত্যাদি।

ভাবিফল। কষ্ট সাধ্য, কিন্তু গলাবদ্ধ হইলে অসাধ্য জানিবেন।

চিকিৎসার ঔষধ ও প্রয়োগ বিধি।

চিকিৎসক মহোদয় চিকিৎসা সম্বন্ধে যে সকল উপদ্রবের চিকিৎসার কথা পূর্ব্বে ব্যবস্থা করা হইতেছে, তৎউপদ্রবের চিকিৎসার কথা বারবার লিখিব না। আপনি বিবেচনা মত পূর্ব্বাপর ব্যবস্থা জ্ঞাতমতে সকল ঔষধাদি ব্যবহার করিবেন। কেবল নূতন উপদ্রবের চিকিৎসার কথাই লিখিব।

(চিকিৎসা উরিব কল্পরূপ) উবিব লিখিত উত্তেজক ঔষধ ও উপদ্রব দৃষ্টে ব্যবস্থা করিবেন এখানে একটি উত্তেজক ঔষধের কথা লিখি।:—

সাদাকরবী ফুলের সিক, কনক ধুতাব সিক, সাদা আকন্দর সিক প্রত্যেকে আধতোলা, সুট, পেপুল, মরিচ, প্রত্যেকে ১তোলা, একত্রে বাঁটিয়া, সজনা সিকের ছালের রস (সন্না) একপোয়া, সহ একবারে খাওয়াইবেন। ইহা একমাত্রা. আবশ্যক মত ২।৩ বাব দিতে পারেন। উক্ত ঔষধ প্রবল উত্তেজক; শরীর বিশেষরূপ শীতল হইলে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। চবল বন্ধ নিবারণ জন্য মুখে ঘৃত মালিশ ও সেক দিবেন। জিহ্বার ব্যবস্থা পূর্ব্বমত করিবেন।

মুখে নাকে জল পড়া নিবারণ জন্য কাঁজিও লবন একত্রে

মুখ ধোয়াইবেন উপসর্গ নিবারণ জন্য পূর্ব্বাপর লিখিত মত এখানেও ব্যবস্থা করিবেন। দর্দ্দ নিবারণ জন্য; করবী ফুলের শুষ্ক পাতা, সরিসা, পোড়া মাটী একত্রে পেষণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখাইবেন।

খেনো সন্নিপাত্ত রোগ।

কারণ। রক্তের ক্রিয়া সমতাভাবে না চলাচল হওয়াই, এই পীড়ার মূল কারণ। মাজে গা গরম, সর্ব্বাঙ্গে বা স্থানেং রসের মত বা তদপেক্ষায় বৃহৎ ফুলিয়া উঠে, ফুলা গুলি টিপিলে ভিতরে যেন ধান আছে, এইরূপ অনুভূত হয়। বিমর্ষভাব পিপাসার জোর বেশী হয়। দ্বিতীয়াবস্থায়। মুখ মাথা ভারি, খাদ্যে অনিচ্ছা, পিঠের শির দাঁড়া তিড়্‌তিড় করিয়া লাফায়, কর্ণ গুহায় হাত দিলে অগ্নি শিখার ন্যায় উত্তপ্ত শিখা মালুম হয়। ক্রমশঃ গলার কম্বল ফুলিয়া উঠে ইত্যাদি।

ভাবিফল। চেষ্ট সাধ্য. প্রথম হইতে সুচিকিৎসা হইলে ভাল হয় ইত্যাদি।

চিকিৎসা বা ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ।

উরি সন্নিপাতের ব্যবস্থা মত উত্তেজক ঔষধ, এখানে ব্যবস্থা করিবেন। জিয়াতা পাতার রস ও লবণ পিঠের শিরাতে মালিশ করিবেন।

এতদভিন্ন, উপসর্গ দৃষ্টে তৎ নিবারণের ঔষধ ব্যবহার করিবেন। দাগ ও সেক সন্নিপাত নিবারণের মহৎ ঔষধ বলিয়া গণ্য, ব্যবস্থা করিতে ভুল না হয়।

এখানেও কিছু উত্তেজক ঔষধ লিখি।

শুট, পিপুল, মরিচ, প্রত্যেকে ১ তোলা ধুতরা বীজ ।৵০ আনা, করবী সিক ।০ আনা, বড় কেওাই ১টী, একত্রে বাটিয়া ১ বারে খাওয়াইবেন। ইহা একমাত্রা ; যতবার আবশ্যক হয়। জল খাইতে দিতে নিষেধ। আহার নরম ঘাস ইত্যাদি।

খুটসারা সন্নিপাত রোগ।

(মতান্তরে আরা থরথরে বলে)

কারণ। রক্তের হীণতা বশতঃ হইয়া থাকে।

লক্ষণ। প্রথমাবস্থায়। জ্বর ও গা গরম থাকে, পিপাসা হয়, গা চালে, সুকে, সময়ে২ কাঁপিয়া উঠে, কাশে, বিমর্ষভাব, দেহ বিবর্ণ, প্রস্রাব হয়, আহারে ইচ্ছা থাকে না।

দ্বিতীয়াবস্থায় ; নাকে মুখে জল বা ফেণা পড়ে, ধড়ফড় করে ঘাড় টানে, থরথর করিয়া বেড়ায (যেন পড়িয়া যাইবে এইরূপ অনুমান হয়) সর্ব্বাঙ্গে বেদনা ও সিথিল হয়, গায়ে হাত দিলে কাতর হয়, ২।১ বার ছেরে।

তৃতীয়াবস্থায় ; জ্বর বিরাম হইয়া কাহারো বা সুস্থাবস্থা দেখা যায় ; কাহারো বা নাড়ী লোপ হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয় ইত্যাদি।

ভাবিফল। কষ্ট সাধ্য প্রথম হইতে চিকিৎসা হইলে ভাল হয়।

চিকিৎসা।

উন্নির বা অন্য সন্নিপাতের ব্যবস্থামত উত্তেজক ঔষধ ব্যবহার

প্রত্যেকে ১তোলা আফিং ৵০ আনা বেল পাতার রস ৵০ পোয়া একত্রে খাওয়াইবেন। ইহা একমাত্রা; আবশ্যক মত।

প্রস্রাব সরল ও বৃদ্ধি করিবার জন্য (মূত্র কারী) ব্যবহার করিবেন।

তাহা এই; কেঁওড়ের রস ৵০ পোয়া; কলা এঁটের রস ।০ পোয়া, যবক্ষার ১তোলা, একত্রে একবারে খাওয়াইবেন। ইহা একমাত্রা আবশ্যক মত।

জল নিষেধ। আহার নরম ঘাস ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

——:০:——

বাই সন্নিপাত।

বা মতান্তরে দগড়া প্লীহা বলে।

কারণ। বায়ু কুপিত জন্য এই পীড়া উৎপন্ন হয়। পাক স্থলীর মধ্যে অম্ল বায়ু অধিক পরিমাণে সঞ্চিত বা মুত্রাবরোধ জন্য ও হইয়া থাকে।

লক্ষণ। পেট ফাঁপে, বাহ্যে ও প্রস্রাব বন্ধ হয়; ঊর্দ্ধশ্বাস ফেলে, ছটফট করিতে থাকে; কদাচ অল্প২ মল যুত নির্গত হয়।

ভাবিফল। আরোগ্য হয়।

চিকিৎসা।

পেট ফাঁপার চিকিৎসার কথা উরিতে লেখা হইয়াছে। এখানেও ২।১ কথা লিখি, প্রথমতঃ জোলাপ দিবেন। তৎপর (বাইনিসেন্দা) খাওয়াইবেন। তাহা এই; মুথা /০ ছটাক, মৌরী, জোয়ান, শুট, জামিরক্ষক, সচ্চক লবণ প্রত্যেকে ১তোলা গরম জল ১ সের সহ খাওয়াইবেন। ইহা একমাত্রা, যতবার আবশ্যক হয়।

অন্যমত পেটের ফাঁপ নিবারক। সোডা ৵০ পোয়া, তারপিন
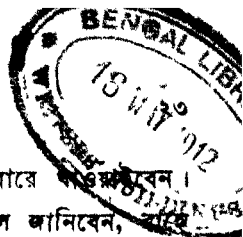
তৈল ৵৹ পোয়া, গরম জল ১ সের একবারে খাওয়াইবেন। ইহা একমাত্রা এক প্রহরের মধ্যে বিশেষ ফল জানিবেন, বাহ্যে প্রস্রাব সরল হইয়া পেট ফাঁপা নিবারণ হইবে।

অন্যমত। (কল্‌ক রস) ইহাতে বাহ্যে প্রস্রাব সরল হইয়া পেটের ফাপ নষ্ট হইবে। যবক্ষার লবন, বিট লবণ; সিন্ধুক লবণ, হিং, প্রত্যেকে ১তোলা, হরিতকী /০ ছটাক, পেযাজ ৵৹ পোয়া গুড় ।৹ পোয়া একত্রে গরম জল সহ খাওযাইবেন ইহা একমাত্রা।

প্রস্রাব বন্ধের কারণ হইলে নিম্নস্থ ব্যবস্থা করিবেন। পড়া মুলে, খুদেমুনুই, আমরুল শাক, লবন একত্রে খাওয়াইবেন।

অন্যমত। শোণে বীজ, যবক্ষার একত্রে খাওয়াইবেন।

অন্যমত। শোন বীজ, যবক্ষার একত্রে খাওয়াইবেন। এতদভিন্ন প্রস্রাব কারক ঔষধ; অন্যান্য স্থানে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাও করিতে পারেন, শীতল স্থানে রাখিবেন।

আহার মাড়, নরম ঘাস।

মাড় প্রস্তুত বিধি। চাউল একপোয়া, জল ৬সের, একত্রে সিদ্ধ করিয়া, ২সের থাকিতে নামাইযা ঈষৎ গরম থাকিতে থাকিতে খাওযাইবেন।

যাবৎ না সারে শীতল জল নিষেধ। ইত্যাদি।

ঢোল সন্নিপাত রোগ।

(মতান্তরে কাছমে : বলে)

কারণ। নাদা মুতা প্রায় বন্ধ থাকে : কাহারো২ দুই একটা গুটরে মল নির্গত হয়। ক্ষণেক্ষণে পেট ফাঁপে, পেট কঠিন হয়, কাছাড় খায়, জিহ্বা বাহির করে ইত্যাদি।

ভাবিফল। ভাল হয়।

চিকিৎসা।

বাই সন্নিপাতের ব্যবস্থামত ঔষধ ও ব্যবস্থা এখানেও করিবেন।

এতদভিন্ন একটি নূতন ঔষধের কথা লিখি। (বায়ুবিনদ) মৌরী, জোয়ান, জিরে, কালজিরা, সচ্চক লবন প্রত্যেকে ১তোলা হরিতকী ৵০ একত্রে বাঁটিয়া গরম জল সহ সেবন। ইহা এক মাত্রা; আবশ্যক মত।

অন্যমত। (বায়ুহর) খুদেনুন্তই, হিংচি, ভুইকামড়ী, শতমূলী, নাগরমুথা, প্রত্যেকে /০ ছটাক। যবক্ষার ১ তোলা একত্রে গরম জল সহ। ইহা একমাত্রা। আহারাদি পূর্ব্বমত।

ঊর্দ্ধগতি বাই সন্নিপাত রোগ।

কারণ। কুপিত বায়ু দ্বারা শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া হয়।

লক্ষণ। মুখ দিয়া আধাসি বাহির হয়, লাভীকুলে. জিহ্বা মোটা হয়; বুকে বেদনা, পেট ফাঁপা দেখা যায়। শ্বাস ফেলিতে পারে না, হাঁপায়, ইত্যাদি।

ভাবিফল। কষ্ট সাধ্য।

চিকিৎসা।

পূর্ব্বরূপ ব্যবস্থা মত করিবেন।

ফাঁপ ও শ্বাস নিবারণ জন্য।

(মন্ত্রেশ্বর ব্যবহার করিবেন।)

ধুতরা পাতার রস /০ ছটাক, রাখাল শশার মূল, সুট, গোল

মরিচ, কাঁকড়া সিঙ্গি, প্রত্যেকে ১তোলা গুড় একপোয়া একত্রে বাঁটিয়া ইহা দুইবারে ৪ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবেন। ইহা দুই মাত্রা ; আবশ্যক মত প্রস্তুত করিয়া লইবেন।

আহারাদি পূর্ব্ববৎ।

আলা দগড়া রোগ।

কারণ। বায়ুজন্য হইয়া থাকে।

লক্ষণ। পেট কাঁপে, একটু২ লাদে মুতে।

ভাবিফল। সুসাধ্য।

চিকিৎসা। পূর্ব্ববৎ।

এখানেও এককথা লিখি। (হিন্নোলি) ব্যবহার করিলে বিশেষ সুবিধা হয়।

কালজিরা, মৌরী, মুথা, প্রত্যেকে ১তোলা লবন ৵০ ছটাক কেঁওগেঁড় ৵০ পোয়া একত্রে গরম জল সহ খাওয়াইবেন। ইহা একমাত্রা। আহারাদি পূর্ব্ববৎ, স্নান করাইবেন।

পশ্চিম সিমলা রোগ।

কারণ। ত্রিদোষ নাড়ীতে, বায়ু কুপিত হইয়া এই পীড়া উৎপন্ন হয়।

লক্ষণ। হঠাৎ পেটের বামদিক ফুলিয়া উঠে ; ফুলা শীঘ্র সর্ব্ব উদর ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ঊর্দ্ধশ্বাস ফেলিতে থাকে। তৎপর বিষ খাওনার লক্ষণের মত লক্ষণ দৃষ্ট হয়, ২।১ বার ছেরে ইত্যাদি।

ভাবিফল। দুরারোগ্য।

চিকিৎসা। ৩

পেটের কাঁপ নিবারণ জন্য বিহিত মত চিকিৎসা করিবেন।

উপরি লিখিত উত্তেজক ঔষধ খাওয়াইবেন জল খাইতে দিতে নিষেধ, আহার পূর্ব্ববৎ। স্নান নিষেধ।

বাউরে রোগ।

বিষ খাওয়ান বলে।

কারণ। কোন কথার নিশ্চিত নাই; তবে জন রবে শুনিতে পাওয়া যায় মুচিতে বিষ খাওয়াইলে নিম্ন লিখিত লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায়, সত্য মিথ্যা প্রমাণের উপর নির্ভর। জান্তব পার্থিব, উদ্ভিজ্জ এই ত্রিবিধ বিষ; উদরস্থ হইলে জীবন নাশ হয়।

লক্ষণ। বিষ উদরস্থ হইলে ৪।৫ ঘণ্টার পর; দাহ, কম্প, জড়তা, খেঁচুনী, মুখে ফেণা ও লাল নির্গত হয়; পেট কাঁপে ও ব্যাথা করে, এই যাতনাতে শিং দ্বারা পেটে গুতা মারে; ধরফড় করে জিহ্বা বাহির করিয়া গাঁপাড়ে. পাঝেনে, পাতলা ছেরে, সামান্য আমরক্ত দেখা যায়। শ্বাস ও মূর্চ্ছা ফুলা ইত্যাদি হয়।

ভাবিফল। বিষ, জীর্ণ হইয়া রক্তের সহ মিশ্রিত হইলে দুরারোগ্য।

চিকিৎসা।

কলমি শাকের রস ১ সের মাত্রার ক্ষণেক্ষণে খাওয়াইবেন, বিশেষ ফল হইবেক।

অন্যমত। কাঁটানোটের গাছের রস একপোয়া, কাঁচা হরিদ্রা সহ ঘণ্টায়২ খাওয়াইবেন।

অন্যমত। সহাগার খৈ ২তোলা, মধু ও ছাগ দুগ্ধ সহ খাওয়াইবেন কাঁজি, তেঁতুল, আমানি, লেবুর রস খাওয়াইবেন।

এতভিন্ন উপসর্গ নিবারণ জন্য তৎ ব্যবস্থামত ঔষধ দিবেন। ইত্যাদি।

সাপের খোলোস খাইলে তাহার প্রতিকার।

লক্ষণ। পাতলা দুর্গন্ধ ছেরে, খায়, জাওর করে; অন্য উপসর্গ দৃষ্ট হয় না। কেবল দেহ শুষ্ক হইয়া যায়।

ভাবিফল। সুসাধ্য।

চিকিৎসা।

নিম্নলিখিত ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার হয়। (পঞ্চবস) ধনন্তরী পাতা, সুট, কালজিরা, ধনে, যোযান প্রত্যেকে ১তোলা একত্রে বাঁটিয়া, কার্পাস পাতার রস ৵০ পোয়া, সহ খাওয়াইবেন ইহা একমাত্রা; দিনে দুইবার, জোলাপ দেওয়ার বিশেষ আবশ্যক তজ্জন্য তেঁতুল একপোয়া, জলে বা ঘোলে গুলিয়া একবারে খাওয়াইবেন। ২।১ দিন সেবনে বিশেষ ফল হইবে। তৎপর, পূর্ব্বে সিমলা রোগে, যে বল কারক ঔষধ লেখা হইয়াছে, এখানেও ব্যবহার করিবেন।

আহার। শুষ্ক কুঁড়া, দুর্ব্বাঘাস ইত্যাদি।

স্নান। সময়ে২ করাইবেন।

গোরু হাড খাইলে তাহার প্রতিকার।

লক্ষণ। দেহ ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া আইসে, সময়ে২ পেট কাঁপে কাঁপে, জল বেশী খায়, আহার খুব কম করে ইত্যাদি।

চিকিৎসা।

(দিপক রস) ইহা সেবনে উপদ্রব নষ্ট হইয়া শরীর পুষ্ট হয়।

বিট লবন, রাখাল শসা, পিপে আঠা প্রত্যেকে ১ তোলা, কলা এটের ও নিম্বপাতার রস সহ খাওযাইবেন ; দিন একবার। তৎপরে বল কারক ঔষধ দিবেন।

আহার পূর্ব্ববৎ। স্নান করাইবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পশ্চিমে ঝমরা।

মনুষ্যের বিসুচিকা পীড়াব সদৃশ্য এই পীড়া।

কাবণ। নিশ্চিত কিছু নাই।

লক্ষণ। শরীব আলস্য ভাব, মুখ মাথা ভারি, শ্বাস প্রশ্বাস বেশী হয়, দুর্গন্ধ ছেরে, ছেরানির সহ আম বা রক্ত দেখা যায়। দেহ বিবর্ণ হইয়া আইসে, সময়ে২ ঘাড় টানে। পেটও কিছু কাঁপে ক্রমশ সন্নিপাতের লক্ষণ সকল আসিয়া আক্রমণ করে মুখে লালও জল পড়ে, আহারে অনিচ্ছা দেহ শীতল বিশেষ বুক ছাতি ও কর্ণমূল যেন বেঙের গায়ের মত বোধ হয়। প্রস্রাব প্রায় হয় না

যদি হয় খুব কম, দেহ অসাড়, এমন কি লেজ নাড়িতে পারে না। ইত্যাদি রূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ভাবিফল। প্রায় অশুভ। তবে প্রথম হইতে যদি চিকিৎসা হয় তবে সুফল হইতে পারে।

চিকিৎসা বা ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ বিধি।

১। (বৃহদ কালানল রস) এই ঔষধ সেবনে, ছেরা বন্ধ হইয়া এবং অন্যান্য উপদ্রব নষ্ট হইয়া, দেহের শান্তি লাভ হয়; ঘাস ইত্যাদি খাইতে ধরে। উক্ত পীড়ার এমন আশ্চর্য্য ঔষধ দেখা যায় নাই। সালপানি গাছ, কুলিতাল মূল, কুকসিমের মূল, কর্পূর, মুচরস হরিদ্রা প্রত্যেকে ১তোলা; আফিং ৵৹ বিরি চুর্ণ এক ছটাক, সৈন্ধব লবণ ২তোলা, আপাঙ্গ সিক ॥৹ আট আনা, লাউসিক চারি আনা একত্রে বাঁটিয়া একবারে খাওয়াইবেন। এইরূপ মাত্রায় যতবার দরকার হয় চারি দণ্ড অন্তর। কিন্তু ভেদ বা অন্যান্য উপদ্রব সারিয়া আসিলে, সময়ের পরিবর্ত্তন করিবেন, ইহা বিবেচনার উপর নির্ভর।

সন্নিপাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে; পূর্ব্বে উরা অপরাপর সন্নিপাত রোগের চিকিৎসায় যে সকল উত্তেজক ঔষধ বা অন্য ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাই করিবেন।

ধারক দিবার, অর্থাৎ ছেরা ধরাইবার বিশেষ আবশ্যক হইলে নীচের লিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবেন।

আমছালের রস আধসের, আপাঙ্গ সিক আধ তোলা, কর্পূর ১তোলা, একত্রে বাঁটিয়া একবারে খাওয়াইবেন। যতবার

আবশ্যক হয়; বা পূর্ব্বাপর যে সকল ধারক ঔষধ ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাও করিতে পারেন।

অন্যমত ধারক। আমড়াছালের রস আধসের, আফিং ।৴ আনা, কপূর ১তোলা, ইহা একমাত্রা আবশক মত।

উদরের ফাঁপ নিবারণ জন্য, বাইসন্নিপাতের লিখিত মত ঔষধ ব্যবহার করিবেন।

প্রস্রাব করাইবার জন্য (নিহার বিন্দু) ব্যবস্থা করিবেন।

যবক্ষার আধ ছটাক, কর্পূর ১ তোলা কলা এঁটের রস আধসের, কাঁজি বা আমানি আধসের, (বাঁস পাতার পাঁগ আধ পোয় কর্ত্তন করিয়া আধসের জল সহ ঘর্ষণ করিয়া, এই কাত) উক্ত দ্রব্যের সহ মিশাইয়া খাওয়াইবেন; (ইহা দুই মাত্রা) ইহা সেবনে শীঘ্র প্রস্রাব ও পেট ফাঁপা ভাল হয়। এবং ইহার সহ তাপীন তৈল এক ছটাক মিশাইয়া লইবেন।

এই রোগে প্রহরান্তর আধ ছটাক তারপীন সেবনে বিশেষ বিশেষ ফল হয়। মসিনার মাড় সেবনে বিশেষ ফল হয়। মসিনা ।৴০ ছটাক জল ২।০ সের একত্রে এক ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া, ছাঁকিয়া লইয়া শীতল হইলে খাওয়াইবেন।

এই রোগে জিহ্বা শীঘ্র খারাপ হয়, তজ্জন্য পূর্ব্ব লিখিত শোণিত শোসক, বা অমৃত আদি ঘৃত ব্যবহার করিবেন, যেন ভুল না হয়।

এতদ্ভিন্ন যেরূপ উপদ্রব দৃষ্ট হইবে তাহার প্রতিকার জন্য পূর্ব্বাপর লিখিত মত ঔষধ ব্যবহার করিবেন। চিকিৎসক মহাশয় চিকিৎসা কালীন সকল দিকে নজর রাখিয়া কার্য্য

করিবেন। যেন কোন তদবিবের ভুল না হয। আহার পূর্ব্ব-মত, জল খাইতে দিতে নিষেধ ইত্যাদি।

একা পশ্চিমে।

কারণ। নিশ্চিত নাই।

এই পীড়া পশ্চিমে ঝমবা হইতে কঠিন; এবং খুটসারা সন্নি-পাতের লক্ষণ সহ অনেক সাদৃশ্য আছে, যেন ভ্রম না হয।

লক্ষণ। গাচালে হকে কাশে নাকে মুখে জল ও লাল পড়ে, থরথর করে, কাঁপে, সামান্য পেট ফাঁপে, দুগন্ধ ছেরে, ছেরার সহ আম ও রক্ত দেখা যায। কখন২ মাংস খণ্ডবৎ ভেদ হয়, দুর্গন্ধ ছাড়ে, কর্ণমূল ফোলে, ঘাড় বাঁকে, ধড়ফড় করে, পা কাছাড়ে, পিপ সার জোর হয, মল দ্বার ফুলে, মুত্র বন্ধ ইত্যাদি হয।

চিকিৎসা বা ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ বিধি।

এখানে নতন কবিযা কোন চিকিৎসার কথা লিখিবার নাই। পশ্চিমে ঝমবার লিখিত ব্যবস্থা মত ঔষধ ব্যবহার করিবেন। এবং যে সকল উপদ্রব দৃষ্ট হইবে, তাহার প্রতিকার জন্য পূর্ব্বা-পর লিখিত ঔষধ ও সেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে এখানেও তাহাই করিবেন। কেবল এখানে দুই একটী ঔষধের কথা লিখিতেছি।

ধারক। আপাঙ্গ সিক ও পেটারির সিক প্রত্যেকে ১তোলা আফিং ।৵০ আনা, বাহার কুড়ি ছালের রস একপোয়া আম ছালের রস একপোয়া একত্রে বাঁটিয়া খাওয়াইবেন। ইহা এক মাত্রা। যদি ধারক সেবন জন্য কোন সময় পেট ফাঁপিয়া যায়,

তাহার প্রতিকার জন্য ৵৹ পোয়া তারপীন তৈল গরম জল সহ একবারে খাওয়াইলে, সকল দোষ একবারে শান্ত হইয়া যাইবেক, এ কথাটী যেন মনে থাকে। (বাতেশ্বর) ইহাতে পেট ফাঁপা ভাল হয়। একাঙ্গি, শোঠি, তাম্বুল, যষ্টী মধু, সৈন্ধব লবন কর্পূর প্রত্যেকে একতোলা ঘোল সহ সেবন বিধি। আহার পূর্ব্ববৎ জল নিষেধ ইত্যাদি।

চিকিৎসক মহোদয় একটি গোপন কথা আপনাকে বলি। যদি পুস্তকের লিখিত ঔষধের গুমার রাখিয়া চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা হয়; তবে আপনি প্রত্যেক যোগের ঔষধ কিছু মাত্রায় চূর্ণ করিয়া আপন নিকট রাখিবেন। এবং গৃহ স্বামীকে ঘোল আনা করাইয়া যেরূপ ব্যবস্থা লেখা হইয়াছে তাহার লাল মাত্রায় প্রয়োগ করিবেন। ইতি—

ঘুর্ণি পশ্চিমে।

কারণ। মতান্তরে প্লীহাও বলিয়া থাকে। কোন২ চিকিৎসক বলেন ক্রিমির জন্য, কোন২ চিকিৎসক বলেন বায়ুর জন্য উৎপন্ন হয়।

লক্ষণ। পেট ব্যথা; পেট ব্যথা জন্য এপাশ ও পাশ করে, পেট টানে। পা কাছাড়ে, গুট্‌রে মল ২।১ টা বাহ্যে হয়। ঘাণি ঘোরার মত ঘোরে, জল বেশী খায় ইত্যাদি।

চিকিৎসা। ক্রিমি জন্য হইলে লাদের সহ ক্রিমি দেখা যাইবে, গৃহ স্বামীকে এইকথা সুধাইয়া দেখিবেন। ইহার প্রতিকার জন্য (সুদরশন রস) ব্যবস্থা করিবেন। বিড়ঙ্গ ২তোলা, পোস্ত ৴৹ ছটাক, পলাশ বীজ ১তোলা, আনারস পাতার রস ৵৹

পোয়া গরম জল সহ খাওয়াইবেন; দিন সকাল বেলায়; ইহা একমাত্রা। যদি এই ঔষধ সেবনে বেশী ছেরে: তবে ২।৪ দিন অন্তর করিয়া খাওয়াইবেন।

অন্যমত। ক্রিমি নাশক ঔষধ। (রসেন্দ গুড়ি) ছুঁতে আনা, হিং, আধতোলা মাড সহ দিন একবার খাওয়াইবেন।

বায়ু জন্য হইলে, পেটের ফাঁপ অতিশয় শক্ত বোধ হয়; টিপিলে নামে না। যদি বায়ু জন্য পীড়া হওয়া অনুমান হয়, তবে বাই সন্নিপাতের লিখিত মত ঔষধাদির ব্যবস্থা করিবেন। নূতন করিয়া কোন ঔষধের ব্যবস্থা করিবার আবশ্যক নাই। উক্ত পীড়ার একটী মুষ্টিযোগের কথা লিখি। জলের উপর যে তাঁতি পোকা চলিয়া বেড়ায়, তাহা ৪।৫টী আনিয়া মরিচ, ধুনা, হরিদ্রা সহ বাঁটিয়া খাওয়াইবেন। সকল দোষ ভাল হইবে। জল ও পথ্যাদি আবশ্যক মত দিবেন ইতি।

গলা ফুলা।

মতান্তরে গোছিমা বলে।

কারণ। ইহার কারণ দুইটি, এক কারণ সন্নিপাত, আর এক কারণ, জন রবে শুনিতে পাওয়া যায় যে বগে ঠুকরাইয়া দিলেও ফুলিয়া উঠে।

লক্ষণ। সন্নিপাত জন্য হইলে; গলা ফুলিয়া ক্রমশ সন্নিপাতের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় তৎপর কোন খাদ্য দ্রব্য গিলিতে পারে না এবং শ্বাস রুদ্ধ হইয়া মৃত্যু হয়।

চিকিৎসা। সন্নিপাত জন্য হইলে, পূর্ব্বে উক্ত সন্নিপাতে

যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এখানেও তাহাই করিবেন, কোন মতে ভুল না হয়।

নগে ঠুকরাইলে ফুলিবে, কিন্তু খাদ্য দ্রব্য গিলিতে কোন কষ্ট হইবে না বা কোন দুর লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

ইহাতে একটি লৌহ সলা পোড়াইয়া, সামান্য দাগ দিবেন বা শোশক অগ্নি ব্যবহার করিবেন।

বাতাজীর্ণ।

বা অপাক ভেদ হওয়া।

কারণ। গরম জল খাইয়া বা গরম হওয়ার পর হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগা; ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক না হওয়াই প্রধান কারণ।

লক্ষণ। ক্ষুধার অরুচি অথচ খাইতে থাকে, পেট কাঁপে, বিচড়েং ছেরে, আমও দৃষ্ট হয়, পিপাসাও বেশী হয়।

দ্বিতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, ক্রমশ পশ্চিমের লক্ষণ উপস্থিত হয়। আহার বন্ধ হইয়া আইসে, আহার বন্ধ হইলে উৎকট জানিবেন, ইহাকেই রোগান্ত বলে, তখন প্রাণ পাওয় কষ্ট সাধ্য।

চিকিৎসা।

পূর্ব্বে সিমলা রোগে যে মোহিনী মদন, ও কামেশ্বর রস ঔষধের কথা লেখা হইয়াছে এখানে তাহাই ব্যবহার করিবেন।

ধারক করিবার আবশ্যক হইলে পূর্ব্বের মত ধারক ঔষধ দিবেন।

এখানেও একটি ধারক লিখি;

আম ছালের রস এক পোয়া সোডা /০ ছটাক খাওয়াইবেন।

পশ্চিমা রোগে যে ধারকের কথা লেখা হইয়াছে এখানেও তাহাই ব্যবস্থা করিবেন।

পেট ফাঁপার জন্য, সুট, মৌরী, জোয়ান কাল জিরে, ছোট এলাচ, কপূর প্রত্যেকে ১ তোলা, মুথা /০ ছটাক, লবন /০ ছটাক ইহা একমাত্রা, গরম জল ১ সের সহ খাওয়াইবেন।

আহার নরম ঘাস, চিড়ের কুড়া, জল দিতে নিষেধ।

গরুর বা অন্যান্য পশুর পীড়া সারিবার পথ।

স্ব ইচ্ছায় আহার ধরা এবং জাবর করা। প্রচলিত কথাতে শুনিতে পাওয়া যায় ভুড় নড়িলে মৃত পড়ে না, (একথাটি ঠিক স্বতঃসিদ্ধ) যে কোন কঠিন পীড়া হউক না কেন যদি খায় (অথচ মুখ বন্ধ না হয়) মঙ্গলের আশা বিশেষরূপ থাকে

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্লীহা রোগ।

—:০—

এক্ষণ প্লীহা রোগের কথা কিছু বলি।—এই পীড়াতে অনেক গরুর বিকারাবস্থায় ন্যায় শীঘ্র জীবন নষ্ট হয়। এই পীড়ার লক্ষণ, অনেক রোগের লক্ষণ সহ মিল আছে। চিকিৎসক মহোদয়গণ, বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, তবে রোগের প্রভেদ দেখিতে পাইবেন। (সাধারণতঃ একটি কথা আমি বলি। প্লীহা রোগে, প্রায় সকল গরু, কোমর টানে এবং কোমর মচকায় ইতি।

দাঁড় প্লীহা।

মতান্তরে সিরিস রোগ বলে।

কারণ। দুর্ব্বল শরীরে, প্লীহা যন্ত্রে রক্ত সঞ্চিত হওয়াই মূল কারণ।

লক্ষণ। এই পীড়া আক্রমণ করিলে, গরুটি সর্ব্বক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকে। আর পড়িলেই মৃত্যু হয়। তাহাতে সন্দেহ নাই, যাহাতে না পড়িতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

দুই একটা গুটবে২ নাদে, বা একবারে বাহো বন্ধ থাকে। পেট কাঁপে জ্বর ভোগ করে, সর্ব্ব সময ফট২ করিয়া কাণ নাড়ে। কোমর টানে, মুখে লাল পড়ে ইত্যাদি।

ভাবিফল। অশুভ প্রায বাঁচে না।

চিকিৎসা বা ঔষধ প্রস্তুত ও প্রযোগ বিধি।

প্রথমতঃ প্লীহার উপর একটি দাগ দেওযা আবশ্যক। তজ্জন্য অগ্রে প্লীহার স্থান নির্ণয করার দরকার। প্লীহার স্থান, বাম পেটের পাঁজরার শেষ ও কুকের মিলন স্থানের অস্থির, দুই অঙ্গলী নীচে প্লীহার স্থান। ঐ স্থানে একটি সূচ এক ইঞ্চ পরি-পরিমিত প্রবেশ করাইযা, সূচ তুলিযা লইয়া ঐ ক্ষত স্থানে তৈলাক্ত তুলা বসাইযা পোড়া লৌহ সলাকা দ্বারা দাগ দিবেন। যদ্যাপি দাগ দিতে কোন গোলযোগ হয়, তবে (অগ্নিকুমার গাছ সজনা সিকের রস দিয়া বাঁটিযা উক্ত প্লীহা স্থানে দিন ২বার লাগাইবেন। ফোঁসকার উপক্রম না হওযা পর্য্যন্ত। (ইহার নাম দীপক রস।)

২। অন্যমত। সাদা সরিসা, ধানি লঙ্কা প্রত্যেক ১তোলা জল না দিয়া বাঁটিবেন, তৎপর তারপীন তৈল ইহার সহ মিশ্রিত করিয়া প্লীহার স্থানে লাগাইযা, তদুপরি কলাপাত দিয়া, কাপড় দ্বারা আবৃত করিয়া বাঁধিবেন, যেন বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে।

প্লীহা রোগে, জোলাপ দেওয়া বিশেষ আবশ্যক। ২।১ দিন অন্তর পূর্ব্ব লিখিত জোলাপের মধ্যে যে কোনটি জোলাপের কথা

লিখিতেছি (মুসর্ব্বর ১ তোলা, লবন ।৵০ ছটাক, রেড়ির তৈল ।৵০ ছটাক একত্রে খাওয়াইবেন। ইহা অতি কঠিন জোলাপ, বুঝিয়া ব্যবহার করিবেন। দুর্ব্বল অবস্থায় নিষেধ।

খাওয়াইবার জন্য ১। (পঞ্চামৃত রস) প্লীহা নাশক অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

তিউড়ী মূল, অগ্নিকুমার গাছ, নিসাদল, বিট লবন, হিং হিরাকস প্রত্যেক ১তোলা। রসুন ৵০ পোয়া একত্রে বাঁটিয়া তিনটী বটীকা করিবেন। দিন ২ বারে ২টী বটী, খাওয়াইবেন। অনুপাম সিউলি পাতার রস বারে ৵০ পোয়া, সিউলি অন্তালে, ছাতিম ছাল ।৵১০ ছটাক, তিনবারে উহার সহ দিয়া খাওয়াইবেন।

২। প্লীহারি রস) বাসিন বাসের কোঁড় ১ তোলা, মুলতানী হিং আধতোলা, সাজিমাটী ১তোলা, সোঁদালী ফলের শাঁস ১তোলা রশুন ১তোলা, একত্রে বাটিয়া সিউলি রস দিয়া, একবারে খাওয়াইবেন; দিন ১বার, ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত। প্লীহানাশক ইহা ভাল ঔষধ।)

৩। (পঞ্চখার) প্লীহানাশক ভাল ঔষধ। (তালসাঁড়া, তেঁতুল ছাল, আপাঙ্গ, আগুদ, নিম্ব, ইহা সম মাত্রায় পোড়াইয়া, পাঁশ করিয়া লইবেন। মাত্রা ১ তোলা, দিন দুইবার; লবন জল দিয়া সেবন বিধি।

মুষ্টিযোগ। গুলঞ্চ, বিষফটকে, ঘুরঘুষে গাছ, পেঁপুল, একত্রে বাঁটিয়া, গোমূত্র দিয়া সেবন। এতদভিন্ন যে সকল উপদ্রব দৃষ্ট হইবে, তাহা নিবারণ জন্য পূর্ব্বাপর লিখিত, যে সকল ঔষধের ব্যবস্থা আছে, তাহা এখানেও করিবেন। কোন বিষয়ে ত্রুটি

না হয়। আহারে ঘাস; ঘৃত, ঘোল, অম্ল দ্রব্য নিষেধ। জলের কোন ধরাকাট নাই। তবে গরম জল হইলে ভাল হয়।

কোমরা প্লীহা রোগ।

কারণ পূর্ব্ব মত।

লক্ষণ। কোমরটানে, ও মচকায়; গাভাজে, ছুট কট করে, উঠ বোশ করিতে পারে না। শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, থরথর করে, চোকে জল পড়ে, বাহ্যে হয় না ইত্যাদি।

ভাবিফল। কষ্ট সাধ্য।

চিকিৎসা।

পূর্ব্বেই দাড়প্লীহাতে যেরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এখানেও তাহাই করিবেন। উপসর্গ দৃষ্টে তৎনিবারকে ঔষধ দিবেন।

যদ্যপি লাদের সহিত ক্রিমি দেখা যায়, তবে (ঘুর্ণি পশ্চিমা রোগে) যে ক্রিমি নাশক ঔষধ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এখানেও তাহাই করিবেন।

আহারাদি পূর্ব্বমত। জল গরম করিয়া খাইতে দিবেন।

ধঁকদল প্লীহা রোগ।

কারণ। পূর্ব্ববৎ।

লক্ষণ। ধুকে, কাশে, কোমর ও পেটটানে পাঁজর দোলে, ধড়ফড় করে, দুই একটা খায়, জাবর করে, ন্যাদা মুতা প্রায় বন্ধ থাকে, পেট কাঁপে, জ্বর হয় ইত্যাদি। ভাবিফল। আরোগ্য হয়।

চিকিৎসা। পূর্ব্ববৎ।

এখানে একটী নূতন ঔষধের কথা লিখি। (প্লীহা সুধা) চুচকুল

মূল, দারচিনী, কালজীরা, জোয়ান, প্রত্যেকে ১ তোলা, হরিতকী ৵০ পোয়া, একত্রে মাড়সহ খাওয়াইবেন; ইহা একমাত্রা। অন্যান্য নিয়ম পূর্ব্বরূপ ইত্যাদি।

কামড়া প্লীহা রোগ।

কারণ পূর্ব্বরূপ।

লক্ষণ। কোমরটানে, পারেনে. থরথর করে, নিশ্বাস ফেলিতে পারেনা, ছট ফট করে. নাদা মুতা বন্ধ থাকে, পেট কাঁপে, জ্বর ভোগ করে, গাভাঙ্গে ইত্যাদি।

ভাবিফল। ভাল হয়।

চিকিৎসা।

পূর্ব্বরূপ; নূতন কথার আবশ্যক নাই।

চামলে প্লীহা রোগ।

কারণ পূর্ব্বরূপ।

লক্ষণ। কাণ খাড়া করিয়া থাকে; কোমর টানে, পেট কাঁপে, শুয়ে ২ পাকাছাড়ে, জ্বর হয়, নাদেনা ইত্যাদি।

চিকিৎসাও অন্যান্য ব্যবস্থা পূর্ব্বরূপ।

খুটসারা প্লীহা রোগ।

কারণ পূর্ব্বরূপ।

লক্ষণ। কোমর টানে, পাঁজর টানে, উরু কাঁপে, থরথর করিয়া পড়িয়া যায়। পয়ের খুট বাঁকিয়া পড়ে, শ্বাস প্রশ্বাস বেশী হয়, জ্বর ভোগ করে ইত্যাদি।

এই রোগের সহ খুটসারা সন্নিপাতের অনেক লক্ষণ সহ মিলন আছে, যেন ভ্রম না হয়।

ভাবিফল। প্রায় অশুভ।

চিকিৎসা। পূর্ব্বরূপ। লক্ষণ দৃষ্টে উপসর্গ নিবারক ঔষধ দিবেন।

এখানে একটী নূতন ঔষধ লিখিতেছি। তিতলাউ, পটলপাতা চিরতা, রাংচিতা, অগ্নিকুমার, হিং, প্রত্যেকে ১তোলা, ইহা এক মাত্রা, আবশ্যকমত খাওযাইবেন দিন ২ বার।

চরা প্লীহা রোগ।

কারণ পূর্ব্ববৎ।

লক্ষণ। নাকে রক্ত বর্ণের জল পড়ে, নাদে মুতে, আরর করে, পেট কাঁপে, কোমর টানে, জ্বর হয় ইত্যাদি।

ভাবিফল কষ্ট সাধ্য।

চিকিৎসা। পূর্ব্বরূপ প্লীহা নাশক ঔষধ দিবেন।

এখানে একটি নূতন ঔষধ লিখি, এই পীড়াতে বিশেষ ফল হয়।

(গুড় পেপুল) ছাতিম ছাল ২তোলা, পেপুল ১তোলা, হিং ১তোলা, রশুন /০ ছটাক অগ্নিকুমার গাছ ১তোলা, রক্ত গোড়ুর /০ ছটাক, শিউলিপাতার রস ৵০ পোয়া, গুড় ।০ পোয়া, একত্রে সেবন। ইহা দুই মাত্রা, দিন ২ বার। নাকে, রক্ত গোড়ুরের রস দিলে রক্ত পড়া বন্ধ হইবেক। উপসর্গ দৃষ্টে অন্য ঔষধ দিবেন। আহারাদি পূর্ব্ব অনুরূপ।

কালা প্লীহা রোগ।

কারণ। পূর্ব্ববৎ।

লক্ষণ। সর্ব্ব শরীর সিথিল, কম্প, রক্ত বমন, কোমর টানে, আহারে অনিচ্ছা ইত্যাদি।

ভাবিফল। কষ্ট সাধ্য।

চিকিৎসা। পূর্ব্বরূপ; প্লীহা নাশক ঔষধ দিবেন এবং উপসর্গ দৃষ্টে তৎনিবারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবেন।

রক্ত বমন নিবারণ জন্য (সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর)

তাহা এই। আপাঙ্গ সিক ১ তোলা, আম ছালের রস আধসের, একত্রে ইহা দুইমাত্রা চার দণ্ড অন্তর সেবন।

রক্ত প্লীহা রোগ।

কারণ। রক্ত দুষিত হওয়াই মূল কারণ।

লক্ষণ। রক্ত ছেরে ও মুতে, পেট ফাঁপে, কোমর টানে, জ্বর ভোগ হয়। রোগ পরীক্ষার সময় অন্যান্য রোগ বলিয়া, যেন ভ্রম না হয়।

ভাবিফল। দুরারোগ্য।

চিকিৎসা। পূর্ব্বলিখিত প্লীহা নাশক ঔষধ ব্যবহার করিবেন। রক্তছেরা ও মুতা নিবারণ জন্য (ভেদ সিংহ) ব্যবহার করিবেন পুরতীপাতা, ভুইকামড়ি, কার্পাস পাতার, প্রত্যেকের রস ৴৹ পোয়া; সাক্লেমূল, কুড়চিছাল, মুচরস, ডালিম ছাল, সুট, প্রত্যেকে ১তোলা, মসিনার মাড় সহ ইহা একমাত্রা দিন দুইবার সেবন।

পিত্ত যন্ত্রের পীড়া।

কারণ। পিত্ত নাড়ীতে দূষিত রক্ত সঞ্চিত হইয়া এই রোগ হয়।

লক্ষণ। দেহশীর্ণ, হরিদ্রা বর্ণ, বিশেষ করিয়া চোকে, ঠোঁটে, যেন হরিদ্রা মাখাইয়া রাখিয়াছে বোধ হয়। মাটি খায়, আহারে অনিচ্ছা হয়, নাদ কঠিন ও পেট কাঁপে।

দ্বিতীযাবস্থায় সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া উঠে ইত্যাদি।

চিকিৎসা।

প্রথমতঃ জোলাপ দেওয়া আবশ্যক।

সেবন জন্য (সড়গুণ অমৃত রস) তাহা এই পটলপাতা, ক্ষেত্রপাবড়া, কালা পুষ্প, ডুমুর পাতা (অডহর) প্রত্যেকে ।/০ পোয়া, নিষাদল, বিটলবন প্রত্যেকে ১তোলা, একত্রে বাটিয়া খাওয়াইবেন; দিন দুইবার, ইহা দুইমাত্রা।

অন্যমত। হিরাকস আধতোলা, চিরেতা ১ তোলা, সোনামুখি পাতা ১ তোলা, নিসাদল ১ তোলা, একত্রে খাওয়াইবেন। ইহা একমাত্রা দিন ১ বার।

আহার নরম ঘাস, মাড ইত্যাদি।

মাল কাকড়া ঘাস খাইয়া, গোরু যদি মাতালের মত হয় তাহা হইলে নিবারণের উপায়।

মটর কলাই ।০ পোয়া, হিংচী রস ।০ পোয়া, আমানি সহ খাওয়াইবেন ইতি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বসন্ত রোগ।

কারণ। নিশ্চিত নাই। তবে কফাধিক্যই ইহার মূল কারণ বলিয়া কতক অনুমান হয়।

লক্ষণ। এই রোগের অবস্থা তিনটি।

প্রথমাবস্থায়। কম্প সহ জ্বর, ঘুস ২ কাশি, পিপাসা, সর্ব্ব শরীর খোঁচিয়া ধরা, পিঠের শিরাতে হাত দিলে অতিশয় যন্ত্রণা বোধ করে, তাহাতে কাতর হয়; মল কঠিণ, মুখের ভিতর অতিশয় গরম হয়।

দ্বিতীয়াবস্থায়। সর্ব্ব শরীর গরম, চোকে জল ও পিঁচুটি পড়ে, মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া থাকে, আমমিশ্র নাদে বিমর্ষভাবে থাকে।

তৃতীয়াবস্থায়। গুটিকা বাহির হয় নাকে মুখে শক্ত কফ বাহির হয়। পাতলা আমমিশ্র নাদে, খাদ্য দ্রব্য গিলিতে বা চিবাইতে পারে না।

ক্রমশঃ সন্নিপাতের লক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং রক্ত মুতে, ও হেগে। এই অবস্থাটি অতি কঠিন জানিবেন, ইত্যাদি।

পানি বসন্ত রোগ।

লক্ষণ। (প্রথমাবস্থায়, রোগ নির্ণয় করা অতিশয় কঠিন। (তাহার কারণ জ্বর মূল কারণ) তবে অতিশয় জ্বর, নাকে কফ, চোকে পিঁচুটি দৃষ্ট হইলে বোধ করিবেন বসন্ত রোগ হইবে। তৎপর গুটিকা বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত ভ্রম দূর হইবে না।

গা গরম, ঘাড় তুলিতে অক্ষম, মল মুত্র প্রায় বন্ধ, নাকে কফ, চোকে পিঁচুটি দৃষ্ট হয়; এইরূপ অবস্থায় ২।৪ দিন পরে গুটিকা বাহির হয় গুটিকার আকার কিছু বড় অর্থাৎ কুল সদৃশ দেখা যায়। আহারে অনিচ্ছা সহজে কোন দ্রব্য গিলিতে পারে না। বসন্ত পীড়া যে স্থানে হইতে আরম্ভ হয় তখন অনেক গোরুর হইতে থাকে, তজ্জন্য আর সে স্থানে রোগ নির্ণয় জন্য ভাবিতে হয় না। জ্বর হইলেই বসন্ত আগত অনুমান করিবেন।

ভাবিফল। কষ্ট সাধ্য।

চিকিৎসা।

বসন্ত রোগ গ্রস্থ বা বসন্ত পীড়ার উপক্রম বুঝিতে পারিলে সেই গোরুকে জোলাপ দিবেন না। এই পীড়াতে প্রথমতঃ কফ নাশক ঔষধ ব্যবহার করাই শ্রেয়। তজ্জন্য শিমলার লিখিত জ্বর নাশক ঔষধ ব্যবহার করিবেন।

অথলেহ প্রত্যেকে শিকি তোলা মাত্রায় মধু ও তুলসী পত্রের রস সহ খাওয়াইবেন; দিন ২।৩ বার।

সাদা আকন্দ শিকের ছাল।০ আনা, গোল মরিচ ১তোলা, আদা ১তোলা, সহ একবারে খাওয়াইবেন। ইহা একমাত্রা, দিন ২।৩ বার। এই ঔষধ বসন্ত পীড়াতে অতি আশ্চর্য্য ফল

দেয়; এ কথাটি যেন মনে থাকে। উত্তেজক ঔষধ দিবার আবশ্যক হইলে উপরির লিখিত ঔষধ ব্যবহার করিবেন। তদ-তির উপদ্রব দৃষ্টে তাহা নিবারণের উপযুক্ত ঔষধ দিবেন।

বসন্ত নিবারক মুষ্টিযোগ।

ডম্বুর গাছের পাতায় যে পাতাটিতে বসন্ত গুটিকা বাহির হয় সেই পাতাটি লইয়া কিছু চুণ মাখাইয়া গোরুকে খাওয়াইবেন। দিন ২।৩টি করিয়া।

জল খাইতে নিষেধ। তবে গুটিকা বাহির হইয়া জ্বর নিবা-রণ হইলে পর, জল কিছু২ দিতে পারেন।

আহার মাড়; মাড় প্রস্তত বিধি।

চাউল ৷৷• সের, বিরি ।• পোয়া জল চার সের একত্রে সিদ্ধ করিয়া ২ সের থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে পর খাওয়াইবেন।

আর এক কথা লিখি; এই পীড়ার ১২।১৪ দিন গত হইলে পর, নিম্বপাতার রস, কোলে খাড়া পাতার রস, আফিং ও ঘুটের পাঁশ একত্রে মাখাইবেন।

পিনালি বসন্ত রোগ।

লক্ষণ।

জ্বর ভোগ হয়, চোকে নাকে জল ও পিঁচুড়ি পড়ে, পিপাসার জোর হয়, ঘনঘন গুটিকা বাহির হয়, আহারে অনিচ্ছা, ঘাস ইত্যাদি গিলিতে বা চিবাইতে পারে না, পরে রক্ত ছেরে ও মুতে ইত্যাদি।

ভাবিফল। দুরারোগ্য। বসন্ত রোগাক্রান্ত গোরু যদি রক্ত মুতে বা ছেরে তবে প্রাণ পাওয়া দুর্ঘট জানিবেন।

চিকিৎসা নূতন করিয়া লিখিবার আবশ্যক নাই পূর্ব্ব লিখিত পানি বসন্তের মত চিকিৎসা করিবেন, এবং যাহা উপসর্গ দৃষ্ট হইবেক তৎনিবারক ঔষধ দিবেন। জল নিষেধ। আহার মাড়, যদি নিজ ইচ্ছায় মাড় না খাইতে পারে, তবে খাওযাইয়া দিবেন, যাহাতে জীবন রক্ষা হইতে পারে ইত্যাদি

কাল বসন্ত রোগ।

লক্ষণ কম্প সহ জ্বর হয়, সদা জ্বর ভোগ করে, হাঁপাইতে থাকে, কাশে, নাকে মুখে জল ও পিঁচুটি, পেট কাঁপে, পিপাসার জোর হয়, পাঝেনে, জিহ্বা বাহির করে, মূত্র প্রায় বন্ধ থাকে, এইরূপ ভাবে চার পাঁচদিন গত হইলে পর গাত্রে গুটিকা বাহির হয়, দুর্গন্ধ ছেরে, আম ও দেখায়, নাকে রক্ত পড়ে ইত্যাদি।

ভাবিফল ঔষধ ব্যবহারের পর যদি ছেরা শীঘ্র বন্ধ হয় তবে মঙ্গল জানিবেন।

চিকিৎসা। পূর্ব্বরূপ মূল ও ঔষধ উপসর্গ নাশক ঔষধ দিবেন। এখানে একটি নূতন ঔষধের কথা লিখি ছাতিম ছাল, নিম ছাল, পটল পাতা, ক্ষেএ পাবড়া, বঁয়াইপাতা প্রত্যেকে /• ছটাক . শুট, পেপুল, মরিচ, ছোট এলাচ প্রত্যেকে ১তোলা সাকে মূল ২ তোলা, একত্রে বাঁটিয়া তিনবারে খাওয়াইবেন। ইহা তিন মাত্রা দিন তিনবার সেবন করাইবেন। ইহার নাম (বসন্ত কান্তি) ইহা খাইলে সকল দোষ ভাল হয়।

জল নিষেধ। আহার মাড় ইত্যাদি।

ইহা ছাড়া হামগুটী বসন্ত হইয়া থাকে। লক্ষণের বিশেষ প্রভেদ নাই তজ্জন্য কোন কথা লেখা হইল না চিকিৎসা একরূপ ইত্যাদি।

শোথ জ্বর রোগ।

কারণ। নিশ্চিত নাই।

লক্ষণ। শরীর মধ্যে যে কোন স্থানে হঠাৎ ফুলিয়া উঠে, ফুলা ক্রমশ বাড়িতে থাকে, খায় না, জ্বর অতিশয় ভোগ করে; শরীর ক্রমশঃ নিলবর্ণ হয়, দ্বিতীয়াবস্থায়। সন্নিপাতের লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয়, এবং মৃত্যু মুখে পড়ে।

ভাবিফল। ফুলা সর্ব্ব শরীর ব্যাপ্ত হইলে ভাল হবার আশা খুব কম।

চিকিৎসা। ফুলাটী বেড়িয়া দাগ দিবেন একথা কখন ভুলিবেন না। চিকিৎসার কথা নূতন করিয়া লিখিবার আবশ্যক নাই। উরিব লিখিত মত সকল চিকিৎসা করিবেন।

সিংঙ্গা রোগ।

মতান্তরে উষখাবলে।

কারণ। কীট হইতে উৎপন্ন হয়।

লক্ষণ। সিং চুলকায়, সিং গোড়ার চামড়া উঠিয়া যায়। দেহশীর্ণ, গাত্র লোম উঠিয়া যায় ইত্যাদি।

চিকিৎসা। (সুদরশন চুর্ণ) খাওয়াইবেন তাহা এই। কুল গাছের সিকের ছাল ৵০ পোয়া মরিচ ১ তোলা একত্রে বাঁটিয়া দিন ২ বার খাওয়াইবেন; ইহা দুইমাত্রা।

(কীটভঞ্জন) তুঁতে পোড়া ৴০ আনা, হরিতকী ও সাদা

খয়ের পোড়া ১তোলা, একত্রে লাউকিন্দের রসে মাড়িয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবেন ইতি।

পিনাস বা (গোগল্দা) রোগ

কারণ। বৃষ্টির জলে ভিজিয়া, অসময়ে শরীর শুক না হইলে পর কফ সঞ্চিত হইয়া তালু মূল শিথিল হওয়ার কারণ হইয়া থাকে।

লক্ষণ। ইহার তিনটী অবস্থা।

প্রঃ। নাসিকা দিয়া পাতলা কফ বাহির হয়। নাসারন্ধ্র লাল বর্ণ দেখা যায়, ঈষৎ নাকটানে। ইহাকে সঁগড়া বলে।

দ্বিঃ। হরিদ্রা বর্ণের কফ নাসারন্ধ্র দিয়া বাহির হয় এবং ঘা দেখা যায়। ঘড় ঘড় শব্দ করে, নাকটানে। ইহাকে কচুটী পিনাস বলে।

তৃঃ। সময়ে২ রক্ত ও হলদে বর্ণের মাংস পিণ্ডবৎ শক্ত কফ নাসারন্ধ্র দিয়া বাহির হয়, ঘা ও ওলের বেঁজার মত নাসিকা গহ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, ক্রমে নাশা ছিদ্র আবদ্ধ হইয়া আইসে। শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে অতিশয় যন্ত্রনা হয়, কাশে, ঘড়ঘড় গঁ গঁ শব্দ করে, পেট যেন কাঁপিতেছে মনে হয় এবং শরীর ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া যায়। ইহাকে কম্বলিকা পিনাস বলে। ইত্যাদি।

ভাবিফল। কষ্ট সাধ্য, বিশেষ চেষ্টা করিলে ভাল হয়।

চিকিৎসা। নিম্ন লিখিত ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় ভাল হইবে। (সিকারস) সিকারস, ব্যবহারে, যত দিনের রোগ হউক না; মেষ্টাদিন ব্যবহার করিলে, নিশ্চয় ভাল হয়। তাহা এই।

গোমূত্র, অর্থাৎ গরু মুতিবার সময় কোন পাত্রে করিয়া ধরিয়া লইবেন; এবং একটা বড় বোতলে আধসের রাখিয়া,

তাহাতে এক ছটাক মহরলা মৎস্য দিবে, তৎপর তুঁতে আধ ছটাক তাহাতে দিয়া, বোতলের মুখে বেশ করিয়া (কাক) সিপি আঁটিয়া দিয়া, ... বা মজবুত সুতা দ্বারা, কাক ও বোতলের মুখ ... নচেৎ কাক ছুটিয়া ঔষধ নষ্ট হইয়া যাইবে॥ ... ধান বা তুঁষের মধ্যে ... নচেৎ পড়িয়া ... এইরূপ ভাবে ৭ দিন রাখিয়া, তৎপর ঐ ঔষধ ... কিছু কিছু ঢালিয়া দিবেন; ১০ ১৫ দিনের মধ্যে বিশেষ সুবিধা হইবে। ঔষধ ব্যবহারের পর স্নান করাইবেন।

অন্যমত (ঊষাবস) কর্পূর, মুসর্ব্বর, সাদা খয়ের, প্রত্যেক ১তোলা, হরকচি গাছের পাতার রস ৵০ পোয়া, একত্রে মিশ্রিত করিয়া, দিন ২ বার করিয়া নাশা ছিদ্র কিছু ২ করিয়া ঢালিয়া দিবেন। এই রূপ ২ ৩ সপ্তাহ দিলেই ভাল হইবেক।

অন্যমত। (কিঙ্কিনী তৈল) সরিসার তৈল ১সের মৃত্তিকা পাত্রে করিয়া, অগ্নিতে চাপাইয়া দেখিবেন. তৈল পাকিয়া আসিয়াছে, (তৈল পাকিলে ধান দিলে তৎক্ষণাৎ খই হইবে) তৎপর অগ্নি হইতে নামাইয়া; জিয়াতা পাতার রস, লাউকিস্তের রস নিম্ব পাতার রস, প্রত্যেকে /০ ছটাক, পর পর তৈলে দিবেন। পুনঃ অগ্নিতে চাপাইয়া, সালপানীর সিক, আপাঙ্গ সিক, বিছাতি সিক, প্রত্যেকে /০ ছটাক করিয়া প্রদান করিবেন। যখন দেখিবেন, উক্ত দ্রব্য কিছু কাল বর্ণ হইয়াছে তখন নামাইয়া তাহাতে গন্ধক, মুসর্ব্বর, কর্পূর প্রত্যেকে আধ ছটাক দিবেন; তৎপর মুদ্রাসঙ্খ ১তোলা দিয়া, তৈল অন্য পাত্রে ঢালিবেন। ইহাই পাক শেষ। ঐ তৈল নাশা ছিদ্রে প্রয়োগ করিবেন।

পিনাশ ভাল হইবে।

অন্যমত। (যোগ রাজ তৈল) পাক প্রণালি

উক্ত রূপ। তৈল ১ সের, ঘৃতকান্নার গোঁড়, অশ্ব বেল হরিতকী প্রত্যেকে ৴০ চটাক; সাদা খয়ের আধ ছটাক, তুঁতে ১তোলা. পর পর দিবেন। এই তৈল নাশা ছিদ্রে প্রদান করিবেন। ইতি।

পাতঞ্জল রোগ।

কেহ বলেন পোড়ামুনে, কেহ বলেন বডারবিষ।

কারণ। বিশেষ করিয়া কোন স্থির নাই। তবে রক্ত দোষে হয়, ইহাই স্থির কথা।

লক্ষণ। গাত্রে চক্রাকার দাগ, দাগের উপর লোম থাকে না। দেখিতে খসখসে হয়; কাহারো বা হঠাৎ ফসকার মত হইয়া, ঘা হইয়া পড়ে ইত্যাদি।

ভাবিফল। সুচেষ্টা দ্বারা শীঘ্র ভাল হয়। চিকিৎসা বা ঔষধ প্রয়োগ বিধি।

১। (দৈব মুষ্টি যোগ) রবি বারে, কাঠ মল্লিকা ফুলের গাছের সিকড় আনিয়া. গলাতে বাঁধিয়া দিবেন।

২। অন্যমত। (উষাবর্ত্ত) তেলা কুচা পাতার রস, কেলে খাড়া পাতার রস, বাবলা পাতার রস, আপাং বিছাতির সিক একত্রে বাঁটিয়া লাগাইবেন।

৩। অন্যমত। (সিক্তবর্ত্ত) ঘড়াসিজের অাঁটি, বটের চুমরি, সাদা খয়ের, হরিদ্রা সম ভাগ একত্রে বাঁটিয়া লাগাইবেন।

। অন্যমত। (ধনন্তরি রস) খাওয়াইবার জন্য। নিম পাতার

৵০ পোয়া কাঁচা হরিদ্রা ১তোলা, ইহা দিন এক বার খাওয়াইবেন।

গাবারে রোগ।

কারণ। এক প্রকার কীট লোমের মূল কাটিয়া ফেলে।

লক্ষণ। লোম থাকেনা, সদা ঢুলিতে থাকে, শরীর জীর্ণ ও দুর্ব্বল হয়, গাত্র সদা গরম বোধ হয়।

ভাবিফল। বিশেষ যত্ন দ্বারা ভাল হয়।

চিকিৎসা। (স্বর্ণ বর্ণা রস,) আল কুশী গাছের মূল ১তোলা, গোল মরিচ কিছু, একত্রে বাঁটিয়া, দিন এক বারে খাওয়াইবেন। সর্ব্বাঙ্গে সরিসার তৈল মাখাইবেন; গা ধোয়াইবেন।

দৈব ঔষধ। সাঙ্কেমূল রবিবারে তুলিয়া গলাতে বাঁধিয়া দিবেন।

পূর্ব্ব লিখিত বল কারক ঔষধ ও ভাল পথ্য খাওয়াইবেন।

টাক পাঁকা রোগ।

কারণ। এক প্রকার কীট দ্বারা হয়।

লক্ষণ। লেজের বালী (চুল) উঠিয়া যায়; লেজে ঘা হয়, ক্রমশ খসিয়া পড়ে।

চিকিৎসা। বিছাতির সিক, আপাঙ্গ সিক, তেঁতুল বিচ, একত্রে বাঁটিয়া, গরম করিয়া, লাগাইবেন। ৫।৭ দিন ব্যবহারে ভাল হইবেক।

অন্যমত। জবাপাতা, বিছাতি পাতা, বাঁটিয়া লাগাইবেন।

অন্যমত। সরিসার তৈল ৹০, কর্পূর, আফিং, হরিতকী প্রত্যেকে চারি আনা পাক করিয়া লাগাইবেন

পচাস্থুস্থুর রোগ।

কারণ। স্থির নাই। (অবস্থা ভেদে তিন প্রকার।)

লক্ষণ। জিহ্বা ও দন্ত মাঢ়ীতে ঘা হয়। দুর্গন্ধ ছাড়ে, খাইতে পারেনা, জ্বর হয়, চিবাইতে ও গিলিতে কষ্ট হয়।

ভাবিফল। কষ্ট সাধ্য। কিন্তু জিহ্বা পাকিয়া ক্ষয় হইতে থাকিলে, অসাধ্য জানিবেন।

চিকিৎসা। বকুল ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া মুখ ধোয়াইবেন পানের রস ও লবন, তৈল একত্রে জিহ্বাতে লাগাইয়া, জিহ্বা ছুলিয়া দিবেন।

(সুন্দরসনগুঁড়ি) পান্তভাত, ইক্ষুর বাচ্ছা পচা সুপারি, পোড়াইয়া; একত্রে চুর্ণ করিয়া জিহ্বাতে লাগাইবেন ও কিছুক্ষণ জন্য মুখ বাঁধিয়া রাখিবেন।

অন্যমত। (সুধাচূর্ণ) সাদা খয়ের পোড়া ও হরিতকী পোড়া, প্রত্যেকে ১ তোলা; তুঁতে পোড়া ৵৹ আনা একত্রে পিষিয়া; অল্প২ করিয়া জিহ্বাতে লাগাইয়া, কিছুক্ষণ জন্য মুখ বাঁধিয়া রাখিবেন।

অন্যমত। (ক্ষতাঘৃত) গব্য ঘৃত ৵৹পোয়া, সিজ আঁতি, আপাঙ্গ সিক প্রত্যেকে ১তোলা, পাক করিয়া লইয়া, জিহ্বাতে লাগাইবেন।

কেঁদা স্থুস্থুর রোগ।

লক্ষণ। নাকে, মুখে পুঁজ পড়ে, জিহ্বা বাহির করে এতদ-ভিন্ন পচা-স্থুস্থুরের, লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা। স্থুস্থুরের ব্যবস্থামত।

কালা স্নুর রোগ।

লক্ষণ। সর্ব্বাঙ্গে কাল কাল ব্রণের মত দাগ হয়, ফুলিয়া উঠে; এবং পচা স্নুরের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা। পচা স্নুরের ব্যবস্থা মত, ব্যবস্থা করিবেন।

আওসা রোগ।

কারণ। স্থির নাই: তবে উর্দ্ধ সন্নিপাত জন্য হয়, ইহাই অনুমান। এই পীড়া অতিশয় সংক্রামক জানিবেন।

লক্ষণ। প্রথমতঃ সিমলার লক্ষণ প্রকাশ পায়, তৎপর জিহ্বা, পায়ের খুরের মধ্যে, অলানে ফস্‌কা হইয়া, সেই গুলি ঘায়ে পারণত হয়। খাদ্য দ্রব্য চিবাইতে পারে না, মুখে লাল পড়ে, খোঁড়া হয় ইত্যাদি।

চিকিৎসা। বকুল ছাল, জলে সিদ্ধ করিয়া মুখ ধোয়াইবেন। অমৃতাদি ঘৃত লাগাইবেন। খুরের মধ্যে পোঁকা হইলে, তৈল সহ গন্ধক গুঁড়া লাগাইবেন। অথবা কেরাসিন তৈল লাগাইবেন। কার্ব্বলিক এসিড লাগালেও ফল হয়। তারপিন তৈল ও কর্পূর একত্রে লাগালেও পোঁকা নষ্ট হয়। তৎপর আলকাতরা লাগাইবেন ঘা ভাল হইবেক। এই পীড়া বাছুরের হইলে প্রাণ পাওয়া সংকট। তবে অনেক সুচেষ্টা করিলে এবং দুগ্ধ দোহন করিয়া খাওয়াইলে ভাল হইতে পারে ইত্যাদি।

মল কণ্টকি বা অর্শ রোগ।

কারণ। নিশ্চিত নাই। তবে অনেক চিকিৎসকের মতে প্রকাশ যে, বায়ু কুপিত কারণ, বহুদিন কঠিন মল নির্গম জন্য হইয়া থাকে।

লক্ষণ। মলদ্বারের বাহিরে বা ভিতরে পিণ্ডাকার গুটী উৎপন্ন হয়, অজ্জন্য লাদিতে কষ্ট হয়, এবং সময়ে ২ রক্ত পড়িতে থাকে। অতিশয় বেগ ও যন্ত্রনা হইতে থাকে ইত্যাদি।

ভাবিফল। দুরা রোগ্য, বহু কষ্টে ভাল হয়।

চিকিৎসা। দুই তিন দিন অন্তর রেড়ীর তৈলের জোলাপ দিবেন। গুটীকাতে দুধ কলমির আটা লাগাইবেন।

সেবন জন্য। (তৈবর রস) ব্যবস্থা করিবেন, তাহা এই। ছাতিন ছালের রস ১তোলা, কেঁওগেঁডর রস /০ ছটাক, যবক্ষার ১তোলা ইহা এক মাত্রা দিন দুইবার সেবন।

অন্যমত। রক্ত গোড়ুর গেঁড় • ছটাক, গোলমরিচ ।• আনা, বাঁটিয়া ঘৃতসহ সেবন, ইহা এক মাত্রা।

গুহ্যে ঘৃত মালিস, ধুনার সেক দিবেন।

আহার। ঘাস প্রস্তুত করা মাড় ঈষৎ গরম থাকিতে ২ খাওয়াইবেন। অন্য দ্রব্য নিষেধ।

হাড় ভঙ্গা বা দরক্ত রোগ।

কোন স্থানে আঘাত লাগিয়া দরক্ত হইলে পর তাহার প্রতিকার।

হাড় ভাঙ্গা মালুম হইলে, বসাইবেন তৎপর দুধকলমি, দুধ অশ্বি গাছের পাতা, একনাদি, কুড়লে, কদালে, একত্রে বাঁটিয়া ঈষৎ গরম করিয়া, আহত স্থানে লাগাইয়া, তদুপরি কাটি বসাইয়া বেশ করিয়া বাঁধিয়া দিবেন। তিন হপ্তা পর খুলিয়া, সেই স্থানে ঘৃত মালিসও সেক দিবেন। দরক্তের চিকিৎসাতে, কাটি দিয়া না বাঁধিয়া, উক্ত ঔষধ উক্ত নিয়মে ব্যবহার করিবেন।

এঁটেলি রোগ।

ইহা এক প্রকার কীট, বর্ণনার আবশ্যক নাই। চোক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। এঁটেলি নানা বর্ণের হয়। যখন এঁটেলি হয়, গোরুর গায়ে এখন কি গোয়ালের কাঁতে চালে পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা। যে গোয়ালের গোরুর এঁটেলি হয়, সেই গোয়াল হইতে গোরু গুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া; গোয়ালটীকে বেশ করিয়া, মাটী লিপিয়া, পরিষ্কার করিবেন। তৎপর প্রত্যেক দিন একপোয়া গন্ধক কিছু অগ্নির উপর দিয়া গোয়ালের দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া দিবেন। যেন বায়ু প্রবেশ বা বাহির হইতে না পারে। এই রূপ ৫।৭ দিন গন্ধক পোড়ানর আবশ্যক। গরুর গাত্রে মাখানের জন্য, নিম্ন মত ব্যবস্থা করিবেন। সরিসার তৈল আধ সের, ঘেটকন পাতার রস।০ গোয়া অগ্নিতে পাক করিয়া লইবেন। তৎপর ঐ তৈল শীতল হইলে পর ইহায় সহ তাবপিন তৈল আধ সের, কেরাসিন।০ পোয়া গর্জ্জন তৈল ৵০ পোয়া, মিশ্রিত করিয়া লইবেন। এই যে তৈল হইল তাহা দিন প্রাতঃ কালে গরুর গাত্রে মাখাইয়া দেড় প্রহর বাদে স্নান করাইবেন, স্নান করাইবার সময়, বিশেষ করিয়া নুটি দ্বারা গাত্রে রগড়াইয়া দিবেন। এই রূপ ৫।৭ দিন করিলেই ভাল হইবেক, কীট ধ্বংস হইয়া যাইবে। প্রত্যেক দিন আধ ছটাক করিয়া রশুন খাওয়াইবেন ইতি।

উকুন।

উকুন ইহাও এক প্রকার কীট, গরুর গায়ে হইয়া থাকে, চিকিৎসা উক্ত রূপ ইতি।

নুটী লাগা রোগ।

লক্ষণ। হাঁচে, কাসে, নাকটানে, নাকঘষে, ইত্যাদি।

চিকিৎসা। গোলমরিচ চূর্ণ, তৈল, জল, একত্রে নাকে ঢালিবে, ২।৪ দিন দিলে ভাল হইবে। অন্যমত। মুথ কলমীর পাতার রস, নাকে প্রয়োগ করিলে ভাল হয় ইত্যাদি।

বাত রোগ।

কারণ। হঠাৎ শিরার রক্ত শীতল হইয়া, চলাচল বন্ধ হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়।

লক্ষণ। রক্ত আবদ্ধ কারণ, সন্ধিস্থান বা অপরাপর স্থান ফুলিয়া উঠে। কেহ কেহ নড়িতে চড়িতে অক্ষম হইয়া পড়ে। ফুলা গুলিতে হাত দিলে কাতর হয়। সময়ে২ সিমলা জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায় গাত্র সদা গরম থাকে। অবস্থা ভেদে বাত নানারূপ, পর পর লিখিতেছি।

ভাবিফল। কষ্ট সাধ্য; প্রথম হইতে সুচিকিৎসা হইলে ভাল হয়।

সাধারণতঃ বাতের চিকিৎসা। বাত রোগের দাগ দেওয়া উত্তম ব্যবস্থা। তজ্জন্য বলি যে যে স্থানে বাতরক্ত আবদ্ধ হইয়াছে, সেই স্থান গুলি টানিয়া দিবেন, কোনমতে ভুল না হয়।

বাত রোগে, সেক ও উত্তম ব্যবস্থা। আকন্দ পাতা, বাসাই পাতা, ভেণ্ডা পাতা, লবন, একত্রে পুটলি করিয়া অগ্নিতে তাতাইয়া সেক দিবেন।

চাপান। চাপান দিলেও বাত রোগ শীঘ্র ভাল হয়। তাহা এই, গুড়কামলের সিকের ছাল, বন্নো সিকের ছাল, কাঁটা

তেঁতুল, একত্রে বাঁটিয়া, গরম করিয়া ৫।৭ দিন ফুলার উপর চাপান দিলে ভাল হইবেক।

অন্যমত। (কিঙ্কিনি তৈল) মালিস করিবার জন্য। ইহাও বাত রোগের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ঔষধ। তাহা এই। রেড়ীর তৈল ১সের যবক্ষারও নিসাদল প্রত্যেকে ৴০ ছটাক, ধুতরা পাতার রস আধ সের রশুন একপোয়া একত্রে সূর্য্যপাক করিয়া মালিস করিবেন। এবং সেক দিবেন। এতৎ ভিন্ন ২।১ দিন অন্তর জোলাপ খাওয়াইবেন। উপসর্গ অনুযাই চিকিৎসা করিবেন। আহার খোল, খড় ইত্যাদি নরম দ্রব্য খাইতে দিতে নিষেধ। স্নান বন্ধ ইত্যাদি।

পক্ষাঘাত বা বাত ব্যাধি রোগ।

কারণ। উক্তরূপ

লক্ষণ। হঠাৎ কম্প সহ জ্বর, শরীর অবশ স্বর যন্ত্রের বিকৃতি, কাহারো ২ অর্দ্ধ অঙ্গ অবশ হইয়া পড়ে ইত্যাদি।

চিকিৎসা। সেবন জন্য (কামকানানল) কুচলা বীজ চূর্ণ ২রত্তি, শুট, মরিচ ১তোলা, ধুতরা পাতার রসে মাড়িয়া, চারটী বটী করিবে, দিন দুইটী বটী ২ বারে, ধুতরা পাতার রস সহ খাওয়াইবেন; যাবৎ ভাল না হয়।

মালিস। গব্যঘৃত ।০ পোয়া, কুচলা বীজকে পোড়াইয়া তাহা ৴০ ছটাক, যবক্ষার ও নিসাদল ১তোলা, ধুতরা পাতার রস ।০ পোয়া একত্রে মাড়িয়া সূর্য্য পাকে মালিস করিবেন। ১০।১৫ দিনে, ফল হইবে। সেক দিবেন, উপসর্গ দৃষ্টে ব্যবস্থা করিবেন।

আমবাত রোগ।

কারণ। পাকাশয় দুর্ব্বল জন্য হইয়া থাকে। হঠাৎ অজীর্ণ এই পীড়ার মূল।

লক্ষণ। পাতলা লাদে, আহারে বেশী রুচী থাকে না, গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণের মত বা চেপটা ২ ফুলা দৃশ্য হয়; গাত্র চুলকায় তাহাতে গা ঘষিয়া বেড়ায়, ইত্যাদি।

চিকিৎসা। বিছাতি পাতা ৵০ পোয়া, ঘৃতে ভাজিয়া খাওয়াইবেন. ২।৪ দিনে ভাল হইবেক জোলাপ দিবেন এবং অজীর্ণের চিকিৎসা মত ব্যবস্থা করিবেন ইতি।

নসবাক রোগ।

লক্ষণ। পায়ের সন্ধি স্থল ফুলিয়া উঠে চলিতে কিছু পা টানে ইত্যাদি।

চিকিৎসা। মোটা শূচ দ্বারা ফুলার স্থান ফুঁড়িয়া দিয়া, চুঁচিয়া রস বাহির করিবেন। তৎপর দাগ দিবেন। যদি চাপান দেবার দরকার হয়, উপরির লিখিত চাপান দিবেন।

কাঁদ ফূলা রোগ।

কারণ। শিরাতে চাপদ্বারা রক্তের গতি বন্ধ হওয়াই বিশেষ কারণ।

লক্ষণ। বলদ গোরু লাঙ্গল বা গাড়ী বহিতে ২ এ রোগ হঠাৎ আক্রমণ করে, কাঁদ ফুলিয়া উঠে. হাত দিতে দেয় না, ইত্যাদি।

চিকিৎসা। সামান্য কাঁদ ফুলিলে, চাল মুগরার পাতার রস, (অগ্নিতে তাতাইয়া বাহির করিবেন) এবং তাহাতে কিছু লবণ সংযোগ করিয়া, দিন ২।৩ বার লাগাইলে শীঘ্র ভাল হইবেক।

বাড়াবাড়ি কাঁদ ফুলা হইলে পর, রক্ত শোষণ করা আবশ্যক। তজ্জন্য শূচ দ্বারা ফুঁড়িয়া রক্ত বাহির করিবেন এবং চাল মু

দিবেন। তাহা এই। (রক্ত বিকাল) স্ফুট, মরিচ, আকন্দ সিক' গুড় কামলে সিক, চালমুগরার রস, লবণ, ইহা একত্রে গরম করিয়া লাগাইবেন। সেক দেওয়া ইহার বেশ উপায়। উক্ত ব্যবস্থাতে যদি না ভাল হয়, তবে দাগ্‌নী দ্বারা, বেশ করিয়া দাগিয়া দেওয়া আবশ্যক ইতি।

কাঁদ চটকা রোগ।

বলদ গোরুর হইয়া থাকে। গাড়ী বা লাঙ্গল বহিবার কালে বেশী ভার বহণে কাঁদের চামড়া উঠিয়া যায়। তজ্জন্য ঘা হয় ইত্যাদি।

চিকিৎসা। আপাঙ্গ খার ঘৃতসহযোগে লাগাইবেন। বেশীরূপ হইলে পচা ক্ষুরের ব্যবস্থা মত ঔষধ ঘৃত যোগে লাগাইবেন ইত্যাদি।

ঝাঁ কা রোগ।

কারণ। ইহা একপ্রকার বাত; রক্ত দূষিত হওয়াই প্রধান কারণ। উক্ত রোগ দুই প্রকার গোয়ালঝণকা, সচরঝণকা ইত্যাদি।

লক্ষণ। গোয়াল ঝণকা, গোয়াল হইতে বাহির হইবার সময় পা টানিয়া কিছুক্ষণ চলে।

সচর ঝণকা। সচর পা টানিয়া চলিতে থাকে।

চিকিৎসা। (সোমরস সেবনে ভাল হয়) তাহা এই। হস্তীর লাদ অগ্নিতে পোড়াইয়া সেই পাঁশ ৴০ ছটাক, ছাগী দুগ্ধ ছটাক একবারে খাওয়াইবেন। ২১ দিন ব্যবহারে বিশেষ ফল জানা যায়। এতৎ ভিন্ন বাত রোগে যে (কিঙ্কিনী তৈল) ব্যবস্থা

করা হইয়াছে, এখানেও তাহাই করিবেন। কোনং চিকিৎসক দাগ দেবার ব্যবস্থা করেন ইত্যাদি।

মৃগি রোগ।

কারণ। অনেকের মতে মাথাতে এক প্রকার কীট জন্মিয়া এই রোগ হয় বলিয়া থাকেন।

লক্ষণ। হঠাৎ কাঁপিয়া ঘুরিয়া পড়ে ; শরীর খেঁচিতে থাকে পরে নড় চড় বিহীণ হয়। মুখে লাল পড়ে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে চৈতন্য হয়।

ভাবিফল। কষ্টসাধ্য।

চিকিৎসা। (কীটারী ধুপ) মুলতানী হিং দুগ্ধে ভিজাইয়া বেশ করিয়া মাড়িয়া, তাহা কাপড় ছেড়ায় মাখাইয়া, পলিতা করিবে; এই পলিতা ছাওয়াতে শুষ্ক করিয়া, তৎপর অগ্নিতে ধরাইয় তাহার ধুম নাশা ছিদ্রে যেন প্রবেশ করে সেইরূপ ভাবে নাকের নিকট ধরিবে; দিন ২।৩ বার। এই রূপ ২১ দিন ব্যবহার করিলে, ভাল হইবেক। সেবন জন্য (সুধা রস) তাহা এই। ডুঁতে ✓০ আনা হরিদ্রা চুর্ণ ১তোলা, দিন ১ বার ইহা এক মাত্রা ইত্যাদি।

মুর্চ্ছা রোগ।

কারণ। বায়ু জন্য হইয়া থাকে।

লক্ষণ। মৃগীর অনুরূপ; প্রভেদ এই মৃগীতে লাল পড়ে, মূর্চ্ছাতে ফেণা পড়ে ইত্যাদি।

ভাবিফল। দুরারোগ্য।

এই রোগ, গর্ভাবস্থায় বেশী হইয়া থাকে।

চিকিৎসা। নিম্ন লিখিত (কামকৈত্ত রস) ব্যবহার করিবেন। নিষাদল, শুট, মরিচ প্রত্যেকে একতোলা, ধুস্তরা বীজ।০ আনা একত্রে বাটিয়া মাড় সহ খাওয়াইবেন। ইহা এক মাত্রা; দিন ২ বার।

অন্যমত। হেলাকুচা, নিম্ব, সিউলি, লাউকিস্তে, কাদা পুষ্প প্রত্যেকের পাতার রস এক ছটাক করিয়া, খাওয়াইবেন, ২১ দিন ঐ মতে।

মুষ্টিযোগ। কুড় ফুড়ে বেঙ (অর্থাৎ ছোট বেঙ) জিহ্বা, ২১টী গোল মরিচ সহ ২১৪ দিন খাওয়াইলে ভাল হইবেক।

ধনুষ্টঙ্কার রোগ।

কারণ। বায়ু জন্য হইয়া থাকে।

লক্ষণ। জ্বর এবং কম্প, পিঠের শির কাড়া দিতে থাকে তজ্জন্য খেচুনি হয় ইত্যাদি।

ভাবিফল। প্রায় অশুভ।

চিকিৎসা। পক্ষাঘাতের ব্যবস্থানারূপ ব্যবস্থা করিবেন।

ক্রুমী রোগ।

কারণ। খাদ্য বস্তু পরিপাক না হওয়াই ইহার প্রাধান কারণ।

লক্ষণ। অন্ত্র মধ্যে নানা প্রকার ক্রুমী জন্মিয়া থাকে, কেহ ফিতার মত চেপটা, কেহ গোলাকার লম্বা, কেহ জঁক সদৃশ, দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রুমীর কারণ পেট ব্যথা করে তজ্জন্য এ পাশ ও পাশ করিতে থাকে; খায় না কখনং মাদের সহ ২।১ টি ক্রুমী দেখা যায়।

চিকিৎসা। (কৃমী কাল) তাহা এই। বিডঙ্গ, পলাশবীজ, প্রত্যেকে ১তোলা; আনারস পাতার রস ৵০ পোয়া, গুড়।০ পোয়া একত্রে খাওয়াইবেন; দিন একবার; যাবৎ ভাল না হয়। জোলাপ দিবেন ভুলিবেন না।

আহার। ঘাস, খোল ইতি

স্বর ভঙ্গ বা কাশ রোগ।

কারণ। কফ জন্য হইয়া থাকে।

লক্ষণ। খুক্ খুকে কাশী, কাশের সঙ্গে পেটের কাঁপ হয়।

চিকিৎসা। অবলেহ প্রত্যেকে সিকি ভোর চিনি সহ দিন ২।৩ বার খাওয়াইবেন।

অক্ষমত কণ্টকারিফল, ৵০ ছটাক, বাসক পাতা ৵০ ছটাক, চিনী ৵০ তোলা, একত্রে খাওয়াইবেন। দিন ২বার কৃমীতে বাছুরের কৃমী জন্য উক্ত রোগ হইয়া থাকে এইস্থানে কৃমীনাশক ঔষধ সহ উক্ত ঔষধ খাওয়াইবেন

আহার। ঘাস খোল ইত্যাদি। স্নান বন্ধ।

ঢেলা রোগ।

দন্ত মাড়ী শিথিল হওয়াই ইহার মূল কারণ।

লক্ষণ। দাতের গোড়া আর, উপরের মাড়ী স্রোত বৃদ্ধি হয়। জন্তু জল খাইতে কাতর হয়, দুর্বল হইয়া পড়ে।

চিকিৎসা। তুলাকে তেলে ভিজাইয়া স্রোতে প্রবেশ করান; এবং ঐ তুলা বসাইয়া দাগনি পোড়াইয়া তাহার উপর ঘসি দেওয়া।

অক্ষমত। আউচপল, চাপড়ি একত্রে বাটিয়া দন্ত মাড়িতে লাগান।

অন্যমত। হিরাকস ঘৃতে ভিজাইয়া উক্তরূপ ভাবে লাগান।

কোলা রোগ।

লক্ষণ। জিহ্বা মূলের উপর পিঠে কোলা হয়। ইহা দেখিতে কোলা বেঙের মত জিহ্বা মূলের উপর ফুলিয়া উঠে, স্পর্শ করিলে খস খসে বোধ হয় তজ্জন্য গোরু কাশিতে থাকে, খাইতে বেশ পারে না ক্রমশ দুর্ব্বল হয় বিমর্ষ ভাবে থাকে।

চিকিৎসা। সূচ দ্বারা কোলাটীকে খুঁড়িয়া দিবে। তুলাকে তৈলে ভিজাইয়া তদোপরি বসাইয়া দাগনি দ্বারা দাগ দিবেন।

অন্যমত। উপরির লিখিত শোণিত শোষক লাগাইলে ভাল হয় ৫।৭ দিনে বিশেষ ফল জানা যায়।

অঙ্গুলি রোগ।

লক্ষণ। চোকের কোণে জঁকের মত মাংস বৃদ্ধি হইয়া ক্রমশঃ চোকের তারা ঢাকাইয়া ফেলে। চোকে জল পড়ে পায়ের খুর দ্বারা চুলকায়।

চিকিৎসা। বৃদ্ধি মাংসটী একটী সূচ দ্বারা খুঁড়িয়া টানিয়া ধরিবে তৎপর উৎতপ্ত লৌহশলা তাহার উপর ঘর্ষণ করিবে করিলেই বৃদ্ধি মাংসটী ২খণ্ড হইবেক ও ভাল হইয়া যাইবেক।

ছানি বা চোখে রক্ত দাড়ান।

চিকিৎসা। জলছানি হইলে চোকে জল পড়ে তাহাতে আকুন্দ আপাঙ সিক লিংগে বাঁধিয়া চোকের উপরে ঠেকিয়া থাকে এই রূপে ঝুলাইয়া দিবেন। এই ঔষধ সকল ছানিতে ব্যবহার চলে।

রক্ত ছানিতে চোকে রক্ত জমা হয়। সাদা ছানিতে গোলাকার সাদা পর্দ্দা পড়ে; পিত্ত ছানিতে কাল পর্দ্দা পড়ে;

ভাবিফল। কষ্টসাধ্য।

চিকিৎসা। রক্ত ছানি বা চোক ভরিয়া রক্ত দাড়াইলে। ভুঁতে ২ দান কটকারি ২ দান কপূর ২ দান মধু এক তোলা একত্রে বাড়িয়া চোকে লাগাইবেন।

অন্যমত। শংখ নাভী, কপূর, লবঙ্গ, মধু সহ বাড়িয়া চোকে লাগাইবেন।

কালছানি। হরিতকী বীজের শাঁস মধুতে বাড়িয়া লাগাইবেন।

আমাশয় রোগ।

কারণ। অজীর্ণ বশতঃ উৎপন্ন হয়।

লক্ষণ। এই পীড়া দুই প্রকার। সাদা ও লাল। কুন্থন ও বেগ সহ, আম ও রক্ত বাহ্যে হয়। পেট ব্যথা করে, জ্বর ও হয়।

ভাবিফল। বিশেষ চেষ্টায় ভাল হয়।

চিকিৎসা—সাকেমূল ১তোলা গোল মরিচ আধ তোলা একত্রে বাটিয়া দিন দুইবার। ইহা এক মাত্রা।

অন্যমত। রক্ত গোড়ুর মূল ১তোলা, আপাংসিক।০ আনা একত্রে বাটিয়া ঘোল সহ খাওয়াইবেন। ইহা এক মাত্রা দিন ২ বার। কঠিন মল নির্গম জন্য রেড়ীর তৈলের জোলাপ দিবেন। ধারক ঔষধ দেবার আবশ্যক হইলে পূর্ব্বলিখিত ধারক দিবেন।

আহার। চিড়ের গুড়া, প্রস্তুত করা মাড় দুর্ব্বাঘাস ইত্যাদি।

মূল পীড়ার সহিত অনেক উপসর্গ পীড়া আসিয়া উপস্থিত হয়। আহার কথা লিখিতেছি। পেট ফাঁপা; প্রস্রাব বন্ধ; রক্তভেদ বা বমি; কম্প; মুখে লাল পড়া, পেট ব্যাথা নাকে রক্ত পড়া; ইত্যাদি এই সকলের চিকিৎসা মূল পীড়ায় সহ স্থানে ২ লেখা

হইয়াছে বুঝিয়া দেখিবেন।

ফুলা রোগ।

গোরু হঠাৎ বা কোন কারণে যদি সর্ব্বাঙ্গ ফোলে তবে নিম্ন মত চিকিৎসা করিবেন। যবক্ষার, নিসাদল, প্রত্যেকে ১তোলা শুক মূলা /০ ছটাক, কালাপুষ্পর সত /০ কলা এঁটের রস ।০ পোয়া একত্রে খাওয়াইবেন ইহা ১ মাত্রা দিন ২।৩ বার জোলাপ দিবেন। আহার মাড় গরম ঘাস স্নান নিষেধ ইত্যাদি।

শিশু চিকিৎসা।

এই পুস্তকে যে সকল রোগের কথা লেখা হইল তাহা কুমলা বাছুরেরও হইয়া থাকে তজ্জন্য নূতন করিয়া পুস্তকের আকার বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক নাই রোগ দৃষ্টে তৎব্যবস্থা মত ঔষধাদির ব্যবস্থা করিবেন। তবে এই কথাটি যেন মনে থাকে যে সকল ঔষধের মাত্রা লেখা হইয়াছে তাহা পূর্ণ বয়সের বয়স ভেদে ইতর বিশেষ করিবেন। নিষেধ। কুমলা বছুরকে সহসা নাখিবেন না।

গর্ভিনীর চিকিৎসা।

সিনলা বাদল ঘোর হইলে ব্যবস্থামত দিবেন।

সুট, গোল মরিচ, কাল জীরা জোগ জিরা, জোয়ান, প্রত্যেকে ১তোলা লবন আধ ছটাক, তুলসীপ.তা ১তোলা একত্রে বাটিয়া দুগ্ধ সহ খাওয়াইবেন দুগ্ধ অভাবে জল। ইহা এক মাত্রা ১ প্রহর অন্তর যতবার দরকার হয় খাওয়াইবেন।

সন্নিপাত রোগ হইলে নিম্ন ব্যবস্থা। উক্ত সিমলার ঔষধ সহ প্রত্যেক বারে ১তোলা ছোট এলাচ, সচনা সিকের ছালের মূল ৶০ পোয়া সহ যতবার দরকার খাওয়াইবেন।

ছেড়া ভেদ জন্য।

আম ছালের রস ৷৴৹ পোয়া, আফিং ৴৹ আনা ইহা এক মাত্রা, আবশ্যক মত খাওয়াইবেন

পেট ফাপা। মুথা ৴৹ জোলাপ ৴৹ শুট ৴৹ মৌরী ৴৹ কর্পূর ১তোলা; ইহা চার মাত্রা গরম জল সহ ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন।

পশ্চিমা রোগ। এই পুস্তকে যে পশ্চিমা রোগের চিকিৎসায় ঔষধ লেখা হইয়াছে তার মধ্যে কুর্কসিয়া বাদ দিয়া সেবন করাইবেন।

অজীর্ণে। মোহিনীমদন পূর্ব্ব লিখিত ঔষধ ব্যবহার করিবেন।

বসন্ত রোগে। অবলেহ খাওয়াইবেন। প্লীহা প্রভৃতি কোন উদরের পীড়ায় চিকিৎসার আবশ্যক নাই। বাত পূর্ব্ব ব্যবস্থা। মুচ্ছা, ধনুষ্টঙ্কারে পূর্ব্বমত কার্য্য করিবেন।

অকাল প্রস্রাব নিবারণ জন্য।

রসাঞ্জন, লোধ, মঞ্জিষ্ঠা, ধনা প্রত্যেক ১তোলা খাওয়াইবেন। প্রসব কালে প্রসব না হইলে প্রসব করাইবেন ইতি।

চিকিৎসক মহোদয়। আমি ঔষধের কোন ওজার রাখি নাই, তজ্জন্য বলি সকল রোগে শুট খাওয়ান চলে আপনি শুট জমা করিয়া রাখিবেন সকল রোগে ১লাল মাত্রায় প্রত্যেক বারের ঔষধ সহ খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিবেন। তাহা হইলে অনেক ওজার থাকিবে ইতি।

সর্পাঘাত।

গো মহিষাদি চতুষ্পদ জন্তুর সর্পাঘাতের চিকিৎসা।

লক্ষণ। গো আদি পশু সকলকে সর্পে দংশন করিলে, সর্বাঙ্গ বা সর্বাঙ্গে মণ্ডলাকার হইয়া ফুলিয়া উঠে বিশেষতঃ গুহ্য দ্বার, নাসা, চিবুক, কর্ণের কড়, স্ফিত হয় এবং ছেরে উক্ত লক্ষণ ফণা ধারি সর্পে দংশন করিলে প্রকাশ পায় (যেমন কেলে গোক্ষুরা ইত্যাদি।) অন্যান্য সর্পে যথা চিতি, ঘড়া ইত্যাদি সর্পে দংশন করিলে উক্ত লক্ষণ সকল দেখা যায়, কিন্তু ছেরেনা, পেট কাঁপে, এইমাত্র প্রভেদ দেখিয়া নির্ণয় করিবেন।

রোগান্তরের লক্ষণ। পেট কাঁপে হাঁপাইতে থাকে, গোঁ শব্দ করে শুইলে আর উঠিতে পারে না। তৎপর কফের উদয় হইয়া নাক টানে ও সন্নিপাতের লক্ষণ উদয় হয় এবং মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

চিকিৎসা। বনমসীর মূল ৵ আনা, আদা /॰ ছটাক, গোল মরিচ ১তোলা বাঁটিয়া খাওয়াইবেন। গোল মরিচ ও আদা বাঁটিয়া জলে গুলিয়া ক্ষণে২ নাসা ছিদ্রে ঢালিবেন। আমড়া পাতা ঘোয়ানে গুলিয়া২ সর্বক্ষণ খাওয়াইবেন; নচেৎ রস বাহির করিয়া ৵॰ পোয়া মাত্রায় ক্ষণে২ খাওয়াইবেন।

অন্যমত সেবন জন্য। রজনী গেঁধার মূল /॰ ছটাক, চাঁপা-নোটে শাকের মূল /॰ ছটাক গোল মরিচ ১ তোলা বাঁটিয়া একবারে খাওয়াইবেন।

(সন্নিপাতাবস্থায় তৎচিকিৎসা করিবেন।)

ফুলা নিবারক ঔষধ।

ধুতুরাপাতার রস ও কলিচুণ একত্রে মাখাইবে। কিম্বা নিমছালের রস আমালী সহ মাখাইবে।

গলাফুলা। তাল বাকৃড়া ছেচিয়া আগুণে সেকিয়া ভাসাইয়া সেই রস মাখাইবে।

ছেরা নিবারক। চাপা নোটের সিক চারি আনা বাঁটিয়া খাওয়াইবেন। অথবা আমছালের রস ৵০ পোয়া খাওয়াইবেন।

নাক দিয়া কফের সহিত যদি মাংস বাহির হয় তবে বেল সিকের ছাল বাঁটিয়া জল সহ একটু২ করিয়া নাকে ঢালিবে।

লাল পড়িলে আমানি সহ লবণ সংযোগ করিয়া মুখ ধোয়াইবে। বিষ নষ্ট হইলে; পশুগণ খাইবে সহজরূপ নাদিবে মুতিবে। গা চালিবে নাকে জিহ্বা বুলাইবে ইত্যাদি। যদি আহার করিলে ফুলা থাকে তাহাতে কোন ভয় নাই বিষ নষ্ট হইয়াও কাহার২ ফুলা থাকে তবে আহার ধরিলে নিশ্চয় জানিবেন ভাল হইয়াছে ইতি।

বিষ খাইলে তাহার চিকিৎসা।

লক্ষণ। দাহ, কম্প, খেঁচুনি, কাল৷ ফেণাবৎ লাল নির্গত, অবসন্ন, পার মৃত্যু ইত্যাদি।

চিকিৎসা। বমণ করাণ। তুতে সহ অম্ল রস খাওয়াইলেন। বেশী পরিমানে তেঁতুল জলে গুলিয়া খাওয়াইবেন। ইতি

ওঁ সূর্য্যায় নমঃ।
তান্ত্রিক ঔষধালয়।
ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং
ধ্বান্তারিং সর্ব্ব পাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং।
শ্রীশ্যামানন্দ স্বামী।
১৪৬নং খুরুট রোড, হাওড়া।
দি মডেল প্রিণ্টিং প্রেস্ নং ভেওর পাড়া লেন।

বিশ্বাসই মুল

মানবগণ অন্নজ গ্রহজ ও কর্ম্মজ এই তিন কারণে শোক দুঃখ রোগ ও দরিদ্রতা ভোগ করিয়া থাকেন। অন্নজ রোগ ডাক্তারী ও কবিরাজী ঔষধে আরগ্য হয়। গ্রহজ রোগ গ্রহ শান্তিতে আরোগ্য হয়। আর কর্ম্মফল জনিত রোগে ঔষধ নাই তবে একমাত্র অর্দ্ধনারীশ্বর পূজা বা চণ্ডিপাঠ এবং স্বর্ণ প্রবল প্রভৃতি দান করিলে আরোগ্য হয়। কিন্তু ইহার বিশেষ বিবরণ না জানিয়া কেবল মাত্র ঔষধে কোন ফল দর্শে না। সেই হেতু আমার কাছে আসিলে নাম ধরিয়া বা হস্তের রেখাদি দেখিয়া বা রাশি নাম কি ডাক নাম উপস্থিত কত বয়সলিখিয়া ১০ পয়সা ডাক টিকিট পাঠইলে ভূত ভবিষ্যত ঘটনাগুলি বলিয়া দেওয়া হয় উপস্থিত কোন দশার ফলে রোগ শোক মনস্তাপ গৃহ বিচ্ছেদ মামলা মোকর্দ্দমা হইতেছে কাজ কর্ম্ম নাই এবং নানাপ্রকারে অর্থ নষ্ট হইতেছে এই সমস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য নবগ্রহের শান্তি বা অর্দ্ধনারীশ্বর পূজা ও কবজ বা যন্ত্রাদির ব্যবস্থা করিয়া ঔষধ দেওয়া হয়। আর যদি তাহার জীবনে সুখ না থাকে তবে তাঁহাকে কিছুই ব্যবস্থা দেওয়া হয় না। সর্ব্ব লোকের হিতের জন্য এই গুঢ় তত্ব প্রকাশ করিলাম। আবার যিনি গ্রহকাল আক্রান্ত তাঁহার মতি বিভ্রান্ত তিনি কখনই বিশ্বাস

করিবেন না ইহার বিশেষ বিবরণ আমার কর্ম্মফল নামক পুস্তকে দেখিতে পাইবেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্ত খুরুট রোডে, তান্ত্রিক ঔষধালয় স্থাপিত করা হইল; এই স্থানে আমি দিবা ১০টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত, আর বৈকালে ৭টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত রোগী দিগকে দেখিয়া থাকি। প্রাতঃকাল হইতে দিবা ৯টা পর্যান্ত সাঁত্রাগাছি ষষ্টিতলার কালী বাটীতে আমার দেখা পাইবেন, কিন্তু আমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে এবং শুক্রবার ও মঙ্গলবারে সকালে আমার দেখা পাইবেন না।

বিশ্ববিমোহন উপহার

হিন্দুর সেই মহামূল্য আবশ্যকীয় গ্রন্থ ভক্তের সেই তিন খানি উপাদেয় গ্রন্থ। (১) ষটচক্রভেদ (২) প্রশ্নগণনা (৩) কর্ম্মফল কিছু দিনের জন্য বিতরণ করিতেছি; কেবল মাত্র খরচা লইয়া দিব এ সুযোগ কেহ ছাড়িবেন না। সংসারী সাধু প্রভৃতি সকলে সত্বর হউন। যাহা কখন হয় নাই এবং হইবার নহে, তাহাই হইতেছে। "ষটচক্রে কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান, স্তব, প্রাণায়াম ভূতশুদ্ধি, প্রাণ তত্ত্ব, ষটচক্রচিত্র প্রভৃতি। "প্রশ্ন গণনায়"—রাক্ষসী তান্ত্রিক, গণকচূড়ামণি, পিশাচী, লগ্ন, স্বরোদয় প্রভৃতি মতে নানাবিধগননা, নষ্টকোষ্ঠি উদ্ধার এবং বহুবিধ গণনার বিষয় আছে "কর্ম্মফলে"—ধর্ম্মসাধন, আমি কে, আদ্যাতত্ত্ব, কুলাচার ও গুরু, কর্ম্মবিপাক ও শান্তি প্রভৃতি কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের বিষয় ব্যাখ্যা আছে। মূল্য তিনখানি যায় ডাক মাশুল ১৲ টাকা।

সফলা।

ইহা উপদংশ, ক্ষত, খোস, চুলকানা, দদ্রু, বাত, প্রমেহ, জর, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, প্রদর, শরীরের দুর্ব্বলতা, মাথা ঘোরা, চক্ষুর নিস্তেজতা, বক্ষ স্থলের পীড়া, বাধক বেদনা, ঋতুবন্ধ ও ঋতু পরিষ্কার না হওয়া, ক্ষয়কাশ, মৃতবৎসা পারদ, পুরুষত্বহীন, ধাতুক্ষীণ রক্তদুষ্টি, চর্ম্মরোগ এবং অন্য প্রভৃতি রোগের উপকারক এবং পুষ্টিবর্দ্ধক এই সালসা দেশীয় নানাবিধ উদ্ভিদে অর্থাৎ অনন্তমূল অশ্বগন্ধা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ৩৬ খানা মসলায় প্রস্তুত হইয়াছে ইহার দ্বারা শোণিত বিশোধিত, শরীর পুষ্ট, মন উল্লাসিত ও স্বাস্থ্য পুনঃ স্থাপিত হয়। দুই তিন দিবস ব্যবহারে আশু ফল পাইবেন। এই ঔষধ সেবনে শরীরের দূষিত পাদর্থ সকল মল, মুত্র, ঘর্ম্ম বা ফোড়া প্রভৃতির দ্বারা বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। ইহা ব্যবহারে প্রত্যহ শরীরে যথেষ্ট বিশুদ্ধ রক্ত উৎপন্ন হওয়ায় পূর্ব্ব সঞ্চিত দূষিত রক্ত নষ্ট হয়, শরীরে দিন দিন কান্তি ও পুষ্টি সম্পাদন হয়। দূষিত রক্তে পীড়িত ব্যক্তিগণ সফলা সেবনের পর নুতন দেহ ও নব জীবন লাভ করেন। জীর্ণ দেহী চিন্তাক্লিষ্ট ও জীবন্মৃত রক্ত দুষ্ট মানবগণ ইহা সেবনের পর হইতেই শরীরে সামর্থ্য, দেহে বল, মনে উৎসাহ ও প্রাণে স্ফুর্ত্তি পাইয়া থাকেন এবং জীবনের ভোগ্য বিষয় পুনরায় আনন্দের সহিত উপভোগ করিতে সমর্থ হন। ইহাতে পারদাদি দূষিত পদার্থ নাই। এই সালসা এরূপ রাসায়নিক সংযোগে প্রস্তুত হইয়াছে যে, সকল সময় ও সর্ব্বাবস্থায় বালক, বৃদ্ধ, বনিতা,

রোগী, অরোগী সকলেই নির্ব্বিঘ্নে ইহা সেবন করিতে পারেন ইহাতে কোন প্রকার নিয়ম পালন করিতে হয় না। স্বাভাবিক স্নান আহার ও কর্ম্ম করিতে পারিবেন ইহা খাইতে বিশেষ সুস্বাদু এবং গন্ধ অতি মনোরম তাহাতে প্রাণে আনন্দ হয় মূল্য প্রতি বড় শিশি ২॥০ টাকা ছোট শিশি ১॥০ টাকা ডাক মাশুল ॥০ আনা।

১। কাত্যায়নী।—ইহার দ্বারা হৃদয়শূল, পারশ্বশূল; বাতিক শূল, বাস্তিশূল প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার শূল রোগ আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল।/০ আনা।

২। বিদ্যা।—শুক্রমেহ, মধুমেহ, মুত্রমেহ, সুরামেহ, হরিদ্রামেহ রক্তমেহ, মাজ্জামেহ, প্রভৃতি যে কুড়ি প্রকার মেহ আছে তাহা তিন দিবসে আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি টাকা ডাক মাশুল।/০ আনা।

৩। তরলা।—ইহা স্ত্রীলোকদিগের শ্বেত, পীত, নীল ও লোহিত প্রদর রোগের ব্রহ্মাস্ত্র। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল।/০ আনা

৪। দীনবতী।—ইহার দ্বারা অম্ল, অজীর্ণ, পেট ফাঁপা বুক জ্বালা, অম্লশূল, অগ্নিমান্দ্য, অম্লোদগার, ভেদবমি, পেট ব্যাথা, দধকাভেদ, তরল মল নির্গমন নিবারিত হইয়া শরীর সুস্থ করে। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল।/০ আনা

। মহাকালী।—হাঁপানি কাশির বিদ্যুতের ন্যায়

কার্য্য করে। মূল্য প্রতিশিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল।৴৹ আনা।

৬। ষোড়শী।—বাধক নষ্ট করিবার ব্রহ্মাস্ত্র মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল।৴৹ আনা।

৭। কামেশ্বর।—রতি শক্তি অত্যন্ত প্রবল হয় এবং ধ্বজভঙ্গ রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল।৴৹ আনা।

৮। জয়শীলা।—ইহার দ্বারা বহুমূত্র রোগ নিবারিত হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল।৴৹ আনা।

৯। মহানন্দা।—ইহার দ্বারা অন্ত্র বৃদ্ধি নিবারিত হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল।৴৹ আনা।

১০। মহানন্দা (ক)।—ইহার দ্বারা কোষ বৃদ্ধি নিবারিত হয় মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল।৴৹ আনা।

১১। যামিনী—ইহার দ্বারা এক শিরা ভাল হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল।৴৹ আনা।

১২। দেবেশি —লিভার ও লেবার বিশেষ কার্য্যকারী, দিবসের মধ্যেই উপকার। আবার ইহা রুচিজনক, পাচক' কণ্ঠ শোধক' বিষদোষ, রক্তদুষ্টি, কফ, বায়ু, কাশ'

পিত্তদুষ্টি, নিবারক এবং মল সংগ্রাহক। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ টাকা ডাক মাশুল ।/০ আনা।

১৩। বেদেশি (ক)।—প্লীহারোগের ব্রহ্মাস্ত্র, আবার ইহা শূল কফ, গুল্ম, উন্মাদ, মোহ, কুষ্ঠ, অর্শ, শোথ, পাণ্ডু, জ্বর ও বিষনাশক, বিশেষতঃ ইহা প্লীহা রোগীর, গুল্ম রোগীর, কুষ্ঠ রোগীর, উদর রোগীর, ও চিররোগীর পক্ষে হিতজনক। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল ।/০ আনা।

১৪। কৌশকী।—এই ঔষধ ঋতুর দিন হইতে চারিদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ দুইবার করিয়া সেবন করিলে স্ত্রীলোকের গর্ভ হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা। ডাক মাশুল ।/০ আনা।

১৫। শিউলীর আরক।—ইহার দ্বারা নূতন পুরাতন জ্বর, প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর, কম্পজ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, যৌকালীন জ্বর, পালাজ্বর, অজীর্ণ, পাণ্ডু, নেবা, কোষ্ঠবদ্ধ, হাত, পা, চক্ষু ও গাত্রদাহ প্রভৃতি অতি সত্বর আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল ।/০ আনা।

১৬। মনমোহিনী তৈল—মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ কারক মৃদু-সৌগন্ধযুক্ত তৈল ইহা ব্যবহারে কেশ ঘন সুক্ষ ও দৃঢ় হয়, মস্তিষ্ক শীতল রাখে, মাথা ধরা, মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা দূর হয় কেশের অকাল পক্কতা নিবারণ করে, ইহাতে বায়ুর প্রকোপ মস্তিষ্ক উষ্ণতা চক্ষু হাত পা জ্বালা মন হুহু করা কার্য্যে অনিচ্ছা

আলস্য, স্মরণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি হ্রাস, পেট ফাঁপা, কাণে পূঁজ পড়া, মেহ স্বপ্নদোষ এবং প্রসাবকালীন জ্বালা, নিবারণ করে গন্ধ অতি মনোরম ও স্নিগ্ধকর স্নানের পরে অধিক্ষণ গন্ধ থাকে নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে দেহে দেবোপম গন্ধ জন্মে এবং মন সদাই প্রফুল্ল থাকে, এবং ইহার গন্ধ লোকের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া প্রফুল্লিত করে, পেটে ও মাথায় মাখিতে হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

১৭। মনোল্লোভা তৈল —এই তৈল দিবসে দুই তিনবার স্তনে রীতিমত মর্দ্দন করিলে সেই স্তন ক্রমান্বয়ে শক্ত হয়, এবং উত্থিত হইয়া ষোড়শী নারীদিগের স্তনের ন্যায় বক্ষ-রাজীর শোভা সম্পাদন করিতে থাকে। ধ্বজভঙ্গ রোগী কিংবা উত্তেজনারাহিত্য ধারণাক্ষম ব্যক্তি উক্ত তৈল রীতিমত মালিস করিলে ও উক্ত রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া যৌবনোচিত বল বীর্য্যাদি প্রাপ্ত হইয়া প্রাণে শান্তি পাইয়া থাকেন। এবং ইহা অতিশয় কামোদ্দীপক। ফলতঃ ইহা যে বিবিধ কার্য্যে বিশেষ উপকারী তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে। মূল্য প্রতি শিশি ১।০ টাকা। ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

১৮। বিশ্বেশ্বর তৈল —ইহাতে নিমোনিয়া, হাঁপানী কাশি, ঘুমড়ি কাশীর উপকার করে ঐ তৈল গরম করিয়া দিবসের মধ্যে বুকে ও কণ্ঠে ২।৩ বার মালিশ করিলে সর্দ্দি সরল হইয়া উর্দ্ধদিক দিয়া উঠিবে না হয় মলদ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া শরীরকে নীরোগ করিবে। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

১৯। যোগিনী তৈল।—ইহাতে কুষ্ঠ, পারদ ঘটিত ক্ষত, এবং পারদ ঘটিত যাবতীয় চর্ম্মরোগ নিবারিত হয়। ইহা পারদ নষ্ট করিবার ব্রহ্মাস্ত্র। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল।৵০ আনা।

২০। মহানন্দা তৈল।—ইহা ব্যবহারে কোষবৃদ্ধি রোগ ত্বরায় নিবারিত হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল।০ আনা।

২১। ভৈরবী তৈল।—পাগল, মৃগি, মূর্চ্ছা এবং শিররোগের পরিক্ষীত তৈল এই তৈল কেহ কখনও প্রকাশ করে নাই, তবে আমি ক স্বরূপে তৈ।দার কাছে এই তৈলের দ্রব্য-গুণ জানিয়া নূতন করে প্রকাশ করিলাম। এই তৈল পাগলকে মাখাইয়া প্রথমে স্নান করাইবে এবং দিবসে দুই তিনবার সর্ব্বাঙ্গে মাখাইলে ১০ দিনের মধ্যে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়া রোগী সুখে নিদ্রায় অভিভূত থাকিবে। বায়ুগ্রস্ত রোগীর অব্যর্থ তৈল আর ইহাতে অম্লপিত্ত মেহ, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠবদ্ধ ও গাত্র দাহ ত্বরায় নিবারিত হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল।৵০ আনা।

২২। বাতেশ্বর তৈল।—ইহা ব্যবহারে গেঁটে বাত, সন্ধিবাত, কোমরের বাত, উপদংশ জনিত বাত, প্রমেহাশ্রিত বাত, খালধরাঝিঝি বাত, আঘাত ও পতন জনিত বেদনা, ফিক্ বেদনা, পক্ষাঘাত অতি যন্ত্রণাদায়ক বাতশিরা বা বাতাড় কম্প

কনানিতে অস্থির হইতেছেন সেই স্থানে এই ধান্যেশ্বর তৈল ১৫ মিনিট মালিস করিলে তখনি কন্‌কনানি কমিয়া যাইবে এবং শরীরে শান্তি লাভ করিবেন। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল।৵০ আনা।

২৩। চন্দ্রাবতী।—ইহার দ্বারা রজোবন্ধ রোগ নিবারিত হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাকমাশুল।৵০ আনা।

২৪। কমলা।—বক্ত দোষ, জলভাঙ্গা, রক্তভাঙ্গা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, প্রলাপ দ্বরায় নিবারিত হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল।৵০ আনা।

২৫। শক্তিতা।—ইহা সেবনে গ্রন্থি, উপদংশ, ও ক্ষত নিবারিত হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল ৵০ আনা

২৬। পাষনী।—ইহার দ্বারা কেবল অর্শ ও বলী নিবারিত হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাকমাশুল ৵০ আনা

২৭। জাহ্নবী—ইহার দ্বারা যাতীয় কৃমি, জর, কুষ্ঠ, বিষদোষ ও রক্তদোষ নষ্ট হয়। এবং ইহা রুচি কারক ও অগ্নিদীপক বালকদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল।৵০ আনা।

২৮। রাজেশ্বরী—ইহাতে চক্ষুতে পিচুটি পড়া চক্ষু করকর করা, চক্ষু ফোলা এবং সর্ব্ব প্রকার চক্ষুরোগ নষ্ট হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল।৵০ আনা।

২৯। ব্রাহ্মনী—ইহার দ্বারা কর্ণনাদ কর্ণপীড় এবং কর্ণপূজ নিবারিত হয়। প্রত্যহ দুইবার করিয়া আধ ছটাক পরিস্কৃত জলে খড়িকা করিয়া চারি ফোঁটা ঔষধ দিয়া প্রত্যেক বার সেবন করিবেন। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল।/০ আনা।

৩০। শঙ্করী—ইহার দ্বারা ফোড়া, ব্রণ, ফুঁচকি নিবারিত হয়। প্রত্যহ দুইবার করিয়া আধ ছটাক পরিস্কৃত জলে খড়িকা করিয়া চারি ফোঁটা ঔষধ দিয়া প্রত্যেকবার সেবন করিবেন। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল।/০ আনা।

৩১। কালীকা—ইহার দ্বারা বাত, গুল্ম, পিত্ত গুল্ম, কফজ গুল্ম, রক্ত গুল্ম, সচল ও নিশ্চল প্রভৃতি যে কোন প্রকার গুল্ম আরোগ্য হয়। প্রত্যহ তিনবার করিয়া আধ ছটাক পরিস্কৃত জলে খড়িকা করিয়া চারি ফোঁটা ঔষধ দিয়া প্রত্যেক-বার সেবন করিবেন। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা। ডাক মাশুল।/০ আনা।

৩২। গন্ধেশ্বরী—ইহা সেবনে সর্ব্ব প্রকার রক্তপিত্ত রোগ নিবারিত হয়। প্রত্যহ দুইবার করিয়া আধ ছটাক পরিস্কৃত জলে খড়িকা করিয়া চারিফোঁটা ঔষধ দিয়া প্রত্যেকবার সেবন করিবেন। এবং প্রত্যহ মধ্যাহ্নে এক তরি কচি দুর্ব্বা-ঘাসকে পরিস্কৃতরূপে জলের সহিত বাটিয়া তাহাতে আধ ছটাক চিনি দিয়া এক ছটাক পরিস্কৃত শীতল জলে গুলিয়া তাহাতে এক ছটাক কাঁচা গোদুগ্ধ দিয়া একত্রে ন্যাকড়ায় করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া সেবন করিতে হবে। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা। ডাক মাশুল ৵০ আনা।

৩৩। বিজয়া—ইহার দ্বারা যাবতীয় উদাবর্ত্ত বা মলবদ্ধতা রোগ নিবারিত হয়। প্রত্যহ দুইবার করিয়া আধ ছটাক পরিষ্কৃত জলে খড়িকা করিয়া চারি ফোঁটা ঔষধ দিয়া প্রত্যেকবার সেবন করিবেন। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল ।/০ আনা।

৩৪। ম.ক্ষর্য্য ----এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ অতি সত্বরে নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। প্রত্যহ তিনবার করিয়া আধ ছটাক পরিষ্কৃত জল খড়িকা করিয়া চারি ফোঁটা ঔষধ দিয়া প্রত্যেকবার সেবন করিবেন। মূল্য প্রতিশিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল ।/০ আনা।

৩৫। জয়া----ইহার দ্বারা শরীরের ছিন্ন ভিন্ন অস্থি সকল সংযুক্ত হয়। প্রত্যহ দুইবার করিয়া এক কাঁচ্চা ঘৃতের সহিত খড়িকা করিয়া চারি ফোঁটা ঔষধ দিয়া সেবন করিতে হয়। মূল্য প্রতিশিশি ১৲ টাকা। ডাক মাশুল ।/০ আনা।

৩৬। শ্রী ন সিরাপ—ইহা অম্লরস, অগ্নিদীপক, শীতবীর্য, শুক্রবর্দ্ধক, পিপাসা,দাহ, বমি, হিক্কা, বাত, পিত্ত, কফ, ক্রিমি, অজী . পেটব্যাথা ও শূলরোগ নাশক এবং স্বাদে অতি সুন্দর। অর্দ্ধপোয়া শীতল জলে বা বরফ মিশ্রিত জলে এক দাগ সিরাপ দিয়া প্রত্যহ বিকালে সেবন করিবেন। এমন কি ভেদ, বমি, ও হিক্কা ও পিপাসাযুক্ত কলেরারোগীকেও আধ ছটাক শীতল জলে অর্দ্ধদাগ সিরাপ দিয়া সেবন করাইলে তখনি উপকার পাইবেন। রোজ দিনের ব্যবহারোপযোগী প্রতি শিশির মূল্য ৸৹ আনা। ডাক মাশুল ৷৹ আনা।